রস-মঞ্জরী

[ভানুদত্তের সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থের পদ্যানুবাদ]

বিস্তৃত ভূমিকা, ব্যাখ্যা ও বিষয়-সূচী সম্বলিত

শ্রীসতীশচন্দ্র রায়, এম, এ,

অনুবাদক।

প্রথম সংস্করণ

শ্রীবসন্তকুমার চক্রবর্ত্তী
কর্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা;
মডেল লাইব্রেরী,
২৭।২ কর্ণোয়ালিস্ ষ্ট্রীট্।
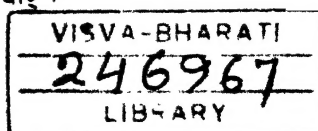
সন ১৩২০।

মূল্য ৵৹ আনা। বাঁধাই ১৲ টাকা।

VISVA-BHARATI
246967
LIBRARY

(সর্ব্ব স্বত্ব সংরক্ষিত)

ভূমিকা।

সংস্কৃত-সাহিত্যে ভানুদত্ত বিরচিত 'রস-মঞ্জরী' একখানা সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ। অলঙ্কার-শাস্ত্রে যে শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ প্রভৃতি নব রস বর্ণিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে শৃঙ্গার বা আদি-রসই যে, বিষয়-গৌরবে সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ এবং সাহিত্যের সর্ব্ব-প্রকার রস-রচনার প্রধান পরিপোষক, সে বিষয়ে কবি ও আল-ঙ্কারিকগণের মত-ভেদ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আলঙ্কারিক-গণ শৃঙ্গার প্রভৃতি রসের কারণ ও কার্য্য-সমূহের আলোচনা করিতে যাইয়া প্রত্যেক রসেরই স্থায়ি-ভাব, বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী বা সঞ্চারী ভাবের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সংক্ষেপে বলিতে হইলে 'স্থায়ি-ভাব' রসের প্রাণ; 'বিভাব' রসের উৎপত্তির কারণ; 'অনুভাব' রসের নিয়ত কার্য্য ও 'ব্যভিচারী' বা 'সঞ্চারী' ভাব রসের আনুসঙ্গিক অনিয়ত কার্য্য। 'আলম্বন' ও 'উদ্দীপন' নামে 'বিভাবের' আবার দুইটি ভেদ আছে। যাহাকে আশ্রয় করিয়া রসের বিকাস হয়—তাহাকে রসের 'আলম্বন-বিভাব' এবং যাহা রসের উদ্দীপক—তাহাকে 'উদ্দীপন-বিভাব' বলা যায়। এই হিসাবে 'রতি' বা অনুরাগই আদি-রসের প্রাণ 'স্থায়ি-ভাব'; প্রধানতঃ নায়ক ও নায়িকা ইহার আশ্রয় 'আলম্বন-বিভাব'; নায়ক-নায়িকার অনুরাগ-সূচক দৃষ্টি, হাস্য প্রভৃতি কার্য্য ও মনোহর দেশ-কাল প্রভৃতি অনুকূল অবস্থা ইহার উদ্দীপক 'উদ্দীপন-বিভাব'; নায়ক-নায়িকাদিগের নানা প্রকার হাব-ভাব ও স্বেদ, রোমাঞ্চ প্রভৃতি অনুরাগ-চিহ্ন ইহার নিয়ত 'অনুভাব' এবং নির্ব্বেদ, আবেগ, দৈন্য প্রভৃতি যে সকল ভাব কোন-

কাব্যের রস ও রস শাস্ত্র।

কোন সময়ে অনুরাগ হইতে উদিত হয় ও কোন কোন সময়ে তাহাতেই বিলীন হইয়া থাকে, তাহাই ইহার অনিয়ত 'ব্যভিচারী' বা 'সঞ্চারী' ভাব। এই সমস্তই অলঙ্কার-শাস্ত্রের বিচার্য্য বিষয় বটে; কিন্তু এক শ্রেণীর অলঙ্কার-গ্রন্থে অন্য কোন বিষয়ের আলোচনার পরিবর্ত্তে শুধু আদি-রসের আলম্বন-বিভাব নায়ক ও নায়িকাদিগের শ্রেণী-ভেদ ও তাঁহাদিগের প্রেম, বিরহ সম্মিলন প্রভৃতির কতকগুলি কৌতূহল-জনক বিচিত্র অবস্থারই সুবিস্তৃত আলোচনা দৃষ্ট হয়। সাধারণ অলঙ্কার-গ্রন্থ হইতে এই শ্রেণীর গ্রন্থের পার্থক্য রক্ষা করার জন্য পণ্ডিতগণ ইহাকে 'রস-শাস্ত্র' বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন।

সংস্কৃত-ভাষার বর্ত্তমান অলঙ্কার-গ্রন্থ-নিচয়ের মধ্যে ভরত-মুনি-প্রণীত 'নাট্য-শাস্ত্র'ই বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন † ঐ গ্রন্থে নায়ক-নায়িকা-ভেদ সংক্ষেপে উল্লিখিত হইলেও রুদ্র-ভট্ট-প্রণীত 'শৃঙ্গার-তিলক', * ভানু-দত্ত প্রণীত 'রস-মঞ্জরী' ও 'সাহিত্যদর্পণের' তৃতীয় পরিচ্ছেদের বর্ণিত নায়ক-নায়িকার সুবিস্তৃত শ্রেণী-ভেদ তাহাতে দৃষ্ট হয় না। আবার শ্রীচৈতন্য দেবের আবির্ভাবে মধুর-ভাবাত্মক বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রভূত উৎকর্ষ সাধিত হওয়ায়, পরবর্ত্তী বৈষ্ণবাচার্য্য ও বৈষ্ণব-কবিদিগের দ্বারা এই বিষয়টি যেরূপ উৎকৃষ্টরূপে আলোচিত ও পল্লবিত হইয়াছে সেইরূপ আর কোথায়ও হয় নাই। সুপ্রসিদ্ধ রূপ-গোস্বামীর প্রণীত 'উজ্জ্বল-নীল মণি' নামক অপূর্ব্ব গ্রন্থকে রস-শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ যুক্তি-পূর্ণ দর্শন ও প্রায় সার্দ্ধ-শত বৈষ্ণবকবির সুললিত

---

† ভরত-মুনির 'নাট্য শাস্ত্র' বোম্বাই নির্ণয়-সাগর যন্ত্রালয় হইতে দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে।

* বোম্বাই নির্ণয়-সাগর যন্ত্রালয় হইতে প্রকাশিত 'কাব্য-মালা' নামক কাব্য-সংগ্রহের তৃতীয় গুচ্ছে রুদ্র ভট্টের 'শৃঙ্গার-তিলক' প্রকাশিত হইয়াছে।

পদাবলিকে ইহার কবিত্ব-পূর্ণ উদাহরণ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। অন্য দিকে হিন্দী-সাহিত্যে এই শ্রেণীর গ্রন্থের ইয়ত্তা করা কঠিন। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত হিন্দুস্থানে যে শত শত হিন্দী-কবি প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন,‡ তাঁহাদিগের মধ্যে এ সম্বন্ধে লেখনী ধারণ করেন নাই—এরূপ কবির সংখ্যা বোধ হয় অধিক নহে। হিন্দী-সাহিত্যে এই শ্রেণীর গ্রন্থ 'নায়্কা-ভেদ' নামে সুপ্রসিদ্ধ। বাঙ্গালা ভাষায় বৈষ্ণব-কবি কৃষ্ণদাস প্রণীত 'ভক্তমাল' গ্রন্থের অন্তর্গত রস-পরিচ্ছেদ ও ভারতচন্দ্র রায়ের প্রণীত 'রস-মঞ্জরী' প্রভৃতি ২।৩ খানা গ্রন্থ ব্যতীত যদিও এ বিষয়ে স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচিত হয় নাই, কিন্তু বৈষ্ণব-কবি ও কীর্ত্তন-গায়কদিগের প্রসাদে 'পরকীয়া' 'মুগ্ধা', 'মধ্যা', 'বাসক-সজ্জা', 'অভিসারিকা' 'কলহান্তরিতা' প্রভৃতি রস শাস্ত্রের পারিভাষিক শব্দগুলি আমাদিগের অধিকাংশের নিকটেই অপরিচিত নহে। 'পদ-কল্প-তরু' নামক সুবৃহৎ পদাবলি-সংগ্রহের সঙ্কলয়িতা বৈষ্ণব দাস ঐ গ্রন্থে উজ্জ্বল নীল-মণির বর্ণিত ক্রম-অনুসারেই বৈষ্ণব-কবিদিগের পদাবলি বিন্যস্ত করিয়াছেন, এবং কোন কোন স্থলে পারিভাষিক শব্দ গুলির লক্ষণ দেওয়ার জন্য 'উজ্জ্বল-নীল-মণি' হইতে সংস্কৃত কারিকা ও সংস্কৃত উদাহরণ-শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু এই শ্রেণীর গ্রন্থ সমূহকে প্রকৃত রস-শাস্ত্র বলা যায় না। ভক্ত-মালের বর্ণিত রস-পরিচ্ছেদ নিতান্তই সংক্ষিপ্ত;—তাহাতে বিস্তৃত লক্ষণ কিম্বা উদাহরণ প্রদত্ত না হওয়ায় তাহা হইতে রস শাস্ত্রে সম্যক্ জ্ঞান জন্মে না। 'উজ্জ্বল নীল-মণি' রস-শাস্ত্রের উৎকৃষ্ট গ্রন্থ হইলেও উহা বহু-বিস্তৃত, অনেক পরিমাণে দুরূহ ও দুষ্প্রাপ্য। সুতরাং উহার নাম শুনিয়া থাকিলেও অধিকাংশ

---

‡ লক্ষ্ণৌ নওল কিশোরের যন্ত্রালয় হইতে প্রকাশিত শিব সিংহ সেঙ্গর সঙ্কলিত 'শিব-সিংহ সরোজ' নামক প্রায় এক সহস্র হিন্দী কবির কবিতা-সংগ্রহ দ্রষ্টব্য।

পাঠকেরই উহা অনুশীলন করার সৌভাগ্য ঘটিয়া উঠে নাই। রস-শাস্ত্র একাধারে অলঙ্কার ও কাব্য; ইহা পাঠ করিলে অলঙ্কার-শাস্ত্রের বর্ণিত আদি-রসের বিভাব-অনুভাব প্রভৃতির সম্যক্ জ্ঞানের সহিত উৎকৃষ্ট কাব্য-পাঠেরও ফল-লাভ হইয়া থাকে।

বাঙ্গালা ভাষায় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভা-কবি ভারতচন্দ্রই বোধ হয় প্রথমে সাধারণ পাঠকের উপযোগী 'রস-মঞ্জরী' প্রচার করেন।

ভানুদত্ত ও ভারতচন্দ্রের 'রস-মঞ্জরী'।

ভারতচন্দ্র সংস্কৃত-সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার প্রণীত সংস্কৃত 'চোর-পঞ্চাশৎ' কাব্যের পদ্যানুবাদ, তাঁহার রচিত নানা সংস্কৃত মাত্রা বৃত্ত পদাবলি ও শিখরিণী-ছন্দের উৎকৃষ্ট শ্লেষ-ঘটিত 'নাগাষ্টক' নামক কাব্যই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ভারতচন্দ্রের 'রসমঞ্জরী'র আদর্শও যে, ভানু-দত্তের সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত 'রসমঞ্জরী' তাহা তিনি গ্রন্থের প্রারম্ভেই স্বীকার করিয়াছেন। রস-মঞ্জরীর রস—ভাষায় করিতে বশ—আজ্ঞা দিলা রসে মিশাইয়া" এই বাক্যে যদিও ঐ গ্রন্থের প্রণোদক মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রস গ্রাহিতার পরিচয়ই সুপরিস্ফুট, কিন্তু ভারতচন্দ্রের উপর ভানুদত্তের কাব্যের প্রভাব কি পরিমাণ ছিল, তাহা একান্ত দুর্বোধ্য নহে। ভারতচন্দ্র বোধ হয় লেখার ভঙ্গীর দ্বারা বুঝাইয়াছেন যে, সংস্কৃত রসমঞ্জরীর প্রগাঢ় রস সহজে বাঙ্গালা কবিতায় আয়ত্ত করার যোগ্য নহে; যেন সেজন্যই মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্রকে উহার সহিত নিজের রস বা কবিত্ব মিশ্রিত করিয়া প্রকাশ করিতে আদেশ করেন। যদিও কবি প্রায় সর্ব্বত্রই এই স্বাধীন প্রণালীর অনুসরণ করিয়া 'রস মঞ্জরী' নামে স্বরচিত উদাহরণ-পূর্ণ এক খানা নূতন কাব্যই রচনা করিয়াছেন কিন্তু নায়ক-নায়িকার শ্রেণী ভেদ ও লক্ষণাদি সম্বন্ধে অনেক স্থলেই তিনি ভানুদত্তের অনুসরণ করিয়াছেন; এমন কি তাঁহার দুই চারিটি উদাহরণ ভানুদত্তের

গ্রন্থের মর্ম্মানুবাদ বলিলেও বলা যাইতে পারে। কৌতূহলী পাঠক ভারতচন্দ্রের স্বীয়া নায়িকার উদাহরণ—

"নয়ন-অমৃত নদী সতত চঞ্চল যদি" ইত্যাদি প্রসিদ্ধ কবিতার সহিত ভানুদত্তের স্বীয়া-বর্ণনা ও তাঁহার স্বকীয়া নবোঢ়ার উদাহরণ "হস্তেতে ধরিয়া শয্যায় আনিয়া" ইত্যাদি কবিতার সহিত ভানুদত্তের নবোঢ়া-বর্ণনার তুলনা করিবেন। যদিও উদাহরণ-অংশে উভয় গ্রন্থের মধ্যে এইরূপ সাদৃশ্য দুই চারিটি স্থল ব্যতীত অন্যত্র দৃষ্ট হয় না—কিন্তু ভারত-চন্দ্রের গ্রন্থের উপর ভানুদত্তের কাব্যের অসাধারণ প্রভাব ইহা দ্বারাই বিলক্ষণ অনুমিত হইবে। ভারতচন্দ্রের 'রসমঞ্জরী' কাব্যাংশে অল্প মূল্যবান নহে। স্বর্গীয় বঙ্কিম বাবু "জয়দেব ও বিদ্যাপতি" শীর্ষক প্রবন্ধে উহাকে বাঙ্গালা ভাষার একখানা শ্রেষ্ঠ গীতি-কাব্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; তথাপি উভয় কাব্য বিশেষরূপে আলোচনা করিলে ভানুদত্তের অপূর্ব্ব ব্যঞ্জনা-পূর্ণ রস-বৈচিত্র্যের সহিত ভারতচন্দ্রের সুমধুর ত্রিপদী ও চৌপদীগুলির রস গাম্ভীর্য্য-হীন লালিত্য যে কোন রূপেই তুলনীয় নহে,—ইহা সহৃদয় পাঠক অস্বীকার করিতে পারিবেন না। ভানুদত্ত প্রোষিত-ভর্ত্তৃকা প্রভৃতি অষ্ট-নায়িকার প্রত্যেকের মুগ্ধা, মধ্যা, প্রগল্‌ভা, পরকীয়া ও গণিকা-ভেদে স্বতন্ত্র উদাহরণ দিয়াছেন; সে স্থলে ভারত-চন্দ্র প্রোষিত-ভর্ত্তৃকা ইত্যাদির মুগ্ধা প্রভৃতি নায়িকা-নির্ব্বিশেষে কেবল একটি করিয়া উদাহরণ দেখাইয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন এবং সংস্কৃত রসমঞ্জরীর বিচারাত্মক অধিকাংশ স্থলই বাহুল্য-ভয়ে পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইহার ফলে যদিও রচনা-মাধুর্য্য প্রভৃতি ভারতচন্দ্রের কতিপয় স্বাভাবিক গুণে তাঁহার কাব্য বাঙ্গালী পাঠকবর্গের নিকট আদরণীয় হইয়া থাকুক, কিন্তু তাহা পাঠ করিয়া রস-শাস্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করার সম্ভাবনা নাই, এরূপ বলিলে বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। বস্তুতঃ সাধারণ পাঠক-

বর্গের, বিশেষতঃ বৈষ্ণব-সাহিত্য-সেবীদিগের সুখ-পাঠ্য একখানা রস-গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় প্রচার করা নিতান্ত আবশ্যক বিবেচনা করিয়াই আমরা ভানুদত্তের সুপ্রসিদ্ধ রস-মঞ্জরীর পদ্যানুবাদ প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। জানি না, আমাদিগের অক্ষম চেষ্টা কিরূপ ফলবতী হইবে।

এস্থলে ভানুদত্ত ও তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

ভানুদত্ত গ্রন্থ-শেষে তাঁহার যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে. সুরধুনী-পূত বিদেহ বা মিথিলা প্রদেশে তাঁহার বাসস্থান ছিল এবং 'কবি-কুলালঙ্কার-চূড়ামণি' গণেশ্বর তাঁহার পিতা ছিলেন। গণেশ্বরের রচিত কোন কাব্য মিথিলা প্রদেশে প্রচারিত আছে কি না, আমরা তাহা জানি না। সম্ভবতঃ গণেশ্বর সুকবি ছিলেন; নতুবা ভানুদত্ত যে কেবল পুত্রো-চিত বিনয় বশতঃই পিতাকে 'কবি-কুলাললঙ্কার-চূড়ামণি' বলিয়াছেন ইহা তেমন সম্ভবপর বোধ হয় না। ভানুদত্ত যে, স্বরচিত পদ্যে তাঁহার 'রসমঞ্জরী' পূর্ণ করিয়াছেন তাহাও অন্তিম শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ ইহা তাঁহার পরিণত বয়সের রচনা; কারণ, সমাজে শ্রেষ্ঠ সুকবি বলিয়া প্রতি-ষ্ঠিত না হইলে—তিনি যে ভাবে নিজের রসমঞ্জরীকে বাগ্দেবীর কর্ণভূষা পারিজাত-মঞ্জরীর সহিত উপমিত করিয়াছেন,তাহা বোধ হয় সম্ভবপর হইত না। শ্রীহর্ষ, জয়দেব প্রভৃতি প্রাচীন কবিদিগের রীতি-অনুসারে এইরূপ নিজোৎকর্ষ-সূচক শ্লাঘা-বাক্য ভানুদত্তের পক্ষে মার্জ্জনীয় হইতে পারে কি না, সে সম্বন্ধে মত-ভেদ থাকিতে পারে; কিন্তু তাঁহার পূর্ব্বোক্ত উপমাটি সে অযথার্থ নহে—রসজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেরই তাহা স্বীকার করিতে হইবে। কবিত্ব-অংশে ভানুদত্তের রসমঞ্জরীর সহিত তুলনীয় অলঙ্কার-গ্রন্থ সংস্কৃত সাহিত্যেও বিরল; ইহা পাঠ করিয়া পাঠকবর্গ যে, একাধারে

ভানুদত্তের জীবন-বৃত্তান্ত।

রস-তত্ত্ব-জ্ঞানের সঙ্গে অপূর্ব্ব কাব্যানুশীলন জনিত আনন্দ প্রাপ্ত হইবেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

ভানুদত্তের জন্ম-সময় আমরা স্থির করিতে পারি নাই; তিনি তাঁহার গ্রন্থে সুপ্রসিদ্ধ অমরু-শতকের "প্রস্থানং বলয়ৈঃ কৃতং" ইত্যাদি শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়া, প্রাচীনগণের বর্ণিত প্রোষিত-ভর্ত্তৃকা প্রভৃতি অষ্ট-নায়িকার অতিরিক্ত 'প্রোষ্যৎ-পতিকা' নাম্নী আর একটি নায়িকাও স্বীকার করা আবশ্যক, ইহা উৎকৃষ্ট যুক্তি সহকারে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। অমরু শতকের রচনা-কাল নিশ্চিত রূপে স্থিরীকৃত না হইলেও অমরু শতকের শ্লোকাবলি 'সরস্বতীকণ্ঠাভরণ' 'কাব্যপ্রকাশ' প্রভৃতি পাচীন অলঙ্কার গ্রন্থে উদ্ধৃত হওয়ায়—অমরু কবি যে খৃষ্টীয় নবম কি দশম শতাব্দীর পরবর্ত্তী নহেন, তাহা একরূপ প্রমাণিত হইয়াছে; সুতরাং ভানুদত্তও কোন রূপেই উঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী হইতে পারেন না, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। আমাদিগের কিন্তু বোধ হয় যে, ভানুদত্ত সাহিত্যদর্পণ-কার বিশ্বনাথ কবিরাজ অপেক্ষাও পরবর্ত্তী; কারণ সাহিত্য-দর্পণে প্রাচীন মতানুসারে অষ্ট-নায়িকাই স্বীকৃত হইয়াছে। তৎপূর্ব্বে রসমঞ্জরী গ্রন্থে ভানু-দত্ত কর্ত্তৃক 'প্রোষ্যৎপতিকা' নাম্নী নবমী নায়িকা নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকিলে, তার্কিক-প্রধান বিশ্বনাথ কবিরাজ সেই অভিনব মতের গ্রহণ কিম্বা খণ্ডন—দুইটির একটি না করিয়া ক্ষান্ত হইতেন না। বিশ্বনাথ কবিরাজ খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হন; সুতরাং ভানুদত্তকে তাঁহারও পরবর্ত্তী বলিয়াই অনুমান হইতেছে। মৈথিল কবি-শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপতি খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন; ভানুদত্তও সেই সময়েই প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন কিনা কে বলিতে পারে? ভানুদত্তের সময় নির্দ্ধারণের আর একটি উপায় আছে। সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার শিবভট্টের পুত্র নাগেশ ভট্ট ও কাশী-

রাজ চন্দ্র-ভানুর সভাসদ অনন্ত পণ্ডিত যথাক্রমে 'রস-মঞ্জরী-প্রকাশ' ও "ব্যঙ্গার্থ-কৌমুদী" নামে রসমঞ্জরীর দুই খানা উৎকৃষ্ট টীকা প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। অনন্ত পণ্ডিত তাঁহার টীকার প্রারম্ভে তাঁহার প্রতি-পালক রাজবংশের যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন, * তাহা হইতে জানা যায় যে, বারাণসীতে কাশিরাজ নামে একজন পরাক্রান্ত ও বিদ্যোৎসাহী নরপতি প্রাদুর্ভূত হন'; তাঁহার পুত্র কন্দর্প-তুল্য রূপবান্ প্রতাপরুদ্র; তাঁহার পুত্র কৃষ্ণ-চিন্তা-পরায়ণ মধুকর শাহ; তাঁহার পুত্র নিখিল-কলা-বিশারদ বরবীর সিংহ; তাঁহার পুত্রই অনন্ত পণ্ডিতের প্রতিপালক চন্দ্র-ভানু। অনন্ত পণ্ডিত চন্দ্র-ভানু নৃপতির যে অতুলনীয় মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহাতে যথেষ্ট অতিশয়োক্তি থাকা সম্ভবপর হইলেও চন্দ্র-ভানু যে একজন বহু-গুণ-সম্পন্ন রাজা ছিলেন তাহা বেশ বুঝা যায়; আমাদিগের বোধ হয় যে, পূর্ব্বোক্ত সূত্র অবলম্বনে কাশীর রাজ বংশের প্রাচীন ইতিহাসের আলোচনা দ্বারা রাজা চন্দ্র-ভানু ও অনন্ত পণ্ডিতের সময় স্থিরীকৃত হইতে পারিবে এবং তাহা হইলে ভানুদত্তের সময়-নির্দ্ধারণও অনেক পরিমাণে সুসাধ্য হইবে।

ভানুদত্ত শৈব কি বৈষ্ণব ছিলেন তাহা নিশ্চিত জানা যায় না; মিথিলার কবি-শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপতি সুমধুর কৃষ্ণ-লীলা-বিষয়ক পদাবলির সঙ্গে সঙ্গে বহু শিব-সঙ্গীতও রচনা করিয়া গিয়াছেন; এমন কি, তিনি প্রকৃত পক্ষে শৈব ছিলেন বলিয়াই এখন নিঃসন্দেহে স্থিরীকৃত হইয়াছে। † সুতরাং ভানুদত্তকে রসমঞ্জরীর প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণ-স্থলে হর-পার্ব্বতীর এক-

* Benaras Sanskrit Series নামক গ্রন্থাবলির অন্তর্গত বারাণসী গবর্ণমেণ্ট কলেজের অধ্যাপক রামশাস্ত্রী তৈলঙ্গ কর্ত্তৃক সম্পাদিত রসমঞ্জরীর ২—৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

† সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাবলির অন্তর্গত শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের সম্পাদিত বিদ্যাপতির পদাবলীর উৎকৃষ্ট সংস্করণের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

দেহ-ধারণ বর্ণন করিতে দেখিয়া তাঁহাকে শৈব বলিয়া স্থির করা যাইতে পারে কি ? রসমঞ্জরী গ্রন্থে কৃষ্ণ-লীলা-বিষয়ক কতকগুলি সুমধুর শ্লোকও দৃষ্ট হইয়া থাকে ; ঐ শ্লোক গুলির অধিকাংশই এরূপ অপূর্ব্ব ভাবোচ্ছ্বাসপূর্ণ যে, তাহা পাঠ করিয়া কবিকে শ্রীরাধাকৃষ্ণের ব্রজ লীলার অনুপম মাধুর্য্যে একান্ত বিমুগ্ধ বলিয়া সিদ্ধান্ত না করিয়া পারা যায় না। কৌতূহলী সহৃদয় পাঠক রসমঞ্জরীর ব্রজলীলা-বিষয়ক অনুশয়ানা, প্রগল্‌ভা উৎকণ্ঠিতা, প্রগল্‌ভা প্রোষ্যৎ-পতিকা নায়িকার এবং সখী-শিক্ষা, প্রিয়-পরিহাস, বিরহ-নিবেদন ও সাক্ষাৎ-দর্শনের অপূর্ব্ব বর্ণনা গুলি পাঠ করিলেই ভানুদত্তের সুগভীর বৈষ্ণবতার পরিচয় পাইবেন। বিদ্যাপতি ও ভানুদত্তের এই সম্প্রদায়-গন্ধ-বিহীন উদার ধর্ম্ম-ভাব যে আমাদিগের বিশেষ-ভাবে প্রণিধান-যোগ্য তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

রসমঞ্জরীর কবিত্বের দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়া আমরা ভূমিকার কলেবর বর্দ্ধিত করিব না ; যে গ্রন্থের প্রায় প্রত্যেক শ্লোকেই কবির অপূর্ব্ব কবিত্বের পরিচয় সুপরিস্ফুট, সেই গ্রন্থ হইতে দুই চারিটি উদাহরণ দেখাইতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।

ভানুদত্তের কবিত্ব।

কিন্তু ভানুদত্তের রসমঞ্জরী ও ঐ শ্রেণীর অন্যান্য সংস্কৃত গীতি-কাব্যের সহিত এক দিকে হিন্দী-সাহিত্যের 'কবি প্রিয়া' 'বিহারী-সতসই', 'রসচন্দ্রোদয়' 'রস-বৃষ্টি' প্রভৃতি গীতিকাব্যের ও অন্য দিকে বাঙ্গালার বৈষ্ণব-কবিগণের কবিতা ও ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরীর তুলনা করিয়া আমরা সংস্কৃত, হিন্দী ও বাঙ্গালা গীতি-কাব্যের প্রকৃতি যাহা বুঝিতে পারিয়াছি এই স্থলে সে সম্বন্ধে কিছু বলা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। প্রতীচ্য সমালোচকগণ প্রাচীন ও আধুনিক সময়ের কবিগণের কাব্যের প্রকৃতি-গত পার্থক্য অনুসারে সাধারণতঃ প্রাচীন কবিগণের কাব্য গুলিকে প্রাচীন

প্রাচীন ও নব্য কবিতার বিশেষত্ব।

কবিতা (Classical poetry) এবং আধুনিক কবিগণের কাব্য গুলিকে নব্য কবিতা (Romantic poetry) নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।* প্রাচীন ও নব্য কবিতার মূলীভূত পার্থক্য যে কিসে তৎসম্বন্ধে সমালোচক-দিগের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায়, কিন্তু সংক্ষেপে বলিতে হইলে অধিকাংশ প্রসিদ্ধ সমালোচকের মতে ভাষার প্রাঞ্জলতা ও ভাবের সংযমই প্রাচীন কবিতার বিশেষত্ব এবং ভাষার পরিপাটা ও ভাবের উচ্ছ্বাসই নব্য কবিতার বিশেষত্ব বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। উভয় শ্রেণীর কাব্যের মধ্যে এক শ্রেণীর শ্রেষ্ঠত্ব ও অপর শ্রেণীর নিকৃষ্টত্ব স্থির করা সম্ভবপর নহে; কারণ ব্যক্তি-গত রুচি অনুসারে উভয় শ্রেণীর কাব্যই তুল্যরূপে প্রীতিজনক ও সমাদৃত হইয়া থাকে; সুগঠিত ভাস্কর-মূর্ত্তি ও উৎকৃষ্ট তৈল-চিত্রের ন্যায় বিভিন্ন জাতীয় উক্ত দুই শ্রেণীর কাব্যের উৎকর্ষ যেরূপ স্বতন্ত্র; অপকর্ষও সেইরূপ স্বতন্ত্র বটে। এজন্য যেরূপ এক দিকে নিকৃষ্ট প্রাচীন-কাব্যে ভাষার প্রাঞ্জলতা—ভাষার আড়ষ্টতায়, এবং ভাবের সংযম—ভাবের অকিঞ্চিৎকরতায় পরিণত হইয়াছে, সেই রূপ নিকৃষ্ট নব্য-কবিতায়ও ভাষার পারিপাট্য—ভাষার অস্পষ্টতায় এবং ভাবের উচ্ছাস ভাবের উচ্ছৃঙ্খলতায় পরিণত হইতে দেখা গিয়াছে। প্রাচীন ও নব্য কাব্যের ইতিহাসে এইরূপ উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট কাব্যের দৃষ্টান্তের অসদ্ভাব নাই। প্রাচীন ও নব্য কবিতার এই প্রভেদ যে কেবল প্রতীচ্য সাহিত্যেই পরিস্ফুট হইয়াছে তাহা নহে; মানব-প্রকৃতি সর্ব্বত্রই প্রায় সমান; সুতরাং দেশ-কাল-গত যথেষ্ট প্রভেদ সত্ত্বেও ভারতীয় প্রাচীন ও নব্য-কবিতার মধ্যেও ঐরূপ পার্থক্য প্রকাশ পাইয়াছে। 'মেঘদূত', 'গীত

প্রাচীন ও নব্য কবিতার দোষ-গুণ।

---

* Sidney Colvin কৃত "Selections from Walter Savage Landor" নামক গ্রন্থের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

গোবিন্দ' প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত প্রাচীন গীতি-কাব্যের সহিত মধ্য-কালের বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব-কবির পদাবলি ও আধুনিক সময়ের গীতি-কাব্যের তুলনা করিলেই সূক্ষ্ম-দর্শী পাঠকের নিকট উহাদিগের প্রকৃতি-গত পার্থক্য স্পষ্ট-রূপে প্রতিভাত হইবে। 'মেঘদূত' কিম্বা 'গীতগোবিন্দ' কাব্যের বর্ণনীয় বিষয় যার-পর-নাই ভাবোচ্ছ্বাসের উপযোগী ; কিন্তু কালিদাস ও জয়দেবের কবিত্বের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য থাকিলেও তাঁহাদিগের উক্ত গীতি-কাব্য দুইটিতে প্রাচীন কবিতার বিশেষত্ব রচনার সুস্পষ্টতা ও ভাবের সংযম প্রায় তুল্য-রূপই পরিলক্ষিত হয়।

কালিদাস ও জয়দেবের গীতি-কাব্য।

মধ্যকালে সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্য অবনতির চরম সীমায় উপনীত হইলে, যখন ভারতবর্ষে নূতন অবস্থায় বাঙ্গালা মৈথিল, হিন্দী প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষা-সাহিত্যের অভূতপূর্ব্ব অভ্যুদয় হইতে আরম্ভ হইল—তখন পর্য্যন্ত সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্যের প্রাচীন আদর্শই অধিক পরিমাণে অনুসৃত হইতেছিল ; সেই জন্যই বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব-কবিগণ নানারূপ বিচিত্র ভাবোচ্ছ্বাস-পূর্ণ গীত-কবিতা রচনা করিতে যাইয়াও আধুনিক নিকৃষ্ট গীতি-কবির ন্যায় ভাষার অস্পষ্টতার তমিরাবরণে কাব্য-চিত্রের অসম্পূর্ণতা আচ্ছাদিত করিতে প্রয়াসী হন নাই। তাই উক্ত বৈষ্ণব-কবিগণ নায়ক-নায়িকার পূর্ব্বরাগ, মিলন, মান কিম্বা বিরহের যখন যে বর্ণনা করিয়াছেন, শ্রেষ্ঠ চিত্র-শিল্পীর কতিপয় সুনিপুণ রেখা-পাতের ন্যায় তাহাই সজীবতায় সম্পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। আধুনিক সুশিক্ষিত সমালোচক উৎকৃষ্ট নব্যকবিতার তুলনায় তাহাতে ভাবের সঙ্কীর্ণতা লক্ষ্য করিলেও করিতে পারেন ;—কিন্তু নব্য-কবিতা-সুলভ ভাবের ক্ষীণতা তাহার মধ্যে কোথাও খুঁজিয়া পাইবেন না। কিন্তু

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের প্রাচীনাদর্শ-প্রিয়তা।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ভাবের এই প্রবলতা বা সজীবতা প্রায় কোন স্থলেই তরলতায় পরিণত হয় নাই।

প্রাচীনাদর্শের ভক্ত ইংরেজ-কবি স্যাবেজ্ ল্যাণ্ডরের (Savage Landor) একটি প্রসিদ্ধ সদুক্তি এই যে, নির্ম্মল জলাশয়ের ন্যায় নির্ম্মল কবিতা প্রকৃত পক্ষে যত গভীর, আপাততঃ তত গভীর বলিয়া বিবেচনা হয় না; কিন্তু আবিল জলাশয়ের ন্যায় আবিল কবিতা বস্তুতঃ গভীর না হইলেও আবিলতার জন্যই গভীর বলিয়া ভ্রান্তি জন্মাইয়া দেয়। যদিও বাঙ্গালা ভাষার অনেক উৎকৃষ্ট নব্য কবিতার সম্বন্ধেই এই কথা প্রযোজ্য নহে,—কিন্তু আজ কালের অধিকাংশ নব্য কবিতাই যে অল্পাধিক পরিমাণে এই আবিলতা বা অস্পষ্টতা দোষে দূষিত তাহা অস্বীকার করার উপায় নাই। এক দিকে প্রতিভা-শালী নব্য কবিগণের শক্তিহীন অনুকারকগণ যেরূপ অস্পষ্টতার আবরণে যা-ইচ্ছা-তাই লিখিয়া কাব্য-নামে প্রচার করিতেছেন, সেইরূপ প্রাচীনাদর্শের অনেক অক্ষম লেখকের রচনায়ও সুস্পষ্টতা ব্যতীত কাব্যোপযোগী ভাব কিছুই পাওয়া যায় না; সুদক্ষ ভাস্কর সুকঠিন মর্ম্মর-প্রস্তরকে যেরূপ কর্দ্দমের ন্যায় নিজের আয়ত্ত করিয়া তাঁহার বাঞ্ছিত ভাব-প্রকাশক অপূর্ব্ব মূর্ত্তিতে পরিণত করেন, সেইরূপ মানব-হৃদয়ের গূঢ় ও দুর্ব্বোধ্য ভাব-সমূহকেও যেস্থলে কবি সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়া নিজের অভিপ্রেত আকার প্রদান করিতে পারেন, তাহাকেই ভাব-সংযম বা ভাবের উপর কবির প্রভুত্ব বলা যাইতে পারে। যেখানে কাব্যোচিত ভাবেরই অভাব, সেখানে ভাবের সংযম ও ভাবের সংহার একই কথা। এইরূপ ভাষা-শূন্য ভাব কিম্বা ভাব-শূন্য ভাষার আসনে নির্দ্দোষ শব্দ-অর্থ-রূপিণী হর-গৌরী-মূর্ত্তি কবিতা-দেবীর আবির্ভাব অসম্ভব। সে জন্যই মহাকবি কালিদাস রঘুবংশ রচনা করিতে যাইয়া, ভাষা ও

অধিকাংশ নব্য কবিতার অস্পষ্টতা।

ভাবের—শব্দ ও অর্থের সম্যক্ জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষায় সর্ব্বাগ্রে কাব্যোচিত নির্দ্দোষ শব্দ ও অর্থের ন্যায় অভিন্ন-রূপিণী হরপার্ব্বতীর বন্দনা + এরূপ অপূর্ব্ব-ভাবে গ্রথিত করিয়াছেন যে, আমরা বহু চিন্তা করিয়াও তাঁহার সেই অপূর্ব্ব বন্দনার ভাষা কিম্বা ভাব—ইহার কোনটির অপেক্ষা কোনটির অধিক প্রশংসা করিব তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারি নাই।

উৎকৃষ্ট কাব্যের প্রকৃতি।

সে যাহা হউক, প্রাচীন ও নব্য কবিতার, উল্লিখিত প্রণালী-গত পার্থক্যের কথা স্মরণ রাখিয়া সংস্কৃত গীতি-কাব্যের সহিত তুলনা দ্বারা ভারতীয় প্রাদেশিক গীতি-কাব্যে কি ভাবে ঐ পার্থক্য আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে, আমরা এখন তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। এরূপ একটি অনালোচিত বিষয়ের আলোচনায় অগ্রসর হইলে দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রত্যেক উক্তির সমর্থন করা একান্ত আবশ্যক; নতুবা ঐ সকল উক্তি কোন মতেই যথার্থ বলিয়া স্বীকৃত হওয়ার আশা করা যাইতে পারে না।

+ "বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থ-প্রতিপত্তয়ে।
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্ব্বতী-পরমেশ্বরৌ॥"

রঘুবংশ—১ম শ্লোক।

শব্দ অর্থ হেন যুক্ত-কায়—
শব্দ-অর্থ-বোধের কারণ,
জগতের জনক-জননী—
হর-গৌরী করি হে বন্দন!

আমরা পুর্ব্বে বলিয়াছি যে, কালিদাসের মেঘদূত ও জয়দেবের গীত-গোবিন্দের ন্যায় দুই খানা সংস্কৃত গীতিকাব্যের মধ্যে দেশ-কাল-গত প্রভৃত পার্থক্য থাকিলেও প্রাচীন কবিতার আদর্শ ভাষার প্রাঞ্জলতা ও অসাধারণ ভাব-সংযম বিষয়ে উভয় কাব্যেরই আশ্চর্য্য সাদৃশ্য দেখা যায়। আমরা প্রথমে ২।১টি দৃষ্টান্ত দ্বারা এই কথাটি পরিষ্কার ভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

মেঘদূত, গীতগোবিন্দ ও রসমঞ্জরীতে ভাষার বিশুদ্ধি ও ভাবের সংযম।

মেঘদূতের বিরহী 'যক্ষ প্রেম-তন্ময়তা হেতু স্বেচ্ছা-বিহারী মেঘের দ্বারা প্রিয়তমাকে সংবাদ পাঠাইতে যাইয়া, কল্পনা-নেত্রে যেন তাঁহাকে নিজের সম্মুখে দেখিতে পাইয়াই বলিতেছেন,—

"প্রিয়ঙ্গু-লতায় দেহ, মৃগী-নেত্রে চঞ্চল নয়ন,
শিখি-পুচ্ছে কেশ-পাশ, মুখ কান্তি হেরি চন্দ্রমায়,
ঈষৎ তরঙ্গ-ভঙ্গে ভুরু-ভঙ্গী করি দরশন,—
রাগিলে কি? একাধারে তব সম নাহি দেখি হায়!
প্রণয়-কুপিতা তব মূর্ত্তি আঁকি' গৈরিকে শিলায়,—
তব পদ-প্রান্তে নিজ মূর্ত্তি আঁকি যবে আকিঞ্চন,—
তখনি অজস্র-ধারে অশ্রু মম দৃষ্টি রোধে হায়!
চিত্রেও যে নাহি সহে ক্রূর বিধি মোদের মিলন!
কোন মতে স্বপ্নে পে'য়ে প্রিয়তমে! তব দরশন,
প্রসারিলে শূন্যে বাহু—তব গাঢ় আলিঙ্গন তরে,
হেরি' তাহা মোর দুঃখে ফেলে না কি বন-দেব-গণ
মুক্তা-সম স্থূল অশ্রু-বিন্দু তরু-পল্লব উপরে?"*

যক্ষের এই উক্তি পাঠ করিয়া প্রথমে মনে হইতে পারে যে,

* মেঘদূতের মৎকৃত পদ্যানুবাদ ২৮ পৃষ্ঠা।

ইহাই কি যক্ষের ন্যায় প্রেমিকের উপযুক্ত প্রিয়া-সম্ভাষণ? ইহাতে বর্ণনার বৈচিত্র্য, অলঙ্কারের চমৎকারিত্ব থাকিতে পারে,—কিন্তু প্রেমিকের উপযুক্ত ভাবোচ্ছ্বাস (Passion) ও করুণত্ব (Pathos) কোথায়? সূক্ষ্মদর্শী সহৃদয় পাঠক গভীর ভাবে এই শ্লোক গুলির মধ্যে নিমগ্ন হইলে ক্রমে দেখিতে পাইবেন যে, প্রথমে যাহা রচনার বৈচিত্র্য বা অলঙ্কারের চমৎকারিত্ব বলিয়া বিবেচনা হইয়াছে তাহা কেবল বর্ণনার পারিপাট্য নহে। অতিরিক্ত তাপ ও চাপের শক্তিতে তরল জল যেমন করিয়া জমিয়া হিম-শিলায় (Ice) পরিণত হয়—এস্থলেও যক্ষের প্রেম ও শোকের অচিন্তনীয় উচ্ছ্বাস মহাকবির সর্ব্বগ্রাহিণী শক্তির প্রভাবে সম্যক্ আয়ত্ত ও ঘনীভূত হইয়াই অপূর্ব্ব সংযত আকার ধারণ করিয়াছে। সত্য বটে, ইহাতে নব্য-কবিতার তরল ভাবোচ্ছ্বাস নাই; কিন্তু ভাবের তরলতার অভাবই উহার একমাত্র কারণ; উচ্ছলৎ-পানীয়ের (Effervescent drink) ফেন বুদ্বুদের ন্যায় অনেক সময়েই অনেক নব্য কবিতার অতিরিক্ত ভাবোচ্ছ্বাস নিমেষের মধ্যেই বিলীন হইয়া যায়, কিন্তু হিম-শিলার ন্যায় মেঘদূতের এই ঘনীভূত ভাব-রাশি দ্রবীভূত হইতে আরম্ভ হইলেও সত্বর বিলীন হইবার নহে।

এখন বিরহী যক্ষের প্রিয়া-সম্ভাষণের সহিত গীতগোবিন্দের কৃষ্ণ-বিরহিণী শ্রীরাধার একটি মর্ম্মান্তিক উক্তির তুলনা করুন। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়ে নিতান্ত সন্দিহান হইয়াছেন। এমন কি, সুচতুর নায়কদিগের যেরূপ স্বভাব, সেরূপ স্বভাবের পরিচয় দিয়া শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার নিকট আসিয়া তাঁহাকে অনেক সাধ্য-সাধনা করিবেন,—মনে এইরূপ কত আশা করিয়া শ্রীরাধা তাহাতেও নিরাশ হইয়াছেন, কিন্তু তথাপি শ্রীকৃষ্ণকে ভাল না বাসিয়া পারিতেছেন না,—তাই নিজের প্রতি ধিক্কার দিয়া বলিতেছেন,—

"সখী-সঙ্গ—রিপু সম, হিমানিল—হুতাশনময়,
সুধাকর বিষ হেন হৃদয়ে পশিলে যেবা হয়,
সে নির্দ্দয়-জনে মোর দুষ্ট মন চাহে গো আবার,
নারীর বাসনা অতি নিরঙ্কুশ জানিলাম সার!" †

শ্রীরাধার এই উক্তিটি পাঠ করিয়া আপাততঃ মনে হইতে পারে যে, ইহাতে উৎকৃষ্ট নব্য-কবিতার ভাবোচ্ছ্বাস বা করুণত্ব কোথায়? কিন্তু বিশেষ রূপে চিন্তা করিয়া দেখিলেই প্রতীত হইবে যে, শ্রীরাধা কতক গুলি অতিরিক্ত উচ্ছ্বাসময় হা হুতাশের কথা না বলিয়া অল্প কয়েকটি সুস্পষ্ট কথায় প্রণয়ের সর্ব্বগ্রাসিতা, প্রিয়-বিরহের অসহনীয়তা এবং প্রেমাধীন হৃদয়ের দুর্দ্দমনীয়তা যেরূপ উজ্জ্বল ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার ভাবের অসাধারণ প্রগাঢ়তাই প্রকাশ পাইয়াছে।

ভানুদত্তের রসমঞ্জরীর কবিতাও পূর্ব্ববর্ত্তী সংস্কৃত কবিগণের কবিতার ন্যায় সম্পূর্ণ প্রাচীনাদর্শের অনুযায়িনী বটে। সহৃদয় পাঠক রসমঞ্জরীর প্রগল্‌ভা বিপ্রলব্ধা, প্রগল্‌ভা উৎকণ্ঠিতা ও প্রগল্‌ভা প্রোষ্যৎ-পতিকার উৎকৃষ্ট বর্ণনাগুলি পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, উৎকৃষ্ট প্রসাদ-গুণযুক্ত ঐ সকল কবিতার সকরুণ ভাবোচ্ছ্বাস কবির অসাধারণ ভাব-সংযম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া কিরূপ বিচিত্র ঘনীভূত আকার ধারণ করিয়াছে!

সংস্কৃত-সাহিত্যের ধ্বংসাবশেষ হইতে হিন্দী, মৈথিল, বাঙ্গালা প্রভৃতি

---

† গীতগোবিন্দের সংস্কৃত পদ্যানুবাদ ১৬৫ পৃষ্ঠা।

প্রাদেশিক ভাষা-সাহিত্যের বিকাশের কারণ পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে ইহার বহু-কাল পূর্ব্ব হইতেই সংস্কৃত ভাষা অনেক-পরিমাণে অপ্রচলিত হইয়া পড়িতেছিল। খৃষ্ট-জন্মের পরবর্ত্তী প্রথম শতাব্দীর সময় হইতেই যে উহা কেবল সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণের দ্বারাই ব্যবহৃত হইত, তৎকালীন সংস্কৃত দৃশ্য-কাব্য গুলিই তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ বটে। সংস্কৃত-ভাষা ক্রমে অপ্রচলিত হইয়া পড়ায় উহার স্বাভাবিক রচনা-রীতিও (Idiom) ক্রমে সাধারণের নিকট দুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়িল এবং অবশেষে এরূপ সময় উপস্থিত হইল যে, সেই উৎকৃষ্ট বিশুদ্ধ ভাষার সাহায্যে দেশ-বাসীর প্রাণের সুখ ও দুঃখ, আশা ও নৈরাশ্য, নির্ব্বেদ ও উল্লাস মর্ম্মস্পর্শি-ভাষায় প্রকাশ করা আর সম্ভবপর রহিল না। তাই সেই প্রাচীন যুগেও গীতি-কবিগণ সংস্কৃত-ভাষা ছাড়িয়া সরল ও সুকোমল প্রাকৃত-ভাষায় গাথা-ছন্দে প্রেম-কবিতা রচনা আরম্ভ করিলেন। মহারাজ সাতবাহন কর্ত্তৃক "গাথা-সপ্তশতী"* নামে নিজের ও অন্যান্য শতাধিক প্রাকৃত-কবির সপ্ত-শত-গাথা-পূর্ণ যে উৎকৃষ্ট কবিতা-সংগ্রহ সঙ্কলিত হইয়াছিল, তাহা হইতেই আমরা এই প্রাকৃত-গীতি-কবিতার প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হই। এই গাথা-সপ্তশতীর অপূর্ব্ব ব্যঞ্জনা-পূর্ণ গাথা-গুলি সরস্বতী-কণ্ঠাভরণ, কাব্য-প্রকাশ প্রভৃতি অলঙ্কার-গ্রন্থে ব্যঞ্জনার উদাহরণে শীর্ষ-স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। মহাকবি বাণ-ভট্ট তাঁহার "হর্ষ-চরিত" নামক সুপ্রসিদ্ধ আখ্যায়িকার প্রারম্ভে পূর্ব্ববর্ত্তী বিখ্যাত কবিগণের উল্লেখ করিতে যাইয়া—সাতবাহন-সঙ্কলিত উক্ত কোষ-

---

* সাতবাহন-সঙ্কলিত "গাথা-সপ্তশতী" প্রথমে জর্ম্মান পণ্ডিত-প্রবর বেবর (Weber) কর্ত্তৃক লাটিন্ অক্ষরে জর্ম্মানীতে মুদ্রিত হইয়াছিল; তৎপরে বোম্বাই নির্ণয়-সাগর যন্ত্র হইতে সংস্কৃত টীকা সহ দেবনাগরাক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে।

কাব্যকে নির্ম্মল রত্ন-রাজি-সংগ্রথিত মাল্যের ন্যায় মনোহর ও অবিনশ্বর বলিয়া বর্ণন করিয়া গিয়াছেন।* 'সেতু-বন্ধ' নামক প্রাকৃত কাব্যের রচয়িতা প্রবরসেনও বাণভট্ট-কর্ত্তৃক হর্ষচরিতে অল্প প্রশংসিত হন নাই। যখন প্রাকৃত-ভাষা শ্রেষ্ঠ কবিদিগের দ্বারা এরূপ সমাদৃত হইতে লাগিল, তখন হইতেই প্রাকৃত-ভাষা-জাত প্রাদেশিক সাহিত্যেরও অভূতপূর্ব্ব অভ্যুদয়ের প্রকৃত সূচনা আরম্ভ হইল এবং খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ শতাব্দীর চন্দ বরদাই, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ প্রাদেশিক কবিদিগের অপূর্ব্ব সাধনার ফলে হিন্দী মৈথিল ও বাঙ্গালা প্রভৃতি সুদরিদ্র প্রাদেশিক ভাষাগুলিই অচিন্তনীয়-শক্তি-সম্পন্ন সাহিত্য-সম্পদে বরেণ্য হইয়া উঠিল।

বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও সূরদাস, প্রভৃতি প্রাদেশিক কবিদিগের কাব্য-সমূহের অসাধারণ স্বাভাবিকতাই উহাদিগের প্রধান বিশেষত্ব। ঐ স্বাভাবিকতার গুণে ঐ সকল কাব্য মর্ম্মস্পর্শী স্বদেশী সঙ্গীতের ন্যায় জনসাধারণের একান্ত আদরণীয় হইয়া উঠিল। কালিদাস প্রভৃতির অবি-নশ্বর কাব্য গুলিরও কখন সেইরূপ সৌভাগ্য ঘটিয়াছে কিনা সন্দেহ। সে যাহা হউক, এই সকল কাব্যে জন-সাধারণের প্রেম ও বিরহ, হর্ষ ও বিষাদ, উচ্ছ্বাস ও অবসাদ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে প্রতিফলিত হইলেও উহাদিগের ভাষা ও ভাবে প্রাচীনাদর্শের প্রাধান্যই লক্ষিত হইয়া থাকে। শ্রেষ্ঠ-প্রাদেশিক কবিগণের সকলের সম্বন্ধে আলোচনা করিব, এরূপ স্থান আমাদিগের নাই; সুতরাং আমরা এস্থলে বাঙ্গালা সাহিত্যের সুপরিচিত বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কবিতার প্রকৃতি

* "অবিনাশিনমগ্রাম্যমকরোৎ সাতবাহনঃ।
বিশুদ্ধ-জাতিভিঃ কোষং রত্নৈরিব সুভাষিতৈঃ ॥"
হর্ষ-চরিত।

সম্বন্ধেই সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস দেশ-প্রচলিত অপভ্রংশ ভাষায় কবিতা রচনা করিতে যাইয়া, অনেক স্থলেই যেরূপ সরল ভাষায় ও অল্প কথায় প্রাণের গভীর ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার তুলনা-স্থল কালিদাস প্রভৃতির সংস্কৃত কবিতায়ও নিতান্ত বিরল। প্রাকৃত গাথার সরলতা ও স্বাভাবিকতা সংস্কৃত কবিতা হইতে অধিক হইলেও উহা হিন্দী, মৈথিল, বাঙ্গালা প্রভৃতি অপভ্রংশ ভাষার গীতি-কবিতার সহিত তুলনায় দাঁড়াইতে পারে না। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের—

"কি কহব রে সখি ! ইহ দুখ-ওর।
বাঁশী-নিশাস-গরলে তনু ভোর॥"

"এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন মন্দির মোর॥"

"সখি ! কি পুছসি অনুভব মোর।
সোই পিরীতি অনুরাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নৌতুন হোয়॥"

"সই ! কিবা শুনাইলে শ্যাম-নাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ॥"

ইত্যাদি কবিতার ভাবোচ্ছ্বাস-পূর্ণ সরল গাম্ভীর্য্যের উপযুক্ত তুলনাস্থল সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্যে নিতান্ত বিরল,—ইহা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। কিন্তু এই ভাবোচ্ছ্বাস সত্ত্বেও বিদ্যাপতি ও চণ্ডী-দাসের উৎকৃষ্ট পদাবলি গুলির রচনা-পদ্ধতি সম্পূর্ণ প্রাচীনাদর্শের অনুযায়িনী; উহাতে ভাষার পারিপাট্য অপেক্ষা ভাবার সুস্পষ্টতা এবং

ভাবের উচ্ছ্বাস অপেক্ষা ভাবের সংযমই অধিক পরিলক্ষিত হয়। বর্ণনীয় ভাব গুলি যতই গভীর ও সূক্ষ্ম হউক না কেন, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের অপূর্ব্ব উপমা ও রূপকের প্রভাবে তাহা সুস্পষ্ট রূপ ধারণ করিয়াছে। উপমা ও রূপকের বাহুল্য অনেক সময়েই স্বাভাবিক ভাব-সমূহকে অতিরিক্ত পরিমাণে অলঙ্কৃত করিয়া উহাদিগের সুস্পষ্টতা অপেক্ষা অস্পষ্টতারই অধিক সহায়তা করিয়া থাকে; কিন্তু বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পক্ষে সে কথা নহে।

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের অলঙ্কারপ্রিয়তা

অজ্ঞাত ও অচিন্তিত অমূর্ত্ত পদার্থ-রাজিকেও বাস্তব নাম ও রূপ অর্পণ করিয়া সজীব করিয়া তোলাই যে কবি-প্রতিভার কার্য্য, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের এই উপমা-রূপক-প্রিয়তা সেই কবি-প্রতিভারই সাক্ষাৎ ফল। কেন না, আমরা দেখিতে পাই, অজ্ঞাত ও অচিন্তিত অনেক অমূর্ত্ত পদার্থও বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের এই উপমা ও রূপকের মাহাত্ম্যে সজীব হইয়া উঠিয়াছে। উভয়ের উপমা-রূপক-প্রিয়তার মধ্যে আবার একটু প্রভেদ আছে;—বিদ্যাপতির কবিতার প্রাণ উপমা; চণ্ডীদাসের কবিতার প্রাণ রূপক; যেরূপ এক সত্যেরই দুই দিক্—দ্বৈত ও অদ্বৈত,—তেমনি কবি-প্রতিভার দুই অভিব্যক্তি,—উপমা ও রূপক। বিদ্যাপতির কবিতা শিল্প সৌন্দর্য্য-প্রধান,—তাই তাহাতে উপমান ও উপমেয়ের তুল্যতা কিনা উপমার বাহুল্য। চণ্ডীদাসের কবিতা প্রেম-তন্ময়তা-প্রধান,—তাই তাহাতে উপমান ও উপমেয়ের অভেদ কিনা রূপকের প্রাধান্য। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস এই উপমা ও রূপকের দ্বারা যে, কেবল শরীরী পদার্থ-নিচয়কেই জীবন দান করিয়াছেন, তাহা নহে; উহাদিগের প্রভাবে অনেক অশরীরী পদার্থও মূর্ত্তিমান হইয়া উঠিয়াছে। আমরা

তাহার দুই একটি দৃষ্টান্ত দেখাইব। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে ভুলিয়া মথুরায় যাইয়া রহিয়াছেন,—সংবাদ পর্য্যন্ত লইতেছেন না; তাই শ্রীরাধা মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের নিকট সখীকে পাঠাইতে যাইয়া বলিতেছেন,—

বিদ্যাপতির উপমা

"সজনি! কাণুকে কহবি বুঝাই।
রোপিয়া প্রেমের বীজ অঙ্কুরে মোড়লি
বাচব কোন উপাই॥
তৈলবিন্দু বৈছে পানি পসারল
ঐছন তুয়া অনুরাগে।
সিকতা জল বৈছে ক্ষণহি শুখায়ল
ঐছন তোহারি সোহাগে॥

* * * *

চোর-রমণী জনু মনে মনে রোয়ই
অম্বরে বদন ছাপাই।
দীপক লোভে শলভ জনু ধায়ল
সো ফল ভুঁজইতে চাই॥" ইত্যাদি।

শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের নব অনুরাগকে জলের উপরে ভাসমান তৈল-বিন্দুর সহিত উপমিত করিয়া বুঝাইতেছেন যে,তৈলবিন্দুর ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের প্রেমও বিন্দুমাত্র বটে;—কিন্তু যেমন বিন্দুমাত্র তৈলও জলে পতিত হইয়া জলের নির্ম্মলতা-জনিত অপ্রতিবন্ধকতা হেতু ক্ষণমাত্রেই বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়,—শ্রীকৃষ্ণের সেই বিন্দু-পরিমাণ প্রেমও শ্রীরাধার সরলতা-জনিত অনুকূলতা বশতই অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহাকে পূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছিল; কিন্তু তৈল-বিন্দু যেমন বহুবিস্তার বারা ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে আরম্ভ করিয়া, শেষে অদৃশ্য হইয়া যায়—শ্রীকৃষ্ণের প্রেমও সেইরূপ

অতিরিক্ত উচ্ছ্বাস বশতই অল্প সময়ের মধ্যে বিলীন হইয়া গিয়াছে! তাই, শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের সেই ক্ষণস্থায়ী প্রেমাদরের সহিত বালির উপরি-স্থিত জলের তুলনা দিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসিয়া শ্রীরাধার অবস্থাও ঠিক চোরের রমণীর ন্যায় হইয়াছে,—সে মুখ ফুটিয়া কহিতে পারে না,—সহিতেও পারে না। দীপাকৃষ্ট পতঙ্গ যেরূপ দীপানলে পড়িয়া দগ্ধ হয়, রূপ-মুগ্ধা শ্রীরাধার অদৃষ্টেও বুঝি সেই রূপ ফলই ফলিবে!

আমরা জিজ্ঞাসা করি—কবি এস্থলে কয়েকটি স্বাভাবিক ও মনোহর উপমার সাহায্যে শ্রীকৃষ্ণের উচ্ছ্বাসময় অস্থির অনুরাগ, অচিরস্থায়ী প্রেমাদর, ও শ্রীরাধার সঙ্কটপূর্ণ জীবন-সংশয় অবস্থার যে পরিস্ফুট চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা অন্য প্রকারে সম্ভবপর হইত কি?

বস্তুতঃ বর্ণনীয় বিষয় যেরূপ সূক্ষ্ম ও ভাবময় হউক না কেন, বিদ্যাপতি অপূর্ব্ব উপমার সাহায্যে উহাকে মূর্ত্তিমান্ না করিতে পারিলে তৃপ্তি লাভ করেন না; তাই তিনি শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেই অতুলনীয় প্রেমেরও একটি উপমা না দেখাইয়া পারেন নাই,—

"জোখলুঁ সকল মহীতল গেহ।
ক্ষীর-নীর সম না হেরলুঁ লেহ॥
যব্ কোই বেরি আনলমুখ আনি।
ক্ষীর দগু দেই নিসরিতে পানি॥
তবহুঁ ক্ষীর উমড়ি পড়ু তাপে।
বিরহ-বিয়োগ আগ দেই ঝাঁপে॥
যব্ কোই পানি আনি তাহে দেল।
বিরহ বিয়োগ তবহি দূরে গেল॥
ভনহু বিদ্যাপতি এতনি স্নেহ।
রাধা মাধব ঐছন লেহ॥"

বিদ্যাপতি যদি কেবল এই ক্ষীর-নীরের উপমাটি রচনা করিয়া যাইতেন, তাহা হইলেও আমাদগের বিবেচনায় তাঁহাকে মহাকবি বলিয়া গণ্য করিতে হইত।

চণ্ডীদাসের কবিতাও ঠিক এইরূপ; তিনিও সূক্ষ্ম ভাবময় পদার্থ গুলিকে বিচিত্র আকার প্রদান না করিয়া তৃপ্ত হইতে পারেন নাই। তাই, তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রেমকে কখনও কৃত্রিম স্বর্ণ, কখনও সুগন্ধি চন্দন, কখনও বা নির্ম্মল সরোবর-রূপে বর্ণন করিয়াছেন। চণ্ডীদাস নিজে প্রেম-যোগী ছিলেন, তাই তাঁহার বর্ণনায় উপমান ও উপমেয়ের প্রভেদ বিলুপ্ত হইয়াছে,—উপমা রূপকে পরিণত হইয়াছে। একটি দৃষ্টান্ত দেখুন,—

চণ্ডীদাসের রূপক

"কেবা মিরমিল প্রেম সরোবর
নিরমল তার জল।
দুখের মকর ফিরে নিরন্তর
প্রাণ করে টলমল॥
গুরুজন-জালা জলের শিহালা
পড়সী জিয়ল-মাছে।
কুল-পানীফল কাঁটা যে সকল
সলিল বেড়িয়া আছে॥
কলঙ্ক-পানায় সদা লাগে গায়
ছাঁকিয়া খাইল যদি।
অন্তর বাহিরে কুটু কুটু করে
সুখে দুখ দিল বিধি॥"

অল্প কথায় পরকীয়ার উদ্বেগময় প্রেমের ইহা অপেক্ষা সমুজ্জ্বল চিত্র কোনও দেশের কোনও কবি অঙ্কিত করিতে পারিয়াছেন কি?

কবি বিদ্যাপতি "সকল মহীতল গেহ" অনুসন্ধান করিয়া, শ্রীরাধা-মাধবের প্রেমের তুলনার স্থল "ক্ষীর-নীর" পাইয়াছিলেন; কিন্তু যোগী চণ্ডীদাসের চক্ষে প্রেম ব্যতীত জগতে দ্বিতীয় বস্তুর অস্তিত্বই প্রতিভাত হয় নাই;—তাই তিনি সেই প্রেমের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে যাইয়া গাহিয়াছেন,—

"এমন পিরীতি কভু দেখি নাহি শুনি।
পরাণে পরাণ বাঁধা, আপনা আপনি॥
দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
আধ তিল না হেরিলে যায় যে মরিয়া॥
জল বিনু মীন জনু কবহুঁ না জিয়ে।
মানুষে এমন প্রেম কোথা না শুনিয়ে॥
ভানু কমল বলি, সেহ হেন নহে।
হিমে কমল মরে, ভানু সুখে রহে॥
চাতক জলদ কহি, সে নহে তুলনা।
সময় নহিলে সে না দেয় এক কণা॥
কুসুম মধুপ কহি, সেহ নহে তুল।
না আইলে ভ্রমর, আপনি না যায় ফুল॥
কি ছার চকোর চাঁদ, দুহুঁ সম নহে।
ত্রিভুবনে হেন নাহি চণ্ডীদাস কহে॥"

বিদ্যাপতির পূর্ব্বোক্ত উপমার সৌন্দর্য্য সহৃদয় পাঠক মাত্রেই উপভোগ করিতে পারিবেন, কিন্তু চণ্ডীদাসের এই উক্তির যথার্থতা প্রেমিক ব্যতীত অন্যে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন না।

আমরা মধ্য-কালের মৈথিল ও বাঙ্গালা গীতি-কাব্যের আলোচনা করিয়াছি; এখন হিন্দী গীতি-কাব্যের সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিব।

বাঙ্গালা সাহিত্যে যেরূপ কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাস, হিন্দী সাহিত্যে সেরূপ তুলসীদাস ও সুরদাস। তুলসীদাস রাম-লীলা ও সুরদাস শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের বর্ণিত ব্রজলীলা হিন্দী ভাষায় প্রচার করিয়া দ্বিতীয় বাল্মীকি ও ব্যাসের সম্মান লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা কেবল ঐ মহাকাব্য রচনা করিয়াই নিরস্ত হন নাই ;—তাঁহারা উভয়েই রামলীলা ও কৃষ্ণ-লীলা-বিষয়ক যে অসংখ্য-পদাবলি বা ভজন রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা অদ্যাপি হিন্দী সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতের স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। তুলসীদাসের পদাবলিতে শান্ত-ভাব বা ভক্তি-রসের এবং সুরদাসের পদাবলিতে মধুর-ভাব বা আদি-রসের প্রাধান্য লক্ষিত হয়। সুরদাস মোগলসম্রাট্ আকবরের অন্যতম সভা-কবি বাবা রামদাসের পুত্র ;—সুতরাং বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস উভয়ের অপেক্ষা প্রায় এক শতাব্দী কালের পরবর্ত্তী। তাঁহার পদাবলিতে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের প্রভাব সুস্পষ্ট।* চণ্ডীদাসের বাঙ্গালা পদাবলির কথা বলিতে পারি না,—কিন্তু ব্রজ-ভাষার সাদৃশ্য-যুক্ত বিদ্যাপতির মৈথিল পদাবলি যে, সুরদাসের জন্মের পূর্ব্বেই ব্রজ-ধামে প্রচারিত হইয়াছিল তাহা একরূপ নিশ্চিত ; এ অবস্থায় বিদ্যাপতির পদাবলির সহিত সুরদাসের পদাবলির আশ্চর্য্য সাদৃশ্য দর্শনে বিস্মিত হওয়ার কোনই কারণ নাই।

হিন্দী-গীতি-কবিতা

* ১৩১৮ সালের 'নব্যভারত' পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত রসিকলাল ঘোষ মহাশয়ের "অন্ধ কবি সুরদাস" শীর্ষক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। রসিকবাবু অনেক স্থানে সুরদাসের কবিতার সহিত বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের কবিতার সাদৃশ্য দেখাইয়াছেন ; কিন্তু সাদৃশ্যের কারণ অনুসন্ধান করেন নাই। তাহা করিলে প্রবন্ধটি সর্ব্বাঙ্গ-সম্পন্ন হইত।

গীতি-কবিতার গঠন-বৈচিত্র্যের সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, প্রথমে প্রাকৃত গীতি-কবিতা স্বল্পাক্ষর গাথাচ্ছন্দেই সীমাবদ্ধ ছিল; জয়দেব তাহা অষ্ট-পদী অর্থাৎ আটটী শ্লোক-(Stanza) বিশিষ্ট গীতে পরিণত করায় এবং বিদ্যাপতি, সুরদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণ সেই আদর্শেই পদরচনা করায়--উহা অপেক্ষাকৃত বিস্তার লাভ করে। পরবর্ত্তী সময়ে হিন্দী-কবি-শ্রেষ্ঠ বিহারীলাল আবার সেই প্রাচীন গাথার প্রতিরূপ দোহা-ছন্দে আদিরসাত্মক কবিতা রচনা করিয়া প্রাচীনাদর্শ-প্রিয়তারই পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। বোধ হয় এই রুচি পরিবর্ত্তনের ফলেই সুরদাসের সম-সাময়িক তানসেনের ভজনাত্মক 'ধ্রুপদ' গান গুলি চারি-কলি-বিশিষ্ট হইলেও, আদি-রসাত্মক হোরির 'ধামার' ও 'খেয়াল' সঙ্গীত গুলি প্রাকৃত 'গাথা' বা হিন্দী 'দোহার' ন্যায়ই স্বল্পাক্ষর-গ্রথিত ও ভাবোচ্ছ্বাস-পূর্ণ ছিল। আমরা এস্থলে দৃষ্টান্ত স্বরূপ বিহারী-লালের অদ্বিতীয় গীতি-কাব্য 'সত্‌সঙ্গ' হইতে যদৃচ্ছাক্রমে কয়েকটি দোহা উদ্ধৃত করার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না—

বিহারীলালের সত্‌সঙ্গ

"মেরী ভব-বাধা হরো রাধা নাগরি সোই।
জা-তনকী ঝাঁঈ পরে শ্যাম হরিত-দ্যুতি হোই॥"

সংসার-যাতনা মম করুন শমিত
শ্রীরাধিকা রমণী-রতন,—
দেহ-কান্তি সনে যাঁর হইয়া মিলিত
শ্যাম হ'ল হরিত-বরণ।

"রাতি দ্যোসহঁ মেঁ রহৈ মান ন ঠিক ঠহরায়।
জেতো ঔগুন চঁঢ়িয়ে গুনৈ হাথ পরি জায়॥"

দিবা-নিশি স্থির-ভাবে তিলার্দ্ধ কখন
মান মোর নাহি তিষ্ঠে হায় !
যত না তাহার দোষ করি অন্বেষণ
গুণ শুধু হাতে পড়ি' যায়।

"ছুটী ন সিসুতাকী ঝলক ঝলকিয়ো জোবন অঙ্গ।
দীপতি দেহ দুহুন মিলি দিপতি তাকতা রঙ্গ ॥"

এখনো ঘুচেনি বাল্য-ভাবের ঝলক্,—
অঙ্গে আসি ঝলকে যৌবন ;
দোঁহে মিলি' তার দেহে দিছে কি চটক্,—
যেন ধূপ-ছায়ার বসন !

"ছুটী ন লাজ ন লালচৌ পিয় লখি নৈহর গেহ।
সটপটাত লোচন খরে ভরে সকোচ সনেহ ॥"

নাহি ঘুচে লজ্জা কিম্বা লালসা প্রবল
পিত্রালয়ে হেরি' প্রাণেশ্বরে,
লজ্জা-অনুরাগে ভরা লোচন-যুগল
শুধু তার ছট্-ফট্ করে !

জাপানের পঞ্চ-পদী গীতি-কবিতার ন্যায় এই রূপ চতুষ্পদী দোহা যে সাহিত্যের গীতি-কবিতার আদর্শ, সে সাহিত্যে কোনও সময়ে শ্রেষ্ঠ কবির অভাব হেতু শ্রেষ্ঠ কবিতারও অভাব লক্ষিত হইতে পারে বটে, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালী উৎকৃষ্ট কবিদিগের হাতেও গীতি-কবিতা অনেক সময়েই যেরূপ উচ্ছৃঙ্খল ও অফুরন্ত হইয়া উঠে—এখানে সেরূপ

হওয়ার কোনই সম্ভাবনা নাই। হিন্দী-সাহিত্যের সুপ্রসিদ্ধ "কবি-প্রিয়া" প্রভৃতি অন্যান্য প্রাচীন ও আধুনিক গীতি-কাব্যের প্রকৃতিও এই রূপ বটে—উহাতে ভাবের উচ্ছৃঙ্খলতা অপেক্ষা ভাবের সংযমই অধিক পরিস্ফুট।

প্রাচীন ও আধুনিক বাঙ্গালা গীতি-কবিতা

আমাদের বক্তব্য বিষয়-গৌরবে সুদীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে; এখন প্রাচীন ও আধুনিক বাঙ্গালা গীতি-কবিতার সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিয়া আমরা নিরস্ত হইব। আমরা বাঙ্গালার আদি গীতি-কবি চণ্ডীদাসের কবিতার প্রকৃতি বিদ্যাপতির কবিতার সহিত তুলনা দ্বারা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। বাঙ্গালার পরবর্ত্তী বৈষ্ণবকবিগণ সকলেই অল্পাধিক-পরিমাণে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির অনুকরণ করিয়াছেন। বৈষ্ণব কবি গোবিন্দ দাস, ঘনশ্যাম প্রভৃতির কবিতায় বিদ্যাপতির প্রভাব এবং জ্ঞানদাস, বলরাম দাস প্রভৃতির কবিতায় চণ্ডীদাসের প্রভাব অধিক পরিস্ফুট হইয়াছে। যদিও উহাঁদিগের সকলের কবিত্ব-শক্তি সমান নহে, কিন্তু উহাঁদিগের মধ্যে কাহারও কবিতায় অনাবশ্যক শব্দাড়ম্বর ও ভাবের অস্পষ্টতা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। বাঙ্গালা গীতি-কবিতার এই আদর্শ কেবল মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্রের কবিতায় নহে, আধুনিক সময়ের ঈশ্বর গুপ্ত ও তাঁহার শিষ্যদিগের রচনায়ও অনেক পরিমাণে অব্যাহত রহিয়াছে। অতঃপর প্রতীচ্য-সাহিত্যের অনুশীলন ও অনুকরণের ফলে আমাদিগের সাহিত্যে যে অভিনব আদর্শ প্রবল হইয়াছে, তাহার প্রয়োজনীয়তা ও উৎকর্ষ আমরা মুক্ত-কণ্ঠে স্বীকার করিলেও অশিষ্ট অনুকরণের অনিবার্য্য ফল স্বরূপ আমাদিগের বাঙ্গালা সাহিত্যে যে অনেক আবর্জ্জনা প্রবেশ করিয়াছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। বাঙ্গালার গীতি-

কবিতার প্রাধান্ত বশতঃ এই আবর্জ্জনা গীতি-কবিতায়ই অধিক দৃষ্ট হইতেছে। আমাদিগের সাহিত্য-উদ্যানের এই কণ্টক-বৃক্ষ গুলিকে উৎপাটিত করিয়া,—এমন কি, সুদৃশ্য বিদেশী পাতাবাহার গুলিকেও কোন অসুন্দর প্রান্তে স্থানান্তরিত করিয়া, আমাদিগের অতীত সুখ-দুঃখের স্মৃতির সহচর স্বদেশী মল্লিকা-মালতীর বীথি গুলিকে পুনরুজ্জীবিত করা যায় কিনা তজ্জন্য সাধ্যানুরূপ চেষ্টা করা একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। এ সম্বন্ধে যত প্রকার চেষ্টা হইতে পারে,—তন্মধ্যে উৎকৃষ্ট প্রাচীন আদর্শের প্রতি স্বদেশ-বাসীদিগের হৃদয় আকর্ষণ করাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ও কঠিন কার্য্য বটে। শ্রেষ্ঠ প্রাচীন আদর্শের অনুসরণে কাব্য-রচনা, কিম্বা শ্রেষ্ঠ প্রাচীন কাব্যের অনুবাদ —দুই প্রকারেই তাহা সিদ্ধ হইতে পারে। শক্তিশালী শ্রেষ্ঠতর ব্যক্তিগণের প্রতি প্রথমোক্ত কার্য্যটির ভার অর্পণ করিয়া, ক্ষুদ্র-শক্তি আমরা শেষোক্ত উপায়ে সাধ্যানুসারে মাতৃ-ভাষার সেবায় নিযুক্ত হইয়াছি তাই আজ ভানুদত্তের একাধারে অলঙ্কার ও গীতি-কাব্য সুপ্রসিদ্ধ রসমঞ্জরীর পদ্যানুবাদ স্বদেশ-ভক্ত সহৃদয় পাঠকদিগের হস্তে সাদরে উপহার প্রদান করিতেছি। সংস্কৃত-সাহিত্যে বহুসংখ্যক উৎকৃষ্টতর মহাকাব্য ও দৃশ্যকাব্য থাকা সত্ত্বেও আমরা যে কি জন্য 'মেঘদূত' 'গীত গোবিন্দ' ও 'রসমঞ্জরীর' ন্যায় গীতি-কাব্যের অনুবাদে প্রথমে অগ্রসর হইয়াছি—তাহার প্রধান কারণ এই যে, গীতি-কাব্যই বাঙ্গালা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ বিশেষত্ব; আমাদিগের বিশ্বাস যে, সাধারণ বাঙ্গালী পাঠক প্রথমেই 'রঘুবংশ' 'কুমারসম্ভব' কিম্বা অভিজ্ঞান-শকুন্তলের মত কাব্য আয়ত্ত করিতে পারিবেন না। গীতি-কাব্যপ্রিয় বাঙ্গালী পাঠক 'মেঘদূত' 'গীত গোবিন্দ' প্রভৃতির ন্যায় প্রাচীন গীতি-কাব্য গুলির অনুশীলন দ্বারা প্রাচীন আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হইলে,

ক্রমে পূর্ব্বোক্ত মহাকাব্য গুলির প্রগাঢ় রসেরও আস্বাদ-গ্রহণে সমর্থ হইবেন। যদি আমাদিগের সেই বিশ্বাস না থাকিত, তাহা হইলে অমনি গীতি-কাব্য-ভারাক্রান্ত বাঙ্গালা সাহিত্যের উপর আবার গীতি-কাব্যের ভার চাপাইতে বোধ হয় অগ্রসর হইতাম না।

[পরিশিষ্ট]

ভূমিকাটির প্রথমার্দ্ধ মুদ্রিত হওয়ার পরে আমরা রস-মঞ্জরীর রচনা-কাল সম্বন্ধে যে একটি নিশ্চয়াত্মক প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা নিম্নে বিবৃত করিতেছি ;—এই প্রমাণ অনুসারে রস-মঞ্জরীর কবি ভানুদত্ত যে খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন তাহাতে আর কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না।

নব্য আলঙ্কারিকগণের শিরোমণি জগন্নাথ যে দিল্লীর সম্রাট্ শাহজাহানের অন্যতম সভা-কবি ছিলেন এবং উক্ত সম্রাট্ হইতেই "পণ্ডিত-রাজ" উপাধি লাভ করেন, ইহা তাঁহার রচিত "আসফ্-বিলাস" নামক আখ্যায়িকা গ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া যায়।* সম্রাট্ শাহজাহান ১৬২৭ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর সিংহাসনে অধিরূঢ় হন ; অতএব পণ্ডিত-রাজ জগন্নাথও কিঞ্চিৎ ন্যূনাধিক সেই সময়েই প্রসিদ্ধি লাভ করেন, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলে অসঙ্গত হইবে না।

জগন্নাথের 'রস-গঙ্গাধর' নামক রস-গ্রাহিতা ও সূক্ষ্ম-বিচার-পূর্ণ অলঙ্কারগ্রন্থ তাঁহাকে সংস্কৃত-সাহিত্যে অমর করিয়া রাখিয়াছে। তিনি বহু-স্থলেই সাহিত্য-দর্পণ প্রভৃতি পূর্ব্ববর্ত্তী অলঙ্কার-গ্রন্থ-সমূহের

---

* বারাণসী সংস্কৃত-সিরিসের অন্তর্গত মহামহোপাধ্যায় গঙ্গাধর শাস্ত্রী কর্তৃক সম্পাদিত "রস-গঙ্গাধর" গ্রন্থের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

মতের উল্লেখ ও খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন; তিনি রস-গঙ্গাধর গ্রন্থের দ্বিতীয় আননে উপমার শ্রেণী ভেদের বিচার করিতে যাইয়া, কোন কোন কবির ব্যবহৃত 'সম্মুখ-স্থিত' অর্থে 'পুরতঃ' শব্দের প্রয়োগ যে অসঙ্গত তাহা প্রমাণ করিবার জন্য লিখিয়াছেন—"ইদমপ্যস্মত্তৈরেব বাচকোপমেয়লুপ্তায়ামুদাহরণং নিরমীয়ত।

রূপযৌবনলাবণ্যস্পৃহণীয়তরাকৃতিঃ।
পুরতো হরিণাক্ষীণামেব পুষ্পায়ুধীয়তি॥ ইতি।

ইদং চ পদ্যমপশব্দদুষ্টমবৈয়াকরণতাং কর্ত্তুঃ প্রকাশয়তি। তথাহি পুরত ইতি নগরবাচিনঃ পুরঃশব্দাত্তসিলি হরিণাক্ষীণাং নগরাদিত্যর্থস্যাসঙ্গতেঃ। ন হি পূর্ব্ববাচক পুরঃ শব্দঃ কাপি শ্রূয়তে। পূর্ব্বশব্দাত্তু "পূর্ব্বাধরাবরাণামসি পুরধবশ্চৈষাম"মিত্যসৌ পুরাদেশে চ পুর ইতি ভাব্যং ন পুরত ইতি। অতএব "অমুং পুরঃ পশ্যসি দেবদারু"মিতি প্রাযুঙ্‌ক্ত মহাকবিঃ। * * * "পত্যা পুরতঃ সরতা" "আত্মীয়ং চরণং দধাতি পুরতো নিম্নোন্নতায়াং ভুবি" "পুরতঃ সুদতী সমাগতং মা" মিত্যাদয়ঃ সর্ব্বেঽপি ব্যাকরণাজ্ঞানমূলা অপশব্দা ইতি।" *

জগন্নাথ 'পুরতঃ' এই অব্যয় শব্দটির অপপ্রয়োগের যে কয়েকটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়াছেন তন্মধ্যে "আত্মীয়ং চরণং দধাতি পুরতো" ইত্যাদি পংক্তিটি রস-মঞ্জরীর প্রথম মঙ্গলাচরণ শ্লোকের প্রথম পংক্তি বটে। রস-গঙ্গাধরের টীকা-কার শব্দ-বিদ্যা-বিশারদ সুপ্রসিদ্ধ নাগেশ ভট্ট যে "রসমঞ্জরী-প্রকাশ" নামে রস-মঞ্জরীর এক খানা অপূর্ব্ব টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন—তাহা ভূমিকায় ভানুদত্তের পরিচয়-প্রসঙ্গে

---

* "রস-গঙ্গাধর (বারাণসীর সংস্করণ) ২৭১।২৭২ পৃষ্ঠায় মূল ও নাগেশ ভট্টের টীকা দ্রষ্টব্য।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। নাগেশ ভট্ট ঐ টীকার প্রারম্ভে লিখিয়াছেন "রসমঞ্জরীপ্রকাশং রচয়ামি মিতবচোভিরর্থঘনম্।" বস্তুতঃ অল্প কথায় রস-মঞ্জরীর পদ্যাবলির গভীর ব্যঙ্গার্থ সমূহকে উদ্ভাসিত করিয়া নাগেশ ভট্ট যুগপৎ নিজের অসাধারণ রস-গ্রাহিতা এবং ভানুদত্তের অপূর্ব্ব কবিত্বের পরিচয় দিয়াছেন; সুতরাং জগন্নাথ রস-মঞ্জরীর প্রথম শ্লোকের প্রথম পংক্তির 'পুরতঃ' শব্দটির যে দোষারোপ করিয়াছেন নাগেশ ভট্ট তাহা স্বীকার না করিয়া, রস-গঙ্গাধরের টীকায় কালিদাস ও ভবভূতির তাদৃশ প্রয়োগ দর্শাইয়া ভানুদত্তের প্রয়োগের সমর্থন করিয়া তাঁহার প্রতি নিজের শ্রদ্ধাই প্রদর্শন করিয়াছেন। সে যাহা হউক, "রস-গঙ্গাধর" গ্রন্থে রস-মঞ্জরীর উক্ত শ্লোকাংশের সন্নিবেশ দর্শনে ভানুদত্ত যে জগন্নাথের সময় অর্থাৎ খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন তাহা নিশ্চিত জানা যাইতেছে। যে সময়ে বাষ্পীয়-শকট কিম্বা মুদ্রা-যন্ত্রের প্রচলন ছিল না তখন ভানুদত্তের ন্যায় এক জন মৈথিল কবির কাব্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া সুদূর দিল্লীনগরীতে প্রচারিত হইতেও যে অন্যূন এক শতাব্দী কাল গত হইয়াছিল এরূপ মনে করিলে অসঙ্গত হইবে না; সুতরাং কবি ভানুদত্ত খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের পরবর্ত্তী নহেন, এবং ভূমিকার উল্লিখিত কারণে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্য-ভাগে বর্ত্তমান বিশ্বনাথ কবিরাজের কিঞ্চিৎ পরে অর্থাৎ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ কিম্বা পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন সুতরাং বিদ্যাপতির প্রায় সম-সাময়িক ছিলেন এরূপ সিদ্ধান্তই সমীচীন বটে।

সূচীপত্র।

বিষয়	পৃষ্ঠা	পংক্তি

অকারাদি-ক্রমে

বিষয়-সূচী।

[অ]

[খ]

[গ]

[ত]

[দ]

[ধ]

[ন]

[ল]

রস-মঞ্জরী।

অন্তরে প্রণয়-ভরে　　　অবশাঙ্গী প্রেয়সীরে
হর অঙ্গে করিয়া ধারণ ;—
প্রিয়া-শ্রম-আশঙ্কায়　　　উচ্চ-নীচ মৃত্তিকায়
নিজ পদ করেন ক্ষেপণ ;
তরু হতে নিজ-করে　　　আকর্ষিয়া পুষ্পটীরে
প্রেয়সীরে করেন অর্পণ ;
নিজ-পার্শ্বে ভর করি　　　মৃগ-চর্ম্ম-শয্যোপরি
শু'য়ে নিদ্রা করেন গমন ! *

* গ্রন্থের আরম্ভে বিঘ্ন-বিনাশ-কামনায় মঙ্গলাচরণ-শ্লোক সন্নিবেশিত করা শিষ্ট-ব্যবহার। রস-মঞ্জরীর কবি মঙ্গলাচরণরূপে হর-পার্ব্বতীর এক-দেহ-ধারণ বর্ণনা করিতেছেন। কোমলাঙ্গী পার্ব্বতীর পাছে পরিশ্রম হয় এজন্য ভ্রমণ-কালে মহাদেব উচা-নীচা ভূমিতে আগে নিজের পা'টি বাড়াইয়া দেন ;—অঙ্গে ধারণের জন্য পার্ব্বতী পুষ্প চয়ন করিতে উদ্যত হইলে, মহাদেব নিজের হাতে ফুলটি পাড়িয়া দেন ;—অধিক পুষ্প বা পত্রাদি চয়ন করেন না ; আশঙ্কা—তাহাতেও পাছে প্রেয়সীর ক্লেশ হয় !

বিজ্ঞ-কুল-চিত্ত-মধুকরে
সন্তোষিতে রস-বিতরণে
শ্রীল ভানু প্রকাশিত করে
এ **রস-মঞ্জরী** সযতনে। *

মৃগ-চর্ম্মের শয্যায় পার্ব্বতীর কোমল অঙ্গের সংস্পর্শ ঘটিলেও ক্লেশ হইতে পারে এজন্য মহাদেব ঐ শয্যায় নিজের দক্ষিণ-অর্দ্ধাঙ্গে ভর করিয়া নিদ্রা গমন করেন—নিদ্রাতেও পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করেন না। নায়ক ও নায়িকার পরস্পরের প্রতি সমান প্রেম না দেখাইলে রস-শাস্ত্রকারদিগের মতে বর্ণনায় রসাভাস নামক দোষ ঘটে। রস মঞ্জরীর কবি সেই দোষের অবকাশ রাখেন নাই; তিনি পার্ব্বতীকে "অন্তরে প্রণয়-ভরে অবশাঙ্গী" বলিয়া বর্ণনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, পার্ব্বতীর আন্তরিক প্রেমের প্রবল উচ্ছ্বাস-বশতঃ ভ্রমণ কি পুষ্প-চয়ন প্রভৃতি বাহ্যিক কোন ক্রিয়া করার শক্তি নাই। এইরূপে কবি, হর-পার্ব্বতীর অলৌকিক প্রেমোৎকর্ষের অপূর্ব্ব বর্ণনা দ্বারা সহৃদয় পাঠক-বর্গের হৃদয়ে ভক্তির উদ্রেক করিয়া মঙ্গলাচরণের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়াছেন।

* পণ্ডিতগণের চিত্ত-রূপ-মধুকরদিগের সংখ্যা অনেক হইলেও সকলেরই একমাত্র রসাস্বাদেই আনন্দ, ইহা বুঝাইবার জন্যই কবি এক-বচনান্ত "মধুকর" পদের প্রয়োগ করিয়াছেন। "রস-বিতরণ" পদটির গ্রন্থ-পক্ষে অর্থ—শৃঙ্গারাদি রসের বিতরণ; মঞ্জরী-পক্ষে অর্থ—পুষ্প-মধুর বিতরণ; "শ্রীল ভানু" পদের অর্থ গ্রন্থ-পক্ষে—শ্রীল অর্থাৎ প্রতিভাশালী ভানু নামক কবি। মঞ্জরী-পক্ষে অর্থ—শোভাশালী সূর্য্য। "রস-মঞ্জরী" পদটির অর্থ গ্রন্থ-পক্ষে রসের অর্থাৎ শৃঙ্গারাদি-রসের মঞ্জরী

সকল রসেতে **আদি-রস** শ্রেষ্ঠ হয় ;
যেহেতু পুরুষোত্তম তাহার আশ্রয়।
আলম্বন-বিভাব নায়িকা বটে তাঁর *
তাহে যোগ্য নিরূপণ অগ্রে নায়িকার।
স্বীয়া, পরকীয়া, আর **গণিকা** এ ত্রয়,—
নায়িকার শ্রেণী-ভেদ প্রথমে যে হয়।
কেবল পতির প্রতি যাহার প্রণয়,
সেই নায়িকার **স্বীয়া** নামে পরিচয়।
সতী বিনা শুধু পরিণীতা স্বীয়া নয় ;
অন্যাসক্ত পরিণীতা পরকীয়া হয়।

কি না—মঞ্জরীর ন্যায় প্রকাশিকা। মঞ্জরী-পক্ষে অর্থ—রস অর্থাৎ পুষ্প-মধু-বিশিষ্টা মঞ্জরী। পণ্ডিতগণের রস-লুব্ধ চিত্তের সহিত মধু-লুব্ধ মধুকরের তুলনা প্রসিদ্ধ হইলেও ভানু কবি এস্থলে যেরূপ চমৎকার কৌশলে গ্রন্থ রস-মঞ্জরীর সহিত ভানু কিরণ বিকসিতা মধুশালিনী কুসুম মঞ্জরীর অভিন্নতা দেখাইয়াছেন তাহা অতি অপূর্ব্ব হইয়াছে।

* "আলম্বন বিভাব"—যাহাকে আশ্রয় করিয়া কোন রসের বিকাশ হয় তাহাকে সেই রসের আলম্বন-বিভাব বলে। নায়িকা ও নায়ক, উভয়েই যথাক্রমে নায়ক ও নায়িকার আশ্রিত আদি-রসের আলম্বন-বিভাব বটে ; কিন্তু পুরুষোত্তমের আশ্রিত আদি-রসের আলম্বন-বিভাব নায়িকা ; এজন্য আদি-রসের আলম্বন-বিভাব বর্ণনা করিতে যাইয়া রস-শাস্ত্রকারগণ অগ্রে নায়িকারই আলোচনা করিয়াছেন।

পতির শুশ্রূষা, নিজ-চরিত্র-রক্ষণ,
সরলতা, ক্ষমা বটে স্বীয়া-আচরণ।

স্বীয়া যথা,—

যদি চলা-ফিরা তরে নেত্র কৌতূহল ধরে,
কটাক্ষ যে বটে সীমা তার ;—
যদি ফোটে হাস্য-রেখা, অধরেই রহে মাখা
নম্র-মুখী কুল-অঙ্গনার ;
মৃদু-স্বরে যদি ভাষে, শুধু কান্ত-কর্ণে পশে
অন্যে শুনে হেন সাধ্য কার ?
যদি কভু কোপ হয়, অন্তরেই পায় লয়,—
নাহি ঘটে চিত্তের বিকার। §

§ কবি কুল-বনিতার নয়ন-চালন প্রভৃতি বর্ণিত কার্য্যগুলির প্রত্যেকটীর পূর্ব্বে "যদি" শব্দের প্রয়োগ দ্বারা ইহাই বুঝাইতেছেন যে, তাঁহার নয়ন-চালনা, ঈষৎ-হাস্যের বিকাশ, মৃদু-ভাষণ এবং ক্রোধোদয় সর্ব্বদা ঘটে না ; কদাচিৎ ঘটিলে, তাঁহার কটাক্ষ পতিকে অতিক্রম করে না ; হাস্য-রেখা অধরেই বিশ্রাম করে ; মৃদু ভাষা পতি ভিন্ন অন্যের কর্ণে প্রবেশ করে না ; আর ক্রোধ অন্তরে উদিত হইয়া অন্তরেই বিলীন হয়—তাহাতে মনোবিকার জন্মায় না। কবি এই কবিতার ধ্বনি অর্থাৎ তাৎপর্য্যার্থ দ্বারা অতি অপূর্ব্ব কৌশলে কুলাঙ্গনাদিগের পতি-শুশ্রূষা, চরিত্র-রক্ষা, সরলতা ও ক্ষমা-গুণ পরিব্যক্ত করিয়াছেন।

মুগ্ধা, মধ্যা, প্রগল্ভা† যে স্বীয়া ত্রিধা হয় ;—
সেই **মুগ্ধা**—সবে যার যৌবন উদয়।
অজ্ঞাত-যৌবনা, জ্ঞাত-যৌবনা যে আর, ‡
প্রথমে দুইটি ভেদ মুগ্ধা-নায়িকার।
ক্রমে লজ্জা-ভয় সনে সম্ভোগ ঘটিলে,
নবোঢ়া নায়িকা তারে রস-শাস্ত্রে বলে ; ¶
ক্রমে পতি প্রতি যবে বিশ্বাস উদয়,
বিশ্রব্ধ-নবোঢ়া বলি সবে তারে কয়।
সলজ্জিত ব্যবহারে তোষে কান্ত-মন ;
ক্রোধ-বশে কঠোরতা না করে ধারণ ;

† "প্রগল্ভা" নায়িকাকে "প্রৌঢ়া"ও বলা হয় ; এই প্রৌঢ়া প্রৌঢ়-বয়স্কা নহে ;—ইহার অর্থ প্রণয়ে প্রবীণা।

‡ "অজ্ঞাত-যৌবনা" "জ্ঞাত-যৌবনা"—অজ্ঞাত যৌবন যৎকর্তৃক; জ্ঞাত যৌবন যৎকর্তৃক—এইরূপ বহুব্রীহি সমাস দ্বারা পদ দুইটি সিদ্ধ হইয়াছে। যে নায়িকা নিজের যৌবনোদয় বুঝিতে পারে নাই—তাহাকে "অজ্ঞাত-যৌবনা" এবং যে নিজের যৌবনোদয় বুঝিতে পারিয়াছে তাহাকে "জ্ঞাত-যৌবনা" বলে।

¶ "নবোঢ়া"—এই পারিভাষিক শব্দটি রস-শাস্ত্রে নব-পরিণীতা অর্থে ব্যবহৃত না হইয়া নব-সম্ভোগ-বিশিষ্টা অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে।

"বিশ্রব্ধ-নবোঢ়া"—অর্থাৎ বিশ্বাস-শালিনী নবোঢ়া।

নব অলঙ্কার হেরি করে আকিঞ্চন ;
মুগ্ধা নায়িকার বটে এ সব লক্ষণ।

মুগ্ধা যথা,—

কামদেব-নরপতি আদেশে যৌবন প্রতি
শুভ-ক্ষণ করি দরশন—
"মৃগ-নয়নার অঙ্গে থাক যেয়ে মনোরঙ্গে"
বাস্তু-বিধি আচরে যৌবন ;
তাহে খঞ্জন-চাতুরী সুধাকর-সুমাধুরী
নিমন্ত্রিছে নয়ন, বদন ;—
মধুর বচন তার করে সুধা-পারাবার-
লহরী-লীলারে নিমন্ত্রণ। *

---

* রাজার আজ্ঞা অলঙ্ঘনীয় ;—বিশেষতঃ তিনি কাম-দেব। তিনি দূতাদি-দ্বারা আদেশ প্রেরণ না করিয়া, উপযুক্ত সময় বুঝিয়া স্বয়ং নিজের প্রধান সহায় যৌবনকে মৃগ-নয়না মুগ্ধা-নায়িকার অঙ্গে বাস করার জন্য আদেশ করিয়াছেন ; যৌবনও যাইয়া মুগ্ধা-নায়িকার দেহে বাস করার উদ্দেশ্যে মাঙ্গলিক বাস্তু-যজ্ঞের অনুষ্ঠান আরম্ভ করিয়াছে। কাম-দেবের বাসনা এই যে, যৌবন কামিনীর অঙ্গে যাইয়া বাস করিতে আরম্ভ করিলেই, তিনিও তথায় যাইবেন ; কেন না, তথায় থাকিয়া তাঁহার রাজার কর্ত্তব্য, সংসার-জয় কার্য্য সুসাধ্য হইবে। সেবা-নিপুণ অনুচরগণ প্রভুর মৌখিক আদেশের অপেক্ষা না করিয়া, ভাবে তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিয়াই বাঞ্ছিত কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে ;—এস্থলেও যৌবনের অভিপ্রায়

অজ্ঞাত-যৌবনা যথা,—

বালা স্নান-অবসানে যে'য়ে তীর-সন্নিধানে
নীরে আস্য করি দরশন,—
কর্ণ-ভূষা নীলোৎপল নেত্রে বুঝি লগ্ন হ'ল
ভে'বে তাহে করে করার্পণ ;
শৈবাল-অঙ্কুর বলি মূছে ক'রে রোমাবলি
না জানে তা যৌবন-লক্ষণ ;
না বুঝি নিতম্ব-ভার জিজ্ঞাসিছে বারম্বার
কিসে সখি ! বাঝে লো এমন !

জ্ঞাত-যৌবনা যথা,—

তব পয়োধর অম্বুজ-লোচনে !
স্বয়ম্ভূ শম্ভু যে—জানে সর্ব্বজন ;
ভাগ্যবান্ কার নখ-সম্মিলনে
চন্দ্র-চূড়-মূর্ত্তি করিবে ধারণ ? §

বুঝিয়াই তাহার কার্য্য-সাধক নায়িকার নয়ন খঞ্জনের চঞ্চলতাকে, বদন সুধাকরের মাধুরীকে এবং বচন সুধা-সিন্ধুর লহরী-লীলাকে নিমন্ত্রণ করিতেছে।

§ "স্বয়ম্ভূ"—(পয়োধর-পক্ষে) স্বয়ং-উৎপন্ন।
(অপর-পক্ষে) অনাদি-লিঙ্গ।

নবোঢ়া যথা—

বধূটির করে ধরি সযতনে শয্যোপরি
প্রাণ-নাথ যদ্যপি বসায়,—
কিম্বা ভুজ-পাশে তাকে যদিও বা বেঁ'ধে রাখে,—
তবু সে বাহিরে যেতে চায়;
তারে বশীভূত করে— এহেন শকতি ধরে
হেন জন না দেখি ধরায়,—
পারদেরে যেবা ধ'রে পারে স্থির করিবারে
তারে শুধু এ কার্য্য যুয়ায়!

বিশ্রব্ধ-নবোঢ়া যথা,—

নেত্র আধ-নিমীলিত; এক করে আছে ধৃত
বধূটির কটির বসন;—
উরু জড়াজড়ি করি রাখিয়াছে শয্যোপরি
তেমনি সে করে প্রাণ-পণ;

"শম্ভু"—(পয়োধর-পক্ষে) "শং সুখং তস্মৈ ভবতীতি—শম্ভুঃ" অর্থাৎ সুখোৎপাদক;
(অপর-পক্ষে) শিব-লিঙ্গ।

"চন্দ্রচূড়"—(পয়োধর-পক্ষে) চন্দ্রাকৃতি নখ-চিহ্ন দ্বারা শোভিত শীর্ষ-যুক্ত;
(অপর-পক্ষে) চন্দ্র-দ্বারা শোভিত ললাট-বিশিষ্ট।

সযতনে অন্য করে রহিয়াছে দৃঢ় ক'রে
কুচ-স্থল করি আচ্ছাদন ;
এরূপে যে যুবা কাছে ঘুমাইছে,—কেবা আছে
তার তুল্য ভাগ্যবান্ জন ?
লজ্জা, কাম-ভাব—দুটি তুল্য যার হয়—
সেই নায়িকার **মধ্যা**-নামে পরিচয়।
পতি-অপরাধে তার দুটি আচরণ,—
ধৈর্য্যে—ব্যঙ্গ ; অধৈর্য্যে যে কঠোর বচন।

মধ্যা যথা,—

যদ্যপি ঘুমায়— ঘটে বাধা তায়
প্রিয়-মুখ-দরশনে ;
রহি জাগরণে শঙ্কা হয় মনে
প্রিয়-কর-পরশনে ;
এহেন চিন্তায় পদ্ম-মুখী হায় !
সোয়াস্তি না পায় মনে,—
ঘুমাইতে চায়,— পুন সাধ যায়
রহিবারে জাগরণে !
পতি সনে কেলি-রসে নিপুণতা যার—
প্রগল্‌ভা নায়িকা বলি খ্যাতি বটে তার ;

স্বীয়ার সধর্ম্ম পতি-ভক্তি তাহে রয়,—
কুলটা বেশ্যাকে তাই প্রগল্‌ভা না কয়।
প্রগল্‌ভার বটে দুটি প্রসিদ্ধ লক্ষণ,—
রতি-প্রীতি, রসাবেশে হারায় চেতন।

রতি-প্রীতি যথা,—

পয়োধর-নিপীড়নে মুখে মুখ-সম্মিলনে
করি' প্রেয়সীরে কণ্ঠে গাঢ় আলিঙ্গন,
আবেশে বসন হরি' প্রাণেশ অলকে ধরি
প্রিয়ার অধর-বিম্ব করি' বিচুম্বন—
যবে কাল জানিবারে সাদরে জিজ্ঞাসে তারে—
"রবির উদয়ে কত বিলম্ব এখন ?"
পাছে কান্ত হেরে ব'লে কর্ণ-নীলোৎপল-দলে
সুলোচনা অঞ্চলে যে করে আচ্ছাদন !

রসাবেশে অচৈতন্য যথা,—

নখ-ক্ষত বক্ষ'পরে দন্তাঘাত এ অধরে
এঁবে মোরে দিতেছে বেদন ;—
বকুলের মালা কেশে ছিল যা পড়েছে খ'সে ;
মুক্তা-হার ছিঁড়েছে তেমন ;

রতি-অবসানে দেখি   এ সব ঘটেছে সখি !
না বুঝিনু সে রতি কেমন !
তুমি যাহা শিখাইলে,   জানি যাহা সেই কালে
কিছু মোর না ছিল স্মরণ !

মধ্যা ও প্রগল্‌ভা যবে মান-ভাবে রয়
সে সময়ে প্রত্যেকের তিন ভেদ হয়।
ধীরা ও **অধীরা** সে যে **ধীরাধীরা** আর ;
ধৈর্য্য-তারতম্যে এ যে ভেদ জে'নো সার।
ধীরা অন্তরের কোপ জানায় আভাষে ;
অধীরায় স্পষ্ট-ভাবে কোপ যে প্রকাশে ;
মধ্যম যে কোপ **ধীরাধীরা** নায়িকায়—
কিছু আভাষেতে, কিছু স্পষ্ট বুঝা যায়।
যদিও লক্ষণ এই ধীরাদির বটে,
মধ্যা আর প্রগল্‌ভাতে কিছু ভেদ ঘটে ;—
মধ্যা-ধীরা ব্যঙ্গ-ভাষে কোপ যে প্রকাশে ;
মধ্যা-অধীরার কোপ ফোটে কটু-ভাষে ;
মধ্যা ধীরাধীরা কোপ প্রকাশ কারণ.
করে ব্যঙ্গ-উক্তি আর তেমতি রোদন ;

যবে কান্ত রসালাপ করে রতি-আশে
প্রগল্‌ভা ধীরা যে তাহে ঔদাস্য প্রকাশে;
প্রগল্‌ভা অধীরা করে তর্জ্জন, প্রহার;
প্রগল্‌ভা যে **ধীরাধীরা** দুই(হু) বটে তার। *
স্বীয়া বিনা অন্যে ধীরা আদি নাহি হয়—
প্রাচীনের এই উক্তি যুক্তি-যুক্ত নয়;
ধৈর্য্য ও অধৈর্য্য কিম্বা ধৈর্য্যাধৈর্য্য আর,
এ সব সধর্ম্ম বটে মান-অবস্থার;
ঘটে যদি মান পরকীয়া নায়িকার—
ধীরা-আদি ভেদ কেন না ঘটিবে তার?
স্বীয়া ভিন্ন পরকীয়া নাহি করে মান—
এ কথার কেহ দিতে পারে কি প্রমাণ?

মধ্যা ধীরা যথা,—

চঞ্চল ভ্রমর গুঞ্জনে মুখর
কুঞ্জে করি বিচরণ—
তব কলেবরে হ'ল শ্রম-ভরে
স্বেদ-ধারা নিঃসরণ;

* অর্থাৎ প্রগল্‌ভা ধীরাধীরা কোন সময়ে প্রগল্‌ভা ধীরার ন্যায় সুরত-বিহারে ঔদাস্য প্রকাশ এবং কোন সময়ে প্রগল্‌ভা অধীরার ন্যায় তর্জ্জন-গর্জ্জন ও প্রহার করিয়া থাকে।

সজল-নলিনী পত্রাবলি আনি
ক'রে ধীরে সঞ্চালন—
শীতল পবনে এসো সযতনে
করি তাপ নিবারণ। *

মধ্যা অধীরা যথা,—

তব নিশা-জাগরণ, আরক্তিম কি কারণ
তবে মম অম্বুজ-নয়ন ?
মদিরা সেবন কত করেছ হে ইচ্ছামত,
তাহে কেন ঘোরে মম মন ?
ভ্রমে যেথা ভৃঙ্গগণে— সে নিকুঞ্জ-নিকেতনে
শ্রীফল করেছ আহরণ ;—
তবে কেন পঞ্চ-শর হানি অগ্নি হেন শর
মোরে এত করিছে পীড়ন ?

মধ্যা ধীরাধীরা যথা,—

"প্রণয়ে নিপুণ প্রিয়-দরশন
তব তুল্য কোন জন ?
বটে সুভাজন,— নবীন্ যৌবন
তব অঙ্গে সুশোভন"—

* ইহা অন্যাঙ্গনা-বিহারী নায়কের প্রতি মধ্যা ধীরা নায়িকার ব্যঙ্গ-উক্তি।

বলি হেন ভাষ, ছাড়িয়া নিঃশ্বাস,
অশ্রু-পূর্ণ দু-নয়ন
কান্তের বদনে রাখি শূন্য-মনে
রহে বালা বহু-ক্ষণ।

প্রগল্ভা ধীরা যথা,—

পরিজন-গণ প্রতি যেন গো রে'গেছ অতি—
হেন ছলে না আস শয্যায়,—
সুধাময় আলাপনে নাহি তোষ এ অধীনে,—
নয়নেও না হের আমায়,—
মোর প্রতি এ কৌশলে মান প্রায় সে'ধেছিলে
প্রিয়তমে! কি বলিব হায়!
ভাগ্যে সখী কাছে আসি ওষ্ঠে চাপি মৃদু হাসি
ভাবে তব চাতুরী জানায়!†

প্রগল্ভা অধীরা যথা,—

হর-শির-ইন্দু মাঝে নিজ-প্রতিবিম্ব সাজে
গিরি-সুতা নাহি বুঝি তায়—
ভাবে মনে হর-শিরে কে নায়িকা স্থিতি করে,
সে কারণে কোপ-দৃষ্টে চায়;

† ইহা প্রগল্ভা ধীরা নায়িকার প্রতি তাহার প্রণয়ীর উক্তি।

তর্জ্জন গর্জ্জন করি', কম্পমান বাহু নাড়ি'
তেমনি সে শম্ভুকে শাসায় ;—
কঙ্কণের ঝনৎকার বাজে কিবা চমৎকার !
শম্ভু কিছু ভে'বে ত না পায় !

প্রগল্‌ভা ধীরাধীরা যথা,—

সুন্দরীর শয্যা পাশে যবে প্রিয়তম আসে,
হেরি তারে বদন ফিরায় ;—
যবে কান্ত সকাতরে নানা অনুনয় করে,
বিস্ময়ে যে তার হাসি পায় ;—
প্রাণেশ সাহস-ভরে যবে তার করে ধরে,
কোপ-বশে সে সময়ে হায় !
অলক্ত-রঞ্জিত যেন সফরীর পৃষ্ঠ—হেন
বিস্ফারিত-নয়নে সে চায় !

ধীরা-আদি ষট্ ভেদ পুন দ্বিধা হয় ;—
জ্যেষ্ঠা ও **কনিষ্ঠা** ভেদে জানিবে নিশ্চয়। *
ধীরা জ্যেষ্ঠা নারী, **ধীরা কনিষ্ঠা** যে আর,
জ্যেষ্ঠা ও **কনিষ্ঠা** দুটি ভেদ **অধীরার** ;

---

* বাৎস্যায়ন-কৃত "কামসূত্র" নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে 'ভার্য্যাধিকরণিক' নামক পরিচ্ছেদে 'সুভগা' এবং 'দুর্ভগা' ভার্য্যাদিগের চরিত্র ও ব্যবহার

ধীরাধীরা জ্যেষ্ঠা আর **কনিষ্ঠা** তেমন;
জ্যেষ্ঠা কনিষ্ঠার এবে শুনহ লক্ষণ;
পতির অধিক প্রেম যে পত্নীতে রয়
তাহাকেই **জ্যেষ্ঠা** বলে বিজ্ঞ-জনে কয়;
অল্প প্রেম বটে যাতে **কনিষ্ঠা** সে হয়;
বিবাহিতা ছাড়া কিন্তু জ্যেষ্ঠা-আদি নয়;
তাই অল্পাধিক প্রেম দুটিতে থাকিলে—
পরস্ত্রী, বেশ্যাকে জ্যেষ্ঠা কনিষ্ঠা না বলে।

ধীরা জ্যেষ্ঠা ও কনিষ্ঠা যথা,—

এক সঙ্গে বিছানায় শু'য়ে পত্নী দু-জনায়
ঘুমায়েছে বুঝিল যখন,—
করি গ্রীবা উত্তোলন হেরে কান্ত—এক জন
আছে অঙ্গ করি আচ্ছাদন;

সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। 'সুভগা' ও 'দুর্ভগা' স্ত্রীই পরবর্ত্তী রস-শাস্ত্রকারগণ কর্ত্তৃক যথাক্রমে 'জ্যেষ্ঠা' ও 'কনিষ্ঠা' বলিয়া উক্ত হইয়াছে। সংস্কৃত 'সুভগা' ও 'দুর্ভগা' শব্দ হইতেই প্রাকৃত—'সুহআ' ও 'দুহআ', অপভ্রংশ 'সুহা' ও 'দুঁহা' এবং প্রাচীন বাঙ্গালা 'সুয়া' ও 'দুয়া' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। উপকথায় 'সুয়া রাণী' ও 'দুয়া রাণী'র বহুল ব্যবহার দেখা যায়। সুতরাং চলিত কথায় জ্যেষ্ঠা ও কনিষ্ঠাকে 'সুয়া' ও 'দুয়া' বলা যাইতে পারে।

মৃদু-পদে অমনি সে   যেয়ে অপরার পাশে
'করি' ঘন অঙ্গুলি-চালন—
বসন-অঞ্চল খানি   সাবধানে তার টানি'
ক'রে তার নিদ্রার ভঞ্জন !

অধীরা জ্যেষ্ঠা ও কনিষ্ঠা যথা,—

গেল প্রিয় দুইজনে   কোপে পুষ্প উপবনে,
হেরি' কান্ত যে'য়ে সন্নিধানে,
প্রবীণারে ছল ক'রে   দেয় ফুল তুলিবারে
কিছু দূরে আনন্দ-বদনে ;
নবীনারে সেইক্ষণ   ক'রে গাঢ় আলিঙ্গন
ভুজ-পাশে বেঁধে ফুল্ল মনে ;
কান্তের চাতুরী হেরে   ফোটে হাসি বিম্বাধরে,
হানে কিবা কটাক্ষ নয়নে !

ধীরাধীরা জ্যেষ্ঠা ও কনিষ্ঠা যথা,—

আছে প্রিয়া দুইজনে   কোপ ভরে খিন্ন-মনে,
সে দুজনে কান্ত তুষিবারে—
জ্যোতির্ম্ময় দুটি মণি   তাহাদের তরে আনি
রাখে দুটি মুঠির ভিতরে ;

আগে তার একটিরে দিয়া প্রবীণার করে
অন্যটি না দিয়া নবীনারে
ছলে হাতাহাতি ক'রে, ছুঁয়ে তার পয়োধরে
ভাসে কান্ত আনন্দ-সাগরে !

পর-পুরুষে যে প্রেম করে সঙ্গোপনে
পরকীয়া ব'লে তারে বলে কবিগণে ;
প্রথমে সে পরকীয়া দ্বি-প্রকার হয়—
পরস্ত্রী, কন্যকা নামে তার পরিচয় ;
নাহি রহে অনুরাগ যদ্যপি কন্যার,
পরাধীন হেতু পরকীয়া নাম তার ।
পরকীয়া নায়িকার যত আচরণ,
যতনে সে অন্য কাছে করে সঙ্গোপন ;

পরস্ত্রী যথা,—

এ যে রেবা-কুঞ্জতল বটে সমুচিত স্থল
মদনের প্রিয়-কর্ম্ম তরে ;—
এ যে তীর-সমীরণ করে ধীরে সঞ্চরণ
লয়ে পুষ্প-পরাগ-নিকরে ;—

ধন্য এ বরষা-কাল সজল জলদ-জাল
সাজাইল কিবা থরে থরে ;— *
পরাধীন মোর মন কি যেন সে আকিঞ্চন
প্রাণ-সখি ! করে লো অন্তরে ! *

গুপ্তা, যে **বিদগ্ধা** আর **লক্ষিতা** নায়িকা,
কুলটা তেমনি **অনুশয়ানা** নায়িকা

* রেবা—নর্ম্মদা নদীর অপর নাম। মনোহর রেবা-কুঞ্জ ইত্যাদি উদ্দীপক বস্তুর দর্শনে প্রিয়-সম্মিলনের জন্য উৎকণ্ঠিতা কোন পরকীয়া নায়িকা নিজের মনের বাসনা সুকৌশলে প্রিয়-সখীর নিকট এই কবিতা দ্বারা ব্যক্ত করিতেছে। নিবিড় তরু-কুঞ্জ, সুগন্ধ তীর-সমীরণ ও জলদ-শ্যামল বর্ষা-কাল কেলি-বিলাসের অনুকূল এবং তজ্জন্যই উদ্দীপক। জলদ-রূপ নায়কের সহিত সমাগম হেতু বর্ষা-নায়িকা ধন্যা—এই বাক্যের দ্বারা প্রিয়-সমাগমের অভাবে নিজে অধন্যা, নায়িকা ইহাই বুঝাইতেছে। সুকৌশলময় 'পরাধীন' শব্দটি 'মন' ও 'আকিঞ্চন' উভয় শব্দের বিশেষণ-রূপে ব্যবহৃত হওয়ায়, ইহা দ্বারা "আমার মন পরের অর্থাৎ গুরুজনদিগের অথবা যে আমার আয়ত্ত নহে এরূপ নায়কের অধীন হইয়াও কি যেন কিসের অর্থাৎ মিলনের জন্য বাসনা করিতেছে" কিম্বা "আমার মন পরের অর্থাৎ নায়কের কিম্বা সখীদিগের আয়ত্ত কোন বিষয়ের অর্থাৎ মিলনের জন্য বাসনা করিতেছে"—এইরূপ নানা অর্থ বুঝা যায়। 'প্রাণ-সখি !' এই সম্বোধন-পদ দ্বারা নায়িকা বুঝাইতেছে যে "তুমি আমার প্রাণের কথা জান—তুমি আমার প্রাণের বাসনা বুঝিয়া তাহা [illegible] জন্য চেষ্টা করিবে—সেই জন্যই তোমাকে বলিতেছি।"

মুদিতা প্রভৃতি নামে যার পরিচয়,
পরকীয়া-শ্রেণী মধ্যে তারা গণ্য হয়।
যে রতি গোপন করে গুপ্তা নাম তার;
তিন শ্রেণী বটে সেই গুপ্তা নায়িকার।
প্রথমা যে করে গত-রতি সঙ্গোপন,—
দ্বিতীয়া সে ভাবি-রতি করে আবরণ,—
তৃতীয়া উভয় রতি করে আচ্ছাদন,—
এক সঙ্গে সে তিনের কহি বিবরণ;—

ত্রিবিধ গুপ্তা যথা,—

শাশুড়ী রাগের ভরে বলুন যা মনে ধরে,—
করুক না নিন্দা দিদিগণ;
আমি কিন্তু সেই ঘরে পরাণ থাকিতে ধড়ে
সখি! আর না শোব কখন;
ধরিতে ইন্দুরগুলি কোণা হতে সে বিড়ালী
লাফালাফি করি গো তখন
ধারাল নখের ঘায় আঁচড়া'য়ে মোর গায়—
করিল কত না জ্বালাতন।

A 8101

গুপ্ত-প্রেমে নিপুণা যে বিদগ্ধা সে হয়;—
বাক্যে ও ক্রিয়ায়—[illegible] পরিচয়।

[illegible]

বাক্‌-বিদগ্ধা যথা ;—

মল্লিকা-লতায় ঘেরা দেখা যায়
ওই যে তমাল বন ;—
তটিনীর তীরে বহে ধীরে ধীরে
সুশীতল সমীরণ ;—
এবে দিবাকর তাপ যে প্রখর,—
কর সেথা কিছুক্ষণ
প্রবাসী সুজন ! শ্রম-নিবারণ
রাখ মোর এ বচন ! *

---

* এই কবিতাটি কোন পথিকের প্রতি কোন বাক্‌বিদগ্ধা স্বয়ং-দূতী পরকীয়া নায়িকার উক্তি। পথিকের বিশ্রাম-স্থানের বর্ণনার ছলে বাক্য-ভঙ্গী দ্বারা তাহার মনে সম্ভোগ-বাসনা জন্মাইয়া, তাহাকে উপযুক্ত সঙ্কেত স্থানে প্রেরণ করাই নায়িকার প্রকৃত উদ্দেশ্য। যখন অচেতনা মল্লিকা লতাও তমাল-তরুগণকে জড়াইয়া ধরিয়াছে, তখন সচেতন নায়ক-নায়িকাদিগের আর কি কথা আছে? বিশেষতঃ লতা বেষ্টিত তমাল-বন বিশ্রাম ও সম্ভোগ উভয় কার্য্যেরই অনুকূল বটে ;—এই সকল কথা বুঝাইবার জন্যই তমাল-বন লতা-বেষ্টিত বলা হইয়াছে। কবিতাটির এইরূপ প্রায় প্রত্যেক কথায়ই গূঢ় অর্থ নিহিত রহিয়াছে,—বাহুল্য-ভয়ে তাহা বলা হইল না। এস্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে, করুণা ও প্রেম এই দুইটী ভাব স্বতন্ত্র হইলেও উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট নৈকট্য আছে। [illegible] নায়িকা পথিকের ক্লেশে সমবেদনা ও করুণা প্রকাশ দ্বারা [illegible] [illegible]

ক্রিয়া-বিদগ্ধা যথা,—

যবে গৃহ-পতি আজ্ঞা করিছে দাসেরে
"বদরীর বৃক্ষ কর গোড়া'য়ে ছেদন"
মৃগাক্ষী গোপন-ভাবে জলের ভিতরে
হেমন্তের কালে করে কুঠার ক্ষেপণ। †

---

† ভাবে বুঝা যাইতেছে যে, বদরী কুঞ্জ এই নায়িকার সঙ্কেত-স্থল। সুতরাং বদরী বৃক্ষ কর্ত্তন করিলে সে স্থানটি খোলা হইয়া যাইবে ভাবিয়া সুচতুরা নায়িকা শীত-কালে জলে কুঠার নিঃক্ষেপ করিয়া সেই আশঙ্কা নিবারণ করিতেছে। 'গৃহ পতি' শব্দের প্রয়োগ দ্বারা বুঝা যায় যে, বর্ণিত কর্ত্তাটি গৃহেরই পতি বটে,—কিন্তু তিনি নায়িকার প্রাণপতি নহেন। দাসকে কর্ত্তা আদেশ করিলে তাহা অবশ্যই পালন করিতে হইবে ইহা বুঝাইতেই বলা হইয়াছে "আজ্ঞা করিছে দাসেরে"। পাছে কেহ দেখে এই জন্য নায়িকা হরিণীর ন্যায় চকিত-নয়নে এদিকে ওদিকে দৃষ্টি-পাত করিতে করিতে জলের মধ্যে কুঠারখানা ক্ষেপণ করিতেছে এই অবস্থাটি বুঝাইবার জন্যই তাহার 'মৃগাক্ষী' বিশেষণটি দেওয়া হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, জলের মধ্যে কুঠার থাকার অনুমান করা ভৃত্যের পক্ষে আদৌ সম্ভবপর নহে—আর ঐরূপ অনুমান করিলেও শীত-কালে তাহার সাধ করিয়া জলের ভিতরে কুঠার তালাস করিতে যাওয়া নিতান্ত অসম্ভব। কঠিন বদরী-বৃক্ষ ছেদন করিতে যাইয়া কুঠারের মুখ ভাঙ্গিয়া যাওয়ারও আশঙ্কা আছে সুতরাং ঐ কার্য্যের জন্য কেহ যে সহজে কুঠার ধার দিতে চাহিবে এরূপ বোধ হয় না; যাহা হউক, ইতিমধ্যে হয় ত কর্ত্তাটি ঐ গাছ কাটার কথা ভুলিয়াও যাইতে পারেন কিম্বা নায়িকার কৌশলের ফলেই হয়ত

কুলটা যথা,—

এ যে জলধর-গণ করে জল নিঃক্ষেপণ,
পুরুষ না করে বরষণ !
এই যে পাহাড়গুলি উগারিছে তৃণাবলি,
নায়ক ত না করে সৃজন !
যত তরু ত্রি-সংসারে ফল সে প্রসব করে,
লোক ত না করে উৎপাদন !
বলি তাই সকাতরে বিধাতঃ ! কুলটা তরে
কী তুমি রেখেছ আয়োজন ? *

* এই কবিতাটি কুলটার উক্তি। তুচ্ছার্থক "করে জল নিঃক্ষেপণ" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা নায়িকা ইহা বুঝাইতেছে যে, জলধরগুলি বৃথা জলের বোঝা বহিয়া বেড়ায় এবং সেই জল যেখানে সেখানে ফেলে কিন্তু নায়িকার অভিলষিত জিনিস বর্ষণ করে না। "এই যে পাহাড়গুলি" ইত্যাদি বাক্যের 'পাহাড়' ও নিন্দার্থক 'উগারিছে' (বমন করিতেছে) শব্দের দ্বারা নায়িকা বুঝাইতেছে যে, পাষাণময় পাহাড়গুলির হৃদয় কঠিন হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি ? সেই জন্যই সেগুলি সহৃদয় নায়কদিগকে সৃষ্টি না করিয়া, ছাই-ভস্ম তৃণ ইত্যাদি জন্মাইতেছে। "যত তরু ত্রি-সংসারে" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা নায়িকা বুঝাইতেছে যে, ত্রিভুবনের অন্তর্গত পৃথিবী ও পাতালের তরুগুলির কথা যাহাই হউক না কেন,

[illegible]

[illegible]

অনুশয়ানা সে বটে কবি-[illegible] কয় ;
বর্ত্তমান-স্থান-নাশে বিষাদ যাহার,
ভাবি-স্থান নাশে দুঃখ যেবা নায়িকার
সঙ্কেতের স্থানে প্রিয় করিলে গমন,
যাইতে না পারি' নিজে যার খিন্ন-মন,
অনুশয়ানার এ যে তিন ভেদ হয় ;—
পৃথক্ রূপেতে তার কহি পরিচয় ;—

স্বর্গ-স্থিত কল্পতরুগুলি বাঞ্ছিত-ফল প্রসব করে বলিয়াই প্রসিদ্ধ বটে,—কিন্তু নায়িকার অদৃষ্ট-দোষে সেই কল্পতরুগুলিও বাঞ্ছিত ফল-দান-ব্রতে বিমুখ হইয়াছে। আর যদি তরুগুলি সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ পদার্থ লোক সকলকেই প্রসব করিতে না পারে, তবে মিছামিছি 'তরু ফল প্রসব করে' এরূপ বলা হয় কেন ? 'বিধাতা' শব্দের প্রয়োগ দ্বারা নায়িকা বুঝাইতেছে যে যিনি বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহার কাছে না বলিয়া নায়িকা আর কাহার কাছে বলিবে ? এতদ্ভিন্ন, যে সৃষ্টিকর্ত্তা কত অদ্ভুত পদার্থ রাজি সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহার পক্ষে নায়িকার প্রার্থিতরূপ [illegible] বিধান করা কিছুই কঠিন ছিল না ; সেরূপ না করায় কুলটার প্রতি নিতান্ত অবিচার করা হইয়াছে ! কবি এস্থলে কুলটার [illegible] বিদ্রূপাত্মক চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা সহৃদয় পাঠকবর্গ [illegible] করিবেন।

বর্ত্তমান-স্থান-নাশে অনুশয়ানা যথা,—

* চৈত্র-মাসে হায়! লবঙ্গ-লতার
পত্রাবলি খসি পড়িল যখন—
হ'ল গণ্ড-যুগ মৃগ-নয়নার
তালাঙ্কুর হেন পাণ্ডুর-বরণ!

ভাবি-স্থান-নাশে অনুশয়ানা যথা,—

ময়ূর ময়ূরী সনে নেচে খেলে ফুল্ল-মনে
শ্রান্ত হ'য়ে যেখানে ঘুমায়,—
কপোত-কপোতীগণ কেলি-রসে নিমগন
যেথা তরু-পল্লবে কাঁপায়;—

* লবঙ্গ-লতা-কুঞ্জই এই নায়িকার সঙ্কেত স্থল ছিল, সুতরাং চৈত্র-মাসে প্রাকৃতিক নিয়মে লবঙ্গ-লতার পত্রাবলি পতিত হওয়ায় সঙ্কেত-স্থানের বিনাশে সন্তাপ ও দুশ্চিন্তায় তাহার গণ্ড দুটি পাণ্ডু-বর্ণ ধারণ করিল। সংস্কৃত-কবিগণ কেতকী, তাল প্রভৃতির কচি পাতার বর্ণের সহিত গৌরাঙ্গী নায়িকাগণের বর্ণের উপমা দিয়া থাকেন। এস্থলে 'মৃগ-নয়না' বিশেষণটির দ্বারা নায়িকা হরিণীর ন্যায় চকিত-নয়নে এদিকে ওদিকে নিরীক্ষণ করিয়া, অন্য একটি সঙ্কেত-স্থান অনুসন্ধান করিতেছে—ইহাই বুঝা যায়।

কেন মনে অগোচর   বন-রাজি অগণন

বিদ্যমান নাহি কি সেথায় ?

চিন্তা নাহি ক'রো মনে   প্রাণেশের নিকেতনে

যাও সখি ! বলি গো তোমায় ।*

সঙ্কেত-স্থানে অগমন-হেতু অনুশয়ানা যথা,—

রসাল-মুকুল-রাজি দুলিছে শ্রবণে,

পাণ্ডুর-বরণ গণ্ড পরাগ-নিকরে ;—

এহেন মাধবে রাধা হেরিয়া নয়নে

বরষে যে অশ্রু-জল অবিরল-ধারে ।†

---

* স্বামি-গৃহে গেলে সেখানে কোন সঙ্কেত স্থান মিলিবে না—এই আশঙ্কায় বিষাদযুক্তা পরকীয়া নায়িকার প্রতি ইহা তাহার অভীষ্ট-সম্পাদন-কারিণী কোন অভিজ্ঞা সখীর লোকের সম্মুখে কৌশলময় উক্তি। কবিতার সহজ অর্থের ব্যাখ্যা করা নিষ্প্রয়োজন,—ইহার গূঢ় অর্থ সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলা আবশ্যক। ময়ূর-ময়ূরী ও কপোত-কপোতী শব্দ দুটির প্রয়োগ দ্বারা সখী বুঝাইতেছে যে, পক্ষি-দম্পতিরাও বিরহ সহ্য করিতে পারে না—তাই জোড়ায় জোড়ায় কেলি বিলাসে নিমগ্ন রহিয়াছে। বিশেষতঃ নির্জ্জন স্থান না পাইলে কোন রূপেই ময়ূর-ময়ূরী প্রভৃতি নিঃশঙ্ক-চিত্তে নৃত্য, কেলি বা নিদ্রা-গমন করিতে পারে না—সুতরাং সেরূপ বন-ভূমি নায়িকারও প্রিয়-সম্মিলনের বিশেষ অনুকূল ও বিলাস বাসনার বিশেষ উদ্দীপক ; সেরূপ বন নায়িকার স্বামি-গৃহের নিকটেও অনেক আছে। লোকের সম্মুখে নায়িকাকে সতী বলিয়া প্রকাশ করিবার জন্যই সখী 'স্বামী' শব্দের পরিবর্ত্তে 'প্রাণেশ' শব্দের ব্যবহার করিয়াছে।

† আম্র-কুঞ্জে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্মিলিতা হইবেন [illegible]

সখীর এ কথা শুনি' [illegible] পথিক রসিক জানি'
প্রফুল্লিত-অন্তরে অমনি
করি-কুম্ভ-কুচ'পরে বীর-সাজ বর্ম পরে
রোমাঞ্চের ছলে সে তরুণী !*

যৌবন আগত কিন্তু বিবাহ না হয়—
কন্যা-নামে রস-শাস্ত্রে তার পরিচয়

---

* কোন রসিক পথিক একটি যুবতী নায়িকাকে সখীর সহিত দেখিয়া সম্ভোগের কৌতূহল বশতঃ সখীর নিকট সেই নায়িকাটির পরিচয় জিজ্ঞাসা করায়, চতুরা সখী পথিকের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া নায়িকার পরিচয় প্রসঙ্গে স্ত্রীলোকের স্বভাব-সুলভ সমবেদনা হেতু তাহার পতি প্রভৃতির দুরবস্থার বর্ণনার ছলে পথিক ইচ্ছা করিলেই স্বচ্ছন্দে নায়িকার গৃহে কিছুকাল অবস্থান করিয়া নায়িকার সহিত সুখ সম্ভোগ করিতে পারে, ইহা কৌশলে প্রকাশ করিতেছে। নায়িকার পতি সর্বদা গোষ্ঠে গোষ্ঠে থাকে, সুতরাং তাহার এখন বাড়ী আসার সম্ভাবনা নাই। [illegible] অন্ধ-বধিরেরা প্রায়ই বোবা হইয়া থাকে —সুতরাং ননদিনী কিছু দেখিলেও কাহারও নিকট বলিতে পারিবে না, সেবক-রমণী কানেও শুনে না, চোখেও দেখে না সুতরাং নায়িকার গৃহে পথিকের স্বেচ্ছাবিহারের কোনই অসুবিধা নাই—ইহাই সখীর কথার গূঢ় মর্ম বটে। কবিবরও [illegible] কন্যা-যৌবনা পরকীয়া নায়িকাটির [illegible] প্রকাশ করিয়াছেন।]

যদি বল "ধন-হীনে শুধু গুণ তরে
ভালবাসে, হেন বেশ্যা নাহি কি সংসারে ?"
ইহার উত্তর—এ যে বেশ্যার লক্ষণ
সর্ব্বত্র সকল কালে বটে সাধারণ ;
এ ভাবের ব্যতিক্রম যেথা দৃষ্ট হয়—
সেথা সেই ভাব কভু চিরস্থায়ী নয় ;—
ধন তরে আগে বেশ্যা করে পরিচয়,—
পরে কভু রূপ-গুণে অনুরক্তা হয় ;
অনুরাগে যেথা স্বার্থ করে পরিহার,—
সেথা বেশ্যা-ধর্ম্ম কিছু নাহি রহে তার ;
এহেন নায়িকা শুধু নামে বেশ্যা রয়,—
সে কালে সে পরকীয়া মধ্যে গণ্য হয় ।

গণিকা যথা,—

দিয়েছে যে বহু ধন এল সে প্রবাসি-জন,
গৃহ পাশে করি দরশন,—
সুন্দরীর কুচদ্বয় আনন্দেতে যেন রয়
পরস্পরে করি আলিঙ্গন !
কুসুমের মাল্য-ছলে কবরী-কুন্তল-জালে
করে হর্ষ-অশ্রু বিমোচন ;

ধনাগম বলিবারে দৃষ্টি তার বারে বারে
কর্ণ পাশে করিছে গমন ! †

স্বীয়া, পরকীয়া আর বারবনিতার
প্রত্যেকের তিন ভেদ হয় যে আবার ;—
অন্য-সম্ভোগ-দুঃখিতা প্রথম প্রকার ;
বক্রোক্তি-গর্ব্বিতা ভেদ দ্বিতীয় তাহার ;
মানিনী—তৃতীয় ভেদ কবিগণে কয় ;—
যথাক্রমে এ তিনের দিব পরিচয়।
প্রিয় সনে বুঝি' ভাবে অন্যের মিলন—
অন্য-সম্ভোগ-দুঃখিতা হয় সে তখন ;

† অচেতনে সচেতন-ধর্ম্মের আরোপ (Personification) কবিদিগের স্বভাবসিদ্ধ ; এই আরোপ যদি উত্তম সাদৃশ্য-মূলক হয়,—তাহা হইলে উহা অতি উৎকৃষ্ট কবিত্ব-শক্তির পরিচায়ক হইয়া থাকে ; এই কবিতাটি তাহার অন্যতম প্রকৃষ্ট নিদর্শন। নায়িকার আনন্দ প্রকাশের বর্ণনা করিতে যাইয়া, নায়িকা নিজে কি করিতেছে, কবি ভ্রমেও তাহার উল্লেখ করেন নাই ; নায়িকার সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী—সর্ব্বদা সাথের সাথী তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি কি ভাবে নায়িকার আনন্দে আনন্দ প্রকাশ করিতেছে—কবি তাহাই কেবল দেখাইয়াছেন। এ ভাবে তিনি অপূর্ব্ব কৌশলে অল্প কয়েকটি কথায় নায়িকার হর্ষোচ্ছ্বাসের যে ভাব-গম্য চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন—তাহার তুলনা বড় সুলভ নহে।

অন্য-সম্ভোগ-দুঃখিতা যথা,——

গিয়েছিলি দূত! তুই বনের মাঝারে,
সেই পাপিষ্ঠের ঘরে যা'স নি' কখন;
নতুবা কি জন্য এবে তোর কলেবরে
শোভিতেছে কিংশুকের হেন আভরণ? *

যে নারী প্রকাশে গর্ব্ব কথার কৌশলে
বক্রোক্তি-গর্ব্বিতা ব'লে লোকে তারে বলে;
গর্ব্বের কারণ তার হয় দ্বি-প্রকার,——
প্রিয়ের প্রণয়, নিজ-সুন্দরতা আর;

---

* দূতী নায়িকার সংবাদ বহন উপলক্ষে তাহার প্রিয়তম কোন লম্পট নায়কের নিকট যাইয়া, নিজেই তাহার সহিত সম্ভোগান্তে কিংশুক-পুষ্পের ন্যায় বক্র ও আরক্তিম নায়ক প্রদত্ত নখ-ক্ষতাবলি অঙ্গে ধারণ করিয়া নায়িকার নিকটে উপনীতা হইয়াছে; নায়িকাও ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া কৌশলে দূতীকে ভৎসনা করিতেছে। দূতীরা প্রায়ই মিথ্যাবাদিনী ও প্রবঞ্চিকা হইয়া থাকে—তাহা বুঝাইতেই নায়িকা দূতীকে 'দূতি!' বলিয়া সম্বোধন এবং সে যে নায়কের সেই কুৎসিৎ কার্য্য বুঝিতে পারিয়াছে—ইহা বুঝাইবার জন্যই তাহাকে 'পাপিষ্ঠ' বলিয়া অভিহিত করিতেছে।

ভানু-কবি অতঃপর "প্রোষিত-ভর্তৃকা" প্রভৃতি যে অষ্টবিধ নায়িকার বর্ণন করিয়াছেন তন্মধ্যে "খণ্ডিতা" নায়িকার সহিত এই "অন্য-সম্ভোগ-দুঃখিতা"র কোন প্রভেদ নাই—আপাততঃ এরূপ মনে হইতে পারে; কিন্তু

প্রেম-গর্ব্বিতা যথা,—

স্বামী তব কলেবর রত্ন-অলঙ্কারে
সাজায়েছে ;—ধন্য তুমি,—কী বলিব আর ?
দেখার আড়াল হবে—ভয়ে কান্ত মোরে
না দেয় পরিতে সখি ! কোনো অলঙ্কার ! *

উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। প্রিয়তমের অঙ্গে যে উপভোগ-চিহ্ন দর্শন করে তাহাকে "খণ্ডিতা" বলা যায়,—কিন্তু উপনায়িকার অঙ্গে সম্ভোগ-চিহ্ন দর্শনে তাহা নিজ প্রিয়তমের সম্ভোগ-জনিত—এইরূপ অনুমানে দুঃখিতা নায়িকাকেই "অন্য-সম্ভোগ-দুঃখিতা" বলা হয়। "খণ্ডিতা"র নায়ক যে অন্য নায়িকা সম্ভোগ করিয়াছে তাহার চিহ্ন শরীরে থাকায় অস্বীকার করার উপায় নাই। কিন্তু "অন্য-সম্ভোগ-দুঃখিতা" নায়িকা তাহার প্রেরিত দূতীর অঙ্গে সম্ভোগ-চিহ্ন প্রত্যক্ষ করিয়া, তাহা তাহার নায়কেরই সম্ভোগ-জনিত বিবেচনায় নায়ককে যে অপরাধী বলিয়া অনুমান করে তাহা তাহার ভ্রান্তিও হইতে পারে ;—কারণ দূতীর পক্ষে দৌত্য-কার্য্যে যাইয়া অন্য নায়কের সহিত সম্ভোগ করাও একান্ত অসম্ভব নহে।

* ইহা সখীর প্রতি প্রেম-গর্ব্বিতা নায়িকার উক্তি। নায়িকার সখী স্বামী তাহাকে ভালবাসিয়া কত রত্ন অলঙ্কার দিয়া সাজাইয়াছে—তাহা নায়িকাকে দেখাইতে যাওয়ায়,—নায়িকা যে তাহার সখী অপেক্ষা অনেক সৌভাগ্যবতী তাহা কৌশলে প্রকাশ করিয়া সখীকে সগর্ব্বে ইহা বলিতেছে। এই কবিতার প্রথমার্দ্ধের তাৎপর্য্য এই যে, যে বস্তুটি স্বভাবতঃ সুন্দর নহে—লোকে তাহাকেই সাজ-সজ্জা দ্বারা সুন্দর বানাইতে চাহে ; লোকের প্রকৃতি এইরূপ থাকায়,—সখীর স্বামী তাহার অন্যান্য সম্পত্তির ন্যায় স্ত্রীকেও একটি সম্পত্তি মনে করিয়া তাহাকে গৃহাদির

সৌন্দর্য্য-গর্ব্বিতা যথা,—

দিতে চাহে পদ্ম সনে নেত্রের তুলনা ;—
বাক্যের তুলনা করে অমৃতের সনে ;—
হেন প্রিয়তমে সখি কী করি বল না !
কে জানে যে হবে দোষ সহিষ্ণুতা-গুণে ! †

ন্যায় নানা রত্নালঙ্কারে শোভিত করিয়া নিজের অর্থ-সমৃদ্ধিরই পরিচয় দিয়াছে ; কিন্তু নায়িকার পতি কেবল তাহার স্বামী অর্থাৎ প্রভু নহেন—তিনি তাহার কান্ত অর্থাৎ প্রিয়তম বটে ; তিনি তাঁহার স্বভাব-সুন্দরী প্রিয়তমার সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির জন্য কোন অলঙ্কারের প্রয়োজন নাই কেবল যে এরূপ বিবেচনা করেন তাহা নহে ; কিন্তু তিনি তাহার প্রণয়িণীর নানা অলঙ্কার থাকা সত্ত্বেও—তাহাকে শরীরে কোন অলঙ্কার ধারণ করিতে দেন না ; কারণ,—তাঁহার মনে সর্ব্বদা এই ভয় হয় যে, নায়িকা দুই-একটি অলঙ্কার ধারণ করিলেও—তাহাতে তাহার দেহের কিয়দংশ ঢাকা পড়িয়া তাঁহার দর্শন-সুখের ব্যাঘাত জন্মাইবে !

† এটি সখীর প্রতি সৌন্দর্য্য-গর্ব্বিতা নায়িকার উক্তি। সচরাচর কবিগণ পদ্ম-কোরকের সহিত সুন্দরীদিগের সুন্দর নেত্রের ও অমৃতের সহিত তাহাদের সুমধুর বাক্যের উপমা দিয়া থাকেন। নায়িকার প্রিয়তম সেই রীতি অনুসারেই পদ্মের সহিত নায়িকার নেত্রের ও অমৃতের সহিত তাহার বাক্যের উপমা দিতে গিয়াছিল ; কিন্তু সৌন্দর্য্য-গর্ব্বিতা নায়িকা তাহাতে সন্তুষ্টা না হইয়া বরং অসন্তুষ্টাই হইয়াছে। নায়িকার মনের ভাব বোধ হয় এই যে, পদ্ম ও অমৃতের সহিত তাহার ন্যায় সুন্দরীর চক্ষু ও বাক্যের উপমা না দিয়া—বরং তাহার চক্ষু ও বাক্যের সহিত পদ্ম ও অমৃতের উপমা দিলেই কথঞ্চিৎ সঙ্গত হইত ; সে যাহা হউক, নায়ক

কান্ত-অপরাধে কোপ হয় নায়িকার—
সেই বটে **মান**—আছে তিন ভেদ তার ;
লঘু, গুরু, মধ্যম—ত্রিবিধ মান হয় ;
অল্প ক্লেশে হ'লে শান্ত—তারে **লঘু** কয় ;
মধ্যম-ক্লেশে যে শান্ত **মধ্যম** সে হয় ;
অতি-ক্লেশে শান্ত হ'লে তারে **গুরু** কয় ;
কোন মতে যে মানের নহে নিবারণ ;
রসাভাস ব'লে তারে নিন্দে কবি-জন ;
অন্যারে দর্শন-আদি যদি কান্ত করে,
তাহে ঘটে **লঘু-মান** নায়িকা-অন্তরে ;
অপরার নাম কান্ত যদি ভুলে লয়, ‡
তাহে যে **মধ্যম-মান** নায়িকার হয় ;

তাহার প্রিয়তম বলিয়াই সে তাহার এই ধৃষ্টতার উচিত শাস্তি প্রদান করিতে অক্ষম এবং সেই জন্যই সখীর নিকট আক্ষেপ করিয়া বলিতেছে যে, যদিও সহিষ্ণুতা একটি প্রধান গুণ বটে—কিন্তু কোন কোন সময়ে তাহাই দোষের কারণ হইয়া পড়ে ;—এস্থলে নায়িকা সহিষ্ণুতা বশতঃ প্রিয়তমের নিতান্ত অসঙ্গত উক্তির প্রতিবাদ না করাতেই দোষের কারণ হইয়াছে !

‡ নায়িকা কিম্বা তাহার কোন সখী প্রভৃতির নাম লইতে যাইয়া নায়ক ভুলে নায়িকার প্রতিদ্বন্দ্বিনীর নাম লইয়া ফেলিলে, তাহাকে 'গোত্রস্খলন' বলা যায়।

যদ্যপি সম্ভোগ কান্ত করে অন্যা সনে,
তাহে ঘটে **গুরু-মান** নায়িকার মনে ;
কোন মতে যবে কৌতূহল আদি হয়—
নায়িকার লঘু-মান আর নাহি রয় ;
অস্বীকার, শপথাদি উপায়ে তেমন—
নারীর মধ্যম-মান হয় নিবারণ ;
চরণে পতন, ভূষণাদি-দান আর
করে নিবারণ গুরু-মান নায়িকার।

অপর-স্ত্রী-দর্শন-জনিত মান যথা,——

স্বেদ-জলে অঙ্গ তব হয়েছে পিচ্ছিল,—
কৃশোদরি ! কণ্টকিত হয়েছে তেমন,—
অন্যারে হেরিল কান্ত, যদি বা সাজা'ল—
কোথায় তোমার মান রাখিবে চরণ ? §

---

§ এটি লঘু-মানবতী নায়িকার প্রতি তাহার সখীর উক্তি। কোন-রূপে কোন বিষয়ে নায়িকার কৌতূহল কিম্বা তাহার সন্তোষ জন্মাইতে পারিলেই লঘু-মান দূর হয়,—চতুরা সখী ইহা জানিয়াই নায়িকার কৌতুক জন্মাইবার জন্য রসিকতার সহিত বলিতেছে যে,তোমার প্রিয়তমকে দেখিয়া এবং তাহার কথা শুনিয়াই তোমার শরীর স্বেদ-জলে সিক্ত ও কণ্টকিত হইয়াছে ;—এ অবস্থায় সে যদি অন্য কোন নায়িকাকে সানুরাগে দেখিয়া থাকে—কিম্বা যদি তাহার বেশবিন্যাসই বা করিয়া দিয়া থাকে—তাহা হইলেই

গোত্রস্খলনাদি-জনিত মান যথা,—

সপত্নীর নামে প্রিয়ে ! ডেকেছি তোমারে—
ভুল যে তা—যদি তব না হয় ধারণা,
তব নাভি-রোমাবলি-সাপিনী উপরে,
রে'খে হাত করি দিব্য,—তবু কি হবে না ? †

তুমি কি করিবে ? তোমার এই পিচ্ছিল ও কণ্টকিত শরীরে মান আসিয়া কোথায় পা রাখিবে ? বস্তুতঃ বর্ণিতা নায়িকার ন্যায় প্রেমিকার পক্ষে নায়কের এরূপ সামান্য অপরাধে মান করা সাজে না—ইহাই সখীর রসিকতার তাৎপর্য্য। ইহা বেশ বুঝা যাইতেছে যে সখীর এই রসিকতায় নায়িকা হাসিয়া ফেলিলেই তাহার মান ভাঙ্গিয়া যাইবে। "কৃশোদরি !" এই সম্বোধন-পদটির দ্বারা সখী ইহাই বুঝাইতেছে যে, নায়িকার উদরটি কৃশ বলিয়া সেখানেও মানের দাঁড়াইবার স্থল নাই !

† এটি গোত্রস্খলনে মানবতী নায়িকার প্রতি তাহার কান্তের উক্তি। নায়ক বলিতেছে—সে যে নায়িকাকে নাম ধরিয়া ডাকিতে যাইয়া, তাহার সপত্নীর নাম বলিয়া ফেলিয়াছে—ইহা তাহার ভুলমাত্র; বস্তুতঃ ইহা দ্বারা সে যে, নায়িকার সপত্নীকে সর্ব্বদা মনে চিন্তা করে এবং সেই জন্যই উক্ত সপত্নীর নামটী তাহার মুখ হইতে অনিচ্ছা সত্বেও বাহির হইয়া পড়িয়াছে—তাহা নহে। যদি একান্তই নায়িকার সেরূপ ধারণা দূর না হয়, তাহা হইলে অপরাধীদিগের নির্দ্দোষিতা প্রমাণ জন্য—আগুনে হাত দেওয়া, বিষধর কৃষ্ণ-সর্পের উপর হাত রাখা ইত্যাদি নানা উপায় ব্যবহার-শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট থাকায়—নায়ক নায়িকার নাভি-রোমাবলি-রূপ কাল-সাপিনীর উপর হাত রাখিয়া দিব্য করিতে প্রস্তুত আছে। নায়িকা যদি

অপর-স্ত্রী-সম্ভোগ-জনিত মান যথা,—

সপত্নী-চরণ-লাক্ষা-রাগে রক্তাকার
কান্তের ললাট-দেশ করি' দরশন,—
নয়নের প্রান্ত দুটি মৃগ-লোচনার—
শোভিল শ্রবণ-লগ্ন পদ্মরাগ যেন †

সাপিনীর কথা নায়কের রসিকতা মনে করিয়া উড়াইয়া দেয়, তাহা হইলেও নায়ক যে তাহাকে স্পর্শ করিয়া শপথ করিতে উদ্যত হইয়াছে—তাহাতে কোন ভুল নাই; অতএব এ অবস্থায় নায়িকা যে সেই ভ্রান্ত ধারণা পরিত্যাগ করিয়া নায়কের প্রতি হাস্য দ্বারা প্রসন্নতা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিবে না—তাহা বিলক্ষণ বুঝা যাইতেছে। সদৃশ-ভাব বিদ্যাপতিতে যথা;—

"মানিনি করহ সঙ্গাত।
তুয়া হার-সাপিনী লোম-লতাবলি
তা পর ধয়লু হাথ॥"

† স্বেদ-জলে নায়িকার সপত্নীর চরণের অলক্তক-রাগ বিগলিত হইয়া সম্ভোগ-কালে তাহা নায়কের ললাটে সংলগ্ন হওয়ায়ই উহা লোহিত-বর্ণ হইয়াছে—ইহা বুঝিতে পারায় নায়িকার আকর্ণ-বিস্তৃত নয়নের প্রান্ত-দুটি ঘোর রক্ত-বর্ণ হইয়া উঠিল এবং তাহাতে বোধ হইতে লাগিল যেন তাহার শ্রবণে দুটি পদ্মরাগ-মণি সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে। কবি এই উৎপ্রেক্ষা-অলঙ্কার দ্বারা নায়িকার মান যে অত্যন্ত গুরুতর এবং তাহা মনোহর অলঙ্কারাদির প্রদান কিম্বা চরণ-পতন ব্যতীত আর কিছুতেই অপনীত হইবে না—ইহাই বুঝাইতেছেন।

মুগ্ধা-আদি পূর্ব্ব উক্ত ষোল নায়িকার †
প্রত্যেকের আট ভেদ হয় যে আবার ;
প্রোষিতা-ভর্ত্তৃকা আর নায়িকা **খণ্ডিতা,**
কলহান্তরিতা, বিপ্রলব্ধা, উৎকণ্ঠিতা*
তেমনি নায়িকা যেবা **বাসক-সজ্জিকা**§
স্বাধীন-ভর্ত্তৃকা আর যে **অভিসারিকা ;—**
এ **অষ্ট-নায়িকা** অষ্ট অবস্থার বটে ;
মুগ্ধা আদি প্রত্যেকের সেই ভেদ ঘটে ;

স্বীয়া, পরকীয়া ও গণিকা ভেদে অন্য-সম্ভোগ দুঃখিতা, বক্রোক্তি-গর্ব্বিতা ও মানিনী নায়িকার পৃথক্ পৃথক্ উদাহরণ দিতে হইলে গ্রন্থ-কলেবর অত্যন্ত বৰ্দ্ধিত হয় বলিয়া ভানু-কার নায়িকা-নির্ব্বিশেষে অন্য-সম্ভোগ-দুঃখিতা প্রভৃতির এক একটি মাত্র উদাহরণ দেখাইয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন।

† মুগ্ধার ধীরা আদি ভেদ না থাকায় মুগ্ধা একটি ; মধ্যা ও প্রগল্ভার প্রত্যেকের ধীরা-আদি তিন ভেদ ও তাহাদের আবার জ্যেষ্ঠা ও কনিষ্ঠা দুইটি ভেদ বশতঃ সংখ্যা বারটি ; পরস্ত্রী ও কন্যকা-ভেদে পরকীয়ার সংখ্যা দুইটি ও গণিকা একটি—ইহাতেই ষোলটি হইল।

* রসমঞ্জরীর মতে "উৎকা"। অনুবাদে প্রসিদ্ধ বলিয়া সমানার্থক 'উৎকণ্ঠিতা' নামটি ব্যবহৃত হইয়াছে।

§ 'বাসক-সজ্জিকা'—বাসক-সজ্জা নামে প্রসিদ্ধ। মিলের অনুরোধে এস্থলে সমার্থক "বাসক-সজ্জিকা" লিখা হইয়াছে।

হেন মতে নায়িকার সংখ্যা গণনায়—
এক শত আর অষ্টবিংশতিতে যায়;
উত্তম-অধম-মধ্য-ভেদে যে আবার—
প্রত্যেকের তিন ভেদ ঘটে নায়িকার;
হেন মতে সমষ্টির করিলে বিচার;—
তিন শত চৌরাশীটি ভেদ নায়িকার।
দিব্যা আর **অদিব্যা** যে **দিব্যাদিব্যা** আর *
মতান্তরে পুন তিন ভেদ সে সবার;
ইন্দ্রাণী প্রভৃতি **দিব্যা** নায়িকা যে হয়;
মালতী-আদিরে লোকে **অদিব্যা** যে কয়; †
সীতা-আদি তেমনি ত **দিব্যাদিব্যা** হয়;
দিব্যাদিব্যা ভেদ কিন্তু যুক্তি-যুক্ত নয়;

---

* দিব্যা— অর্থাৎ দেব-লোকে উৎপন্না;

অদিব্যা—যে দেবলোকে উৎপন্না নহে; অর্থাৎ মনুষ্যলোকে উৎপন্না।

দিব্যাদিব্যা—(দিব্যা + অদিব্যা) অর্থাৎ যে দিব্যা হইয়াও অদিব্যার স্বভাবযুক্তা। সীতা দেব-পত্নীদিগের ন্যায় অযোনি-সম্ভবা হইয়াও মানুষ-স্বভাব-বিশিষ্টা ছিলেন।

† মালতী ও মাধব—মহাকবি ভবভূতির সুপ্রসিদ্ধ মালতী-মাধব নাটকের প্রধান নায়ক ও নায়িকা।

অবস্থার ভেদে ভেদ মানি নায়িকার,—
জাতি-ভেদে হ'লে ভেদ সংখ্যা কিবা তার ?
নায়কগণেও জাতি-ভেদ দৃষ্ট হয় ;—
ইন্দ্র-আদি নায়কেরে **দিব্য** ব'লে কয় ;
মাধব প্রভৃতি বটে † **অদিব্য** বিদিত
অর্জ্জুন প্রভৃতি **দিব্যাদিব্য** পরিচিত, ‡
নায়িকার হ'লে ভেদ জাতি অনুসারে
নায়কেও সে প্রকার ভেদ হ'তে পারে।
অভিজ্ঞতা নাই বলি মুগ্ধা-নায়িকার
ধীরা-আদি ভেদ নাহি ঘটে যে প্রকার,
তেমনি এ অষ্ট ভেদ তার যোগ্য নয় ;—
তথাপি প্রচীন-মতে সেই ভেদ রয় ;
প্রাচীনগণের প্রতি সম্মান কারণ—
মুগ্ধার সে ভেদ হেথা করিনু গ্রহণ।
দেশান্তরে গেলে প্রিয় সন্তাপে যে রয়,
প্রোষিত-ভর্ত্তৃকা তারে কবি-গণে কয় ;

---

‡ ভানু-কবি সীতাকে "দিব্যাদিব্যা" নায়িকা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন ; কিন্তু রামচন্দ্রকে" দিব্যাদিব্য "নায়ক বলেন নাই—কারণ তিনি ভগবানের অবতার। দেবগণের ঔরসে পৃথিবীতে জাত বলিয়া অর্জ্জুন প্রভৃতি "দিব্যাদিব্য" নায়ক বটে।

উৎকণ্ঠিতা, বিপ্রলব্ধা, কলহান্তরিতা——
যদিও ইহারা বটে মনস্তাপযুতা,
যেহেতু তাদের প্রিয় বিদেশে না রয়,
প্রোষিত-ভর্ত্তৃকা মধ্যে তারা গণ্য নয় ;
প্রোষিত-ভর্ত্তৃকা যেবা—দশাবস্থা তার,
যথাস্থানে কহিব তা করিয়া বিস্তার।

মুগ্ধা প্রোষিত-ভর্ত্তৃকা যথা,—

যদিও বেদনা-ভার বহে বালা অনিবার,
সখীগণে না বলে কখন ;—
শীতল শৈবাল-দলে রচি' শয্যা কুতূহলে
লজ্জা ভাবি' না করে শয়ন ;—
কণ্ঠে গদ-গদ ভাষ হয় বটে পরকাশ,
অশ্রু-বারি না করে মোচন ;—
তাহার যাতনা যত অন্যে তা বুঝিবে কত
শুধু জানে অন্তরে মদন !

মধ্যা প্রোষিত-ভর্ত্তৃকা যথা,—

অঙ্গে সে বসন, করের ভূষণ
রয়েছে ত সে কঙ্কণ,—
নিতম্বে তোমার সে যে চন্দ্রহার,
সকলি ত পুরাতন ;——

এল মধু-কাল কাননে বাচাল
অলি করে গুঞ্জরণ ;
আজি গো তোমার সে সকলি ভার
হ'ল সখি! কী কারণ ? *

প্রগল্‌ভা প্রোষিত ভর্ত্তৃকা যথা ;——

নবাম্বুজ-দল মালা সুকোমল,
কাঞ্চী, মুকুতার হার—
কান্তের গমনে গেল তার সনে
সকলি সু-নয়নার,—
নাড়ী তার কাছে আছে বা না আছে——
করি' বাঞ্ছা জানিবার,
করের কঙ্কণ করিছে গমন
বাহু-মূলে বারম্বার ! †

* এটি বিরহিণী মধ্যা-নায়িকার প্রতি সখীর উক্তি। মধ্যা-নায়িকা লজ্জা ও প্রেম-ভাব তুল্য বলিয়া সে প্রিয়তমের বিদেশ গমনের পরে লজ্জাবশতঃ কিছুকাল পূর্ব্বের মত বসন ভূষণ অঙ্গে ধারণ করিয়াছি কিন্তু বসন্তের আগমনে সে তাহা অসহনীয় বোধ করিয়া পরিত্যা করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করায় সখী ঐরূপ বলিতেছে।

† প্রৌঢ়া নায়িকা লজ্জার অল্পতা বশতঃ তাহার প্রিয়তমের বিরে

পরকীয়া প্রোষিত-ভর্ত্তৃকা যথা,—

শাশুড়ী সোহাগ-ভরে দিলে পদ্ম-দল তারে
ইঙ্গিতে সে করে তা গ্রহণ ;—
পাছে পরশিলে তায় তখনি শুকা'য়ে যায়—
ভয়ে করে না করে ধারণ,—
জিজ্ঞাসে ননদী যবে কিম্বা প্রিয়-সখী সবে
দেয় বটে উত্তর তখন ;—
কিন্তু হুতাশন-প্রায় নিঃশ্বাস দারুণ হায় !
রাখে চে'পে না করে মোচন ! †

গমনের সঙ্গে সঙ্গেই বিরহে যাতনা-দায়ক নবাম্বুজ-মালা, কাঞ্চী, মুক্তাহার প্রভৃতি ভূষণ পরিত্যাগ করিয়াছে ; এবং কেবল সধবার চিহ্ন-স্বরূপ এক গাছ করিয়া কঙ্কণ হাতে রাখিয়াছে ; বিরহে শরীর অত্যন্ত কৃশ হওয়ায় সেই কঙ্কণ হাত উঠাইলেই তাহার বাহু-মূলে গমন করে—ইহাতে কবি বলিতেছেন যে, নায়িকার নাড়ী আছে কি না আছে—তাহা পরীক্ষা করার জন্যই কঙ্কণ বারম্বার বাহুমূলে গমন করিতেছে। বাহুর নিম্ন-ভাগে নাড়ী বিলুপ্ত হইলেও কখন কখন বাহুর উর্দ্ধ ভাগে নাড়ী টের পাওয়া যায়—ইহা চিকিৎসা-শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ বটে। এই কবিতাটি অচেতনে চেতন-ধর্ম্মের আরোপের অতি চমৎকার উদাহরণ।

† বিরহের সন্তাপে নায়িকার কর-তল ও নিঃশ্বাস অগ্নি শিখার ন্যায় উত্তপ্ত হইয়াছে বলিয়াই সে কর-স্পর্শে পদ্ম-দল শুকাইয়া যাওয়ার আশঙ্কায়

গণিকা প্রোষিত-ভর্তৃকা যথা,—

বিরহ-বেদনে প্রেম মোর জে'নে
প্রবাসী সে প্রিয়-জন—
আসিয়া হেথায় মোরে পুনরায়
দিবে বহু রত্ন-ধন ;—
এই ভাবি' মনে গণিকা নয়নে
করি' তৈল নিঃক্ষেপণ—
বসিয়া দুয়ারে অবিরল-ধারে
করে অশ্রু বরষণ ! §

তাহা করে ধারণ করে না ; এবং প্রাণান্তেও নিঃশ্বাস জোরে বাহির হইতে দেয় না।

§ গণিকার প্রেম সাধারণতঃ কৃত্রিম ; কৃত্রিম-প্রেমে প্রকৃত-পক্ষে বিরহ-ক্লেশ হইতে পারে না ;—সুতরাং কবি এই কবিতায় কৃত্রিম প্রিয়-বিরহের বিদ্রূপাত্মক চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। নায়িকার প্রকাশ্য-স্থানে বসিয়া অশ্রু-বর্ষণ করার উদ্দেশ্য এই যে, ঐরূপ করিলে নায়কের কোন মিত্র তাহা দেখিতে পাইয়া বিদেশ-স্থিত নায়ককে তাহা জ্ঞাপন করা সম্ভবপর বটে ;—তাহা হইলে নায়ক নায়িকাকে নিতান্ত অনুরক্তা জানিয়া তাহার উপর অধিকতর আসক্ত হইয়া তাহাকে প্রচুর ধন-রত্নাদি অর্পণ করিবে।

অন্যার সম্ভোগ-চিহ্ন করিয়া ধারণ,
আসে প্রাতে প্রিয় যার—**খণ্ডিতা** সে জন;
'প্রাতে' শব্দ হেথা উপলক্ষণ জানায়;
নাতি-পরবর্ত্তী কাল তাহে যে বুঝায়; †
অস্ফুট-বচন, চিন্তা, খেদ, শ্বাস আর—
মৌন-ভাব, অশ্রু-পাত আদি কার্য্য তার;

মুগ্ধা খণ্ডিতা যথা,—

"হৃদয় উপরে হ'ল কি প্রকারে
কলসীর চিহ্ন হেন?"
সচকিত-চিতে এহেন ভাষিতে
যবে বালা উচাটন—
প্রাণেশ সে কালে কৌতুকের ছলে
ভুলাইতে তার মন—
নিজ করতলে নয়ন-কমলে
করে তার আবরণ!

† অধিক পরবর্ত্তী কালে নায়কের শরীরের সম্ভোগ চিহ্ন অদৃশ্য হইতে পারে, এজন্য 'নাতি-পরবর্ত্তী কাল' বুঝাইতে শাস্ত্রকারগণ 'প্রাতে' শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন।

মধ্যা খণ্ডিতা যথা,—

প্রিয়তম-হৃদি'পরে অন্যা-কুচ চিহ্ন হে'রে
প্রাতে বালা লজ্জার কারণ—
আনত-বদনে রয়, কোন কথা নাহি কয়,
নাহি করে নিঃশ্বাস মোচন ;—
মুখ-প্রক্ষালন তরে কেবল সে বারে বারে
করি' বারি বদনে সিঞ্চন—
তার খেদ-অশ্রু-জলে নয়ন ধোয়ার ছলে
সাবধানে করে প্রক্ষালন !

প্রগল্‌ভা খণ্ডিতা যথা,—

সে মম আনন সপত্নী-চরণ
অলক্ত-রঞ্জিত হে'রে—
আনত-বদনে রহিল সেখানে
যেন চিত্র ভিত্তি' পরে ;
কটু নাহি বলে— নয়নের জলে
বদন না সিক্ত করে,—
মঙ্গল কারণ শুধু দরপণ
প্রাতে মোর কাছে ধরে ! *

---

* এটি কোন অন্তরঙ্গ বন্ধুর প্রতি নায়কের উক্তি। চতুরা নায়িকা অসাধারণ ধৈর্য্য বশতঃ তাহার কান্তকে তাদৃশ অবস্থাপন্ন দেখিয়াও

পরকীয়া খণ্ডিতা যথা,—

প্রিয়-কণ্ঠ' পরে বিষাদ-অন্তরে
কঙ্কণের চিহ্ন হে'রে
পাছে অন্যে শোনে— ভয় করি' মনে
কটু নাহি বলে তারে,—
আসিতে দূতীরে হেরি' কিছু দূরে
তাহার বদন' পরে
সজল নয়ন করিয়া অর্পণ
রহে শুধু সকাতরে !

গণিকা খণ্ডিতা যথা,—

"এ যে তব বক্ষ মাঝে অন্যা-কুচ-চিহ্ন সাজে,
তবে ক্ষমা করি কি কারণ ?—
পূর্ব্বে যাহা দিবে ব'লে অঙ্গীকার করেছিলে
দেও মোরে সে ধন এখন"—

বাহিরে কোন রূপ খেদ প্রকাশ না করিয়া প্রাভাতিক মঙ্গল-আচরণের ছলে তাহার কান্তের মুখের কাছে দর্পণ খানা ধরিতেছে ;—তাহার মনের বিশ্বাস এই যে,—নায়ক দর্পণে নিজের মুখখানার অবস্থা দেখিতে পাইলেই যার-পর-নাই লজ্জিত হইবে।

গণিকা এ কথা ব'লে প্রিয়-কর হ'তে বলে
অঙ্গুরীটি করে করষণ—
ঝঙ্কারে কঙ্কণ তায়, ভেবে ঠিক নাহি পায়—
কি করিবে নায়ক তখন!

অপমান করি' কান্তে অনুতপ্তা হয়—
কলহান্তরিতা তারে কবি-গণে কয়;
ভ্রান্তি, অনুতাপ, মোহ, উষ্ণ-শ্বাস আর,
অঙ্গ-তাপ, প্রলাপাদি বটে কার্য্য তার।

মুগ্ধা কলহান্তরিতা যথা,—

লজ্জার কারণ কান্তেরে তখন
না করে সে অনুনয়;—
সখীগণ মাঝে কাহারো বা কাছে
কোন কথা নাহি কয়;—
মলয়-পবন ক'রে ফুল্ল মন
ধীরে ধীরে যবে বয়—
শুধু নিরজনে সে যে শূন্য-মনে
সারা দিন ব'সে রয়!

মধ্যা কলহান্তরিতা যথা,—

প্রিয়-সখীটিরে না বলিলে পরে
নহে দুঃখ নিবারণ ;—
বলিতে তাহারে— কি যে লজ্জা ধরে !—
নহে বাক্য নিঃসরণ ;—
তাই বারে বারে চাহে বলিবারে
পতি সনে যে ঘটন ;
তখনি লজ্জায় নত-মুখী হায় !
নাহি পূরে আকিঞ্চন !

প্রগল্‌ভা কলহান্তরিতা যথা,—

কেন রে নয়ন ! করিলি ধারণ
রক্তিমা কোপের ভরে ?
কর রে ! কি ব'লে হানিলি কমলে
হেন প্রাণেশের' পরে ?
কেন লো রসনে ! হেন প্রিয়-জনে
বিঁধিলি বচন-শরে ?
বিধি বাম যার হিত কাজ তার
কভু কি করিতে সরে ? *

* এটি অনুতপ্তা প্রগল্‌ভা কলহান্তরিতা নায়িকার নিজের নেত্র, কর ও

পরকীয়া কলহান্তরিতা যথা,—

যার তরে গুরু-জনে লঘু ব'লে গণি মনে,—
না রাখিনু সতীর সম্মান,
ধৈর্য্য—নারী-মূল-ধন,— দিনু তাহে বিসর্জ্জন,
নীতি-সখী করিল পয়ান,—
লজ্জা-তৃণ দিনু ফে'লে,— উত্তরিনু অবহেলে
তটিনী যে ছিল ব্যবধান,—
হেন মোর প্রিয়-জনে তাড়াইনু অভিমানে
কে খণ্ডাবে বিধির বিধান ? †

রসনার প্রতি আক্ষেপোক্তি। কবিতার তাৎপর্য্য এই যে, যেহেতু নায়িকার নেত্র প্রীতি-স্নিগ্ধ দৃষ্টি-পাত দ্বারা নায়কের সন্তোষ না জন্মাইয়া তাহাকে আরক্তিমতা দেখাইয়াছে; যেহেতু নায়িকার কর আলিঙ্গনাদি দ্বারা নায়কের আনন্দোৎপাদন না করিয়া তাহাকে লীলা-কমল দ্বারা আঘাত করিয়াছে; এমন কি, রসগ্রহণ করা যাহার একমাত্র কার্য্য—সেই রসজ্ঞা রসনাও যেহেতু মধুর বচনে নায়কের চিত্তে সুধা-বর্ষণ না করিয়া তাহাকে কটু বাক্যে বিদ্ধ করিয়াছে; এ অবস্থায় এই সিদ্ধান্ত অবশ্য করিতে হইবে যে, বিধাতা যাহার প্রতি বাম—সে কিছুতেই নিজের হিত-জনক কার্য্য করিয়া উঠিতে পারে না।

† এটি কলহান্তরিতা পরকীয়া নায়িকার নিজের প্রতি আক্ষেপোক্তি। চিন্তা করিলে এই কবিতাটির প্রত্যেক পংক্তিরই গভীর ভাবার্থ অনুভূত হইবে।

গণিকা কলহান্তরিতা যথা,—

যেবা মোর পাণি' পরে পদ্ম-চিহ্ন শোভা করে,
গুরু-যুক্ত ভাগ্যের ভবন ;—
যেবা বিধি শুভাক্ষরে আমার ললাট 'পরে
ভাগ্য-লিপি করেছে লিখন ;—
সে সকল সুলক্ষণ ফলাইল যেই জন
কোপে তারে করিনু বর্জ্জন,—
ধিক্ মম আচরণে, ধিক্ ধিক্ সে মদনে,
ধিক্ মম জীবন, যৌবন ! *

সঙ্কেত-ভবনে নাহি হেরি' প্রিয়-জনে
ব্যাকুলা যে **বিপ্রলব্ধা** কহে কবিগণে ;
নিজ প্রতি অনাদর, দীর্ঘ-শ্বাস আর,
সন্তাপ, প্রলাপ, ভয়, সখী-তিরস্কার,
চিন্তা, অশ্রু-পাত আর ভূতলে পতন,
বিপ্রলব্ধা নায়িকার বটে আচরণ।

---

* কর-তলে পদ্ম-চিহ্ন সামুদ্রিক অনুসারে এবং ভাগ্য-স্থানে গুরু অর্থাৎ বৃহস্পতি জ্যোতিষ অনুসারে বিশেষ সৌভাগ্য সূচনা করে।

মুগ্ধা বিপ্রলব্ধা যথা,—

কপট-বচন ব'লে সখীগণ যবে ছলে
শূন্য-কুঞ্জে লইল বালারে—
নাহি হেরি' প্রিয়-জন হয়ে সে যে উচাটন
যে'তে কিম্বা রহিতে না পারে,—
কেবল সে কোপ-ভরে চঞ্চল-নয়নে হেরে
নিকুঞ্জ-ভবন চারি ধারে—
তাহে কিবা শোভা হয় ! যেন ক্ষুণ্ণ ভৃঙ্গ-চয়
ঘুরে ফিরে মণ্ডল-আকারে !

মধ্যা বিপ্রলব্ধা যথা,—

সঙ্কেত-ভবন করি' দরশন
প্রিয়-শূন্য সে তখন—
হইয়া হতাশ ছাড়িল নিঃশ্বাস,
কাঁপে ওষ্ঠ সুশোভন,—
বদনে বচন আধ-নিঃসরণ,
আধ-খোলা দুনয়ন,—
আধ-পরিমাণ ছিল মুখে পাণ,—
রহিল যে, সে তেমন !

প্রগল্‌ভা বিপ্রলব্ধা যথা,—

কুঞ্জের মাঝারে কান্তে নাহি হে'রে—
মদন যে বাম জানি',—
দূতীরে না ভাষে, নাহি বা জিজ্ঞাসে
সখীরে সে সুনয়নী ;—
"হে শম্ভু ! শঙ্কর ! হে চন্দ্র-শেখর !
হে শ্রী-কণ্ঠ ! শূল-পাণি !
শিব ! রক্ষ মোরে" — ব'লে স্মর-হরে
করে শুধু স্তুতি-বাণী। *

---

* এই কবিতার ভাবার্থ এই যে, কান্তের প্রতি অনুরাগের আধিক্য-বশতঃ তাহার অদর্শনে নায়িকা সম্পূর্ণ নিরুপায় হইয়া মনে করিতেছে যে, সখীর দ্বারা সংবাদ পাঠাইয়া তাহার কান্তকে আনার সময় পর্য্যন্ত কন্দর্প তাহাকে জীবিত রাখিবে না ;—তবে যিনি কন্দর্পকে সংহার করিয়াছেন শুধু তিনি কৃপা করিলেই নায়িকাকে রক্ষা করিতে পারেন ;—সুতরাং সে আর কিছু না করিয়া এক-মনে স্মর-হর মহাদেবের স্তুতি করিতেছে ;—"হে শম্ভু! হে শঙ্কর! হে চন্দ্র-শেখর! হে শ্রী-কণ্ঠ! হে শূল-পাণি! হে শিব! আমাকে রক্ষা কর।" এই স্বল্লাক্ষর স্তুতিটি সুগভীর অর্থ-বিশিষ্ট। নায়িকা বলিতেছে—"তুমি শম্ভু অর্থাৎ সুখদাতা ; কেবল তাহাই নহে, তুমি শঙ্কর (শং—মঙ্গল করে যাঁহার) অর্থাৎ তুমি মঙ্গল করে লইয়া আছ এবং তুমি চন্দ্র-শেখর অর্থাৎ সংসারের আনন্দ-দায়ক অমৃত-কিরণ চন্দ্র তোমার শিরোভূষণ—এ অবস্থায় তুমি অবশ্যই আমাকে

• পরকীয়া বিপ্রলব্ধা যথা—

ধৈর্য্য-ভুজঙ্গম-শিরে চরণ অর্পণ ক'রে—
লজ্জা-নদী ক'রে উত্তরণ—
ঘোরতর অন্ধকার এ'ল সে ত হয়ে পার,—
কিন্তু নাহি হেরে প্রিয়-জন ;
গগন ঘেরিয়া ঘন গরজে বারিদ-গণ
মত্ত যম-মহিষ যেমন ;—
হেরি' তায় বিনোদিনী নিতান্ত প্রমাদ গণি'
নেত্র-যুগ করে নিমীলন !

আনন্দ দান করিতে পার। সে কথা যাউক,—তুমি যদি আনন্দও দান না কর, তাহা হইলেও তুমি যে সংসারের দুঃখ-হরণে দীক্ষিত তাহাতে ভুল নাই,—কারণ তুমি শ্রী-কণ্ঠ অর্থাৎ :ত্রিভুবন-বিনাশ-প্রবণ বিষ-ভার কণ্ঠে ধারণ করিয়া তুমি সৃষ্টি রক্ষা করিয়াছ,—অতএব আমার মদন-সন্তাপ দূর করা তোমার কর্ত্তব্য বটে। যদি বল সেই কার্য্যের উপযোগী অস্ত্র কোথায় ? তাই বলি তুমি শূল-পাণি ;—ত্রিশূল দ্বারা মদনকে এ ভাবে বিদ্ধ করিয়া সংহার কর যেন সে আর পুনর্জ্জীবিত হইতে না পারে। যদি বল এরূপ করিতে তোমার নিজের ক্লেশ হইবে ; আমি বলি তাহা হইতেই পারে না—কারণ তুমি শিব অর্থাৎ মঙ্গলময়,—তোমাকে কিছুইতেই কষ্ট দিতে পারে না !

গণিকা বিপ্রলব্ধা যথা—

এ যে বারাঙ্গনা করে প্রবঞ্চনা
সকল বিলাসি-গণে,—
কপট-কথায় ভুলাইয়া তায়
এনেছে চতুর-জনে,—
কৌতুক নেহারি' ধরাধরি করি'
ভৃঙ্গ-নেত্র-সঞ্চালনে—
তাই পুষ্প-ছলে এবে লতা-দলে
হাসে কুঞ্জ-নিকেতনে! *

সঙ্কেতে প্রাণেশ নাহি আসে কি কারণ—
করে চিন্তা যেবা—**উৎকণ্ঠিতা** সেই জন;
যে নারীর প্রিয়তম দূর-দেশে রয়—
প্রোষিত-ভর্ত্তৃকা সে ত উৎকণ্ঠিতা নয়;

---

* যে সকলকে প্রবঞ্চনা করিয়া বেড়ায় তাহাকে প্রবঞ্চিত হইতে দেখিলে অভিজ্ঞ দর্শকগণ হাস্য সংবরণ করিতে পারে না। কুঞ্জ-ভবনের লতাগণ এই বারাঙ্গনার বহু প্রবঞ্চনার কার্য্য প্রত্যক্ষ করিয়াছে সুতরাং অদ্য তাহাকে প্রবঞ্চিত হইতে দেখিয়া স্ত্রী-জাতির স্বভাব-সিদ্ধ কৌতুক-বশতঃ তাহারা পরস্পরকে ধরাধরি করিয়া ভৃঙ্গ-রূপ দৃষ্টি-নিক্ষেপ পূর্ব্বক পুষ্পচ্ছলে হাস্য করিতেছে! কবিতাটির ভাব ও অলঙ্কার উভয়ই চমৎকার!

প্রভেদের বটে এই প্রধান কারণ—
প্রবাসী যে নাহি করে সঙ্কেত কখন ;
অশান্তি, সন্তাপ, অঙ্গ-মোড়ামুড়ি আর ;
অশ্রু-পাত, আত্ম-কথা আদি কার্য্য তার ;—

মুগ্ধা উৎকণ্ঠিতা যথা,—

এখনো প্রাণেশে কুঞ্জে নাহি আসে,—
গেল বুঝি অন্যা-পাশে—
হেন ভাবনায় সরলা সে হায় !
লাজে সখী না সম্ভাষে ;—
নাহি বারে বারে পথ পানে হেরে,—
না ফেলে বা নিশোয়াসে,—
পাণ্ডুর কেবল কপোল-যুগল
বেদনা যে পরকাশে !

মধ্যা উৎকণ্ঠিতা যথা,—

প্রিয় সখী হেলা ক'রে গেল না কি তার তরে ?
ভুজঙ্গেরে পথে সে কি ডরে ?
বলিনু যাব না বনে— প্রাণ-নাথ সে কারণে
রয়েছে কি কোপিত-অন্তরে ?

হেন ভাবনায় তার আসে নেত্রে অশ্রু-ধার
ফেলিতে তা কী যে লাজে ধরে!
কাণে কেয়া-ফুল ছিল,—বলে"রেণু চোখে গেল",—
ফেলে অশ্রু সেই ছল করে!

প্রগল্‌ভা উৎকণ্ঠিতা যথা,—

ভাই! কুঞ্জ-বন! সখি! যূথীগণ!
শোন বন্ধু! সহকার!
জননি! রজনি! শোন মম বাণী,
শোন পিতঃ! অন্ধকার!
মোরে দয়া কর, দাও হে উত্তর
শুধু মোর এ কথার—
জলদ-সুন্দর সে যে দামোদর
এ'ল না কি এই ধার? *

---

* এটি শ্রীরাধার উক্তি। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের শ্রীকৃষ্ণ-জন্মখণ্ডের পঞ্চদশ অধ্যায়ে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক শ্রীরাধাকৃষ্ণের পরিণয়-সম্পাদন বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং লৌকিক দৃষ্টিতে শ্রীরাধা পরকীয়া নায়িকা বলিয়া প্রতীত হইলেও যথার্থ-পক্ষে তিনি স্বীয়া সন্দেহ নাই। এই জন্যই কবি স্বীয়ার অন্তর্গত প্রগল্‌ভা নায়িকার দৃষ্টান্ত স্থলে এখানে শ্রীরাধাকে উৎকণ্ঠিতা রূপে বর্ণন করিয়াছেন। ভ্রাতা যেমন ভগিনীর প্রিয়-কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে— কুঞ্জ-বনও সেইরূপ শ্রীরাধার বাঞ্ছিত প্রিয়-সম্মিলন করাইয়াছে; তজ্জন্যই

পরকীয়া উৎকণ্ঠিতা যথা,—

মেঘ-বারি-ধারে সদা স্নান ক'রে
রহিনু কানন মাঝে ;—
শীতল চন্দন করি' বিলেপন
আরাধিনু মনসিজে ;—

শ্রীরাধা কুঞ্জ-বনকে ভ্রাতা বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন; সখীরা যেমন নানারূপ উদ্দীপনার দ্বারা তাহাদের সখীর প্রতি প্রিয়তমের অনুরাগ বৃদ্ধি করায়, বৃণীগণও সেইরূপ করিয়াছে ;—এজন্য শ্রীরাধা তাহাদিগকে সখী বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন ; বন্ধু বন্ধুর জন্য অম্লান-বদনে বহু ক্লেশ সহ্য করে ;—শ্রীরাধাকৃষ্ণ যখন ক্রীড়ার জন্য সহকারের ডালে দোল্‌না বাঁধিয়া তাহাতে আরোহণ করিয়া আন্দোলন দ্বারা সহকার-তরুর বহু ক্লেশ জন্মাইয়াছেন—তখন সে বন্ধুর ন্যায় সানন্দে তাহা সহ্য করিয়াছে সুতরাং শ্রীরাধা তাহাকে বন্ধু বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন ; জননী যেমন কন্যার গুহ্য কথা সযত্নে গোপন রাখেন, রজনীও তেমনি শ্রীরাধার গুপ্ত অভিসার ইত্যাদি কার্য্য আবরণ করিয়াছে ; তজ্জন্য শ্রীরাধা তাহাকে মাতা বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন ; রজনীর গোপন-কার্য্যের সহায়তা-কারী ও রজনীর সহিত সংযোগ-কারী বলিয়া অন্ধকারকে শ্রীরাধা পিতা সম্বোধন করিতেছেন ; 'দাম অর্থাৎ বন্ধন-রজ্জু উদরে যাহার' এইরূপ বহুব্রীহি-সমাস দ্বারা 'দামোদর' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে ; শ্রীরাধা ইহা দ্বারা এই বুঝাইতে চাহেন যে, যে শ্রীকৃষ্ণ চপলতার জন্য একদা জননী যশোদা কর্তৃক রজ্জু দ্বারা বদ্ধ হইয়াছিল—তাহার সেই চপলতা আজও সম্পূর্ণ দূর হয় নাই—কাজেই তাহার বাক্যে প্রত্যয় করা যাইতে পারে না।

জাগরণ-ব্রতে পোহাইনু রে'তে
দক্ষিণা যে দিনু লাজে ;—
এ হেন সাধনে তবে কি কারণে
নাহি হেরি রস-রাজে ? *

গণিকা উৎকণ্ঠিতা যথা,—

কান্ত কি কারণে নিকুঞ্জ-ভবনে
নাহি এল এতক্ষণ—
বহু-কাল ধ'রে বারাঙ্গনা করে
মনে শুধু আন্দোলন ;—

---

* এটি পরকীয়া নায়িকার উক্তি। নায়িকা প্রিয়-সম্মিলনের জন্য যে সকল ক্লেশ সহ্য করিয়াছে, বন-বাসী তপস্বি-গণের কঠোর তপস্যা ব্যতীত অন্য কিছুর সহিত তাহার দৃষ্টান্ত দেওয়া চলে না। নায়িকা তপস্বি-গণের ন্যায় নিবিড় বনে থাকিয়া, বৃষ্টির ধারায় স্নাত হইয়া, জাগরণ-ব্রত অবলম্বন করিয়া সমস্ত রজনী হৃদয়-দেবতার ধ্যানে অতিবাহিত করিয়াছে,—এবং সেই মানস পূজার দক্ষিণা স্বরূপ তাহার আরাধ্য-দেবতার পদ-তলে নারীর সর্ব্বস্ব লজ্জাকে উৎসর্গ করিয়াছে ;—কিন্তু এরূপ কঠোর সাধনা করিয়াও সে তাহার আরাধ্য দেবতার দর্শন পাইল না—ইহাই তাহার একমাত্র অশান্তির কারণ! এই কবিতাটির ভাব ও বর্ণনা-ভঙ্গী উভয়ই চমৎকার!

ধন-লাভ তরে ছিল আশা ধ'রে—
দিল ফাঁকি প্রিয়-জন—
নয়নে তাহার বহে অশ্রু-ধার,—
কিসে হবে নিবারণ ?

প্রাণেশ আসিবে জানি' হর্ষে যে নায়িকা
সাজায় গৃহাদি—বটে **বাসক-সজ্জিকা** ;
বাসনা, সখীর সনে কৌতুক-বচন,
দূতীরে জিজ্ঞাসা,—নানা সামগ্রী-রচন ;
প্রাণেশের পথ পানে নিরীক্ষণ আর,
বহু কার্য্য বটে বাস-সজ্জা নায়িকার।

মুগ্ধা বাসক-সজ্জা যথা,—

গাঁথে মুক্তা-হার তারার আকার,—
করে কাঞ্চী সংযোজন,—
দীপ যে সাজায়— অধিক না তায়
করে তৈল নিক্ষেপণ,—
মিলনের রে'তে করে হরষিতে
হেন কার্য্য সখী-জন—
রহি' বালা দূরে মুখ বাঁকা ক'রে
হে'সে করে নিরীক্ষণ ! *

* মুগ্ধা নায়িকা লজ্জার আধিক্য বশতঃ নিজে প্রিয়-সম্মিলনের কোন

মধ্যা বাসক-সজ্জা যথা,—

"আমি ভাল গাঁথি" ব'লে, কৌশল প্রকাশ ছলে
পদ্ম-মালা করে বিরচন,—
তামাশা দেখার তরে পদ্ম-মুখী বারে বারে
করে ছলে পথ নিরীক্ষণ ;—
"মোর নব অলঙ্কার হের কিবা ! চমৎকার"—
ব'লে ছলে পরে আভরণ ;—
হেন তার আচরণ ক'রে মনে আলোচন
হাস্য-মুখ হইল মদন ! *

আয়োজন করিতে পারে না,—তাহার সুচতুরা সখীগণ ঐ সকল আয়োজন করিতেছে দেখিয়া সে সলজ্জিত হর্ষে দূর হইতে তাহা নিরীক্ষণ করিতেছে ও মুখ ফিরাইয়া মৃদু-হাস্য গোপন করিতেছে। এটি লজ্জাবতী মুগ্ধা-নায়িকার অপূর্ব্ব স্বভাব-বর্ণনা।

* মধ্যা নায়িকা লজ্জা বশতঃ প্রগল্‌ভা নায়িকার ন্যায় স্পষ্ট-ভাবে কোন কার্য্য না করিয়া, বর্ণিতরূপ কৌশলে নিজের বিলাস-বাসনা চরিতার্থ করিয়া থাকে,—সুতরাং উহার কার্য্যের অভিপ্রায় হঠাৎ বুঝা দুঃসাধ্য ;—এমন কি অন্তরে যাঁহার অবস্থিতি সেই মদনও হঠাৎ মধ্যা নায়িকার মনের প্রকৃত ভাব বুঝিতে পারেন না—তাই অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া নায়িকার গূঢ় চরিত্র নির্ণয় করিয়া—তখন হইতেই সে মদনের প্রভাবের অধীন হইতেছে দেখিয়া মদন সহাস্য-বদন হইলেন,—অথবা নায়িকা তাহার

প্রগল্‌ভা বাসক-সজ্জা যথা,—

আভরণ পরে কেশ-পাশ করে
সুবাসিত সযতনে ;
বেশী করে ধনী সাজা পাণ আনি
রাখে শয্যা-সন্নিধানে,—
বাহিরে ভিতরে যাতায়াত করে,
নিরখে সে পথ পানে,—
অঙ্গের আভায় ভূষণ-ছটায়
আঁধারে যে আলো আনে !

বাসনা যথা,—

আমাদের দুটি দেহ ব'লে
বিরহ যে করে জ্বালাতন,—
উভয়ের এক দেহ হ'লে
না ঘটিত হাস্য, দরশন ! *

প্রিয়-সখীদিগের নিকটেও কিরূপ চতুরতার সহিত প্রকৃত ভাব গোপন রাখিতেছে, ইহা দেখিয়া বিস্ময়ে মদন হাস্য-বদন হইলেন—উভয় অর্থই সঙ্গত।

* এটি নায়িকার উক্তি। নায়িকা একবার মনে বাঞ্ছা করে যে, তাহার ও তাহার প্রিয়তমের এক দেহ হইলে ভাল হইত,—কারণ তাহা

পরকীয়া বাসক-সজ্জা যথা,—

কত ছলে সযতনে শ্বাশুড়ীর নিদ্রা আনে
ছল করে দীপটি নিবায়,—
গৃহ-কপোতের স্বরে ক'রে নাদ বারে বারে
নায়কেরে সঙ্কেত জানায়,—
উল্লাসে যে কিবা তার মুখ-শোভা চমৎকার!
সদা পাশ ফিরে বিছানায়,—
প্রিয়তম মনে ক'রে নায়িকা কমল-করে
আশে-পাশে চকিতে হাতায়!

হইলে বিরহ আর জ্বালাতন করিতে পারিত না; কিন্তু সে আবার ভাবে—যদি তাহাদিগের এক দেহ হইত, তাহা হইলে তাহাদের পরস্পরের মধুর হাস্য ও দৃষ্টি যেরূপ পরস্পরের হৃদয় সুধারসে সিক্ত করে—তাহা কোন রূপেই সম্ভবপর হইত না। কবি বাসক-সজ্জা নায়িকার বাসনা, সখীর সঙ্গে কৌতুক ইত্যাদি নানা আচরণের দৃষ্টান্ত না দেখাইয়া এখানে যে কেবল বাসনা অর্থাৎ মনোরথেরই দৃষ্টান্ত দিয়াছেন—ইহা তেমন সম্ভবপর নহে বিবেচনা করিয়া কোন কোন প্রসিদ্ধ টীকাকার এই কবিতাটি প্রক্ষিপ্ত বলিয়া অনুমান করেন; কিন্তু আমাদিগের দৃষ্ট সকল মুদ্রিত পুস্তকেই শ্লোকটি গৃহীত হইয়াছে এবং শ্লোকটির ভাষা ও ভাব ভানু-কবির অনুপযুক্ত নহে দেখিয়া আমরা ইহা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বর্জ্জন করি নাই।

গণিকা বাসক-সজ্জা যথা,—

সুনীল ওড়না যবে　　টানিবে নাগর,—তবে
চাহিব কাঁচুলী ; সীঁথি চাহিব চুম্বনে ;
যবে সে রভস-ভরে　　দিবে কর পয়োধরে—
চাহিব কনক-কাঞ্চী কটির ভূষণে ;
হেন কত ভে'বে মনে　　সাজাইছে সযতনে
অঙ্গখানি মৃগ-নাভি-মিলিত চন্দনে ;
কান্ত সনে গণিকার　　যবে মিলনের বার—
হেন কিবা আছে যাহে না চাহে সে মনে !

সদা কান্ত করে যার আদেশ পালন—
স্বাধীন-ভর্ত্তৃকা তারে কহে কবিগণ ;—
মদন-উৎসব-যাত্রা, কানন-বিহার,
বাসনা, উল্লাস আর প্রেম-অহঙ্কার,
হেন বহুবিধ তার যত আচরণ—
কান্তের সোহাগ বটে তাহার কারণ !

মুগ্ধা স্বাধীন-ভর্ত্তৃকা যথা,—

নহে মাজা ক্ষীণতর　　নহে গুরু পয়োধর,
নাহি অঙ্গে কান্তির বিকাশ,
নহে শ্রোণী সুপ্রসর　　নহে গতি সুমন্থর,
নাহি নেত্রে কটাক্ষ-বিলাস,

নাহি নৃত্যে নিপুণতা নাহি বাক্যে সে পটুতা,
নহে হাস্যে ইন্দু-পরকাশ,—
প্রাণেশের তবু কেন আমাতেই মজে মন,—
আমা বিনা কেন সে উদাস ?

মধ্যা স্বাধীন-ভর্ত্তৃকা যথা,—

সুরত-বিহারে "না" "না" বলে তারে
যদিও বারণ করি,—
হরিতে বসন ক'রে প্রাণ-পণ
যদি ও তা রাখি ধরি'—
সেই প্রিয়-জন না করে গমন
তবু মোর পাশ ছাড়ি'—
বল সখি ! মোরে কী করি তাহারে
বুঝিতে নাহি যে পারি !

প্রগল্‌ভা স্বাধীন-ভর্ত্তৃকা যথা,—

"কিবা আস্য মনোহর ! কি সুন্দর বিম্বাধর !
ভাষা, হাসি, ভঙ্গী কি শোভন !"—
ধন্যা-নায়িকার পতি বলে হেন কত ভাতি
নিজ-নারী-প্রশংসা-বচন !

প্রাণেশের দৃষ্টি-পথে, কর্ণ-পথে, মনোরথে
অন্য নারী না যায় কখন,—
জানে না সে আমা বিনে, তবে কিসে অন্যা সনে
দিবে সখি! মোরে সে তুলন! *

পরকীয়া স্বাধীন-ভর্তৃকা যথা,—

নিজ-নারী ঘরে ঘরে আনন্দে বিরাজ করে,
রস-রঙ্গে কিবা সে চলন!
কটি-তটে কাঞ্চী তার, কুণ্ডল, কঙ্কণ আর
রুনু-ঝুনু বাজে অনুক্ষণ!

---

* সখী স্বাধীন-ভর্তৃকা প্রগল্‌ভা নায়িকাকে বলিতেছিল—"অন্যান্য নারীদিগের পতিরা সেই নারীদিগের কত প্রশংসা করিয়া থাকে; তোমার স্বামী তোমার সেরূপ প্রশংসা করে না কেন?" তাহাতে সে এই উত্তর করিতেছে। পতিগণ প্রশংসা করে বলিয়া যদিও নায়িকা অন্যান্য নারীদিগকে ভাগ্যবতী বলিতেছে—কিন্তু নায়িকা তাহার প্রিয়তম তাহাকে প্রশংসা না করার যে কারণ নির্দ্দেশ করিতেছে, তাহা অনুধাবন করিলে বুঝা যাইবে, যে নায়িকার প্রিয়তম স্বপ্নেও দর্শনে শ্রবণে কিম্বা মানসে অন্য নারীকে স্থান দেয় না—সে নায়িকার ন্যায় সৌভাগ্যবতী আর কে আছ? বলা বাহুল্য যে, অন্যের সহিত তুলনায় শ্রেষ্ঠতা স্থির না হইলে প্রশংসা করা যায় না; যখন বর্ণিত নায়কের কল্পনাতেও অন্য নারীর মূর্ত্তি আসে না, তখন সে কিরূপে তাহার প্রেয়সীর তুলনায় সমালোচনা করিবে?

তবে কেন উপবনে, পথে, সৌধ-বাতায়নে
সখী মাঝে রহি বা যখন,—
সব খানে আমা' পরে প্রাণেশের দৃষ্টি ঘোরে
বল সখি ! ইথে কী কারণ !

গণিকা স্বাধীন-ভর্ত্তৃকা যথা,—

ঘরে ঘরে আছে নারী, কি সুন্দর শোভা মরি !
নেত্র-ভঙ্গী কিবা সুশোভন !—
অমৃতের সিন্ধু মাঝে নীলোৎপল যেন সাজে,
করে কত রস-উদ্দীপন !
কেন মম দেহ তরে যুবা যে দিবেই মোরে
চিত্ত-হারী বিত্ত-আভরণ—
ভে'বে তাহা নাহি পাই, তাই ত বিস্ময় যাই,
বল সখি ! ইথে কি কারণ !

যে যায় সঙ্কেত-কুঞ্জে, কান্তে বা আনায়—
কহে কবিগণে **অভিসারিকা** তাহায় ;
কাল-অনুরূপ বেশ-ভূষণ ধারণ,
আশঙ্কা, কৌশল আর কপট-বচন ;
সাহস প্রভৃতি বহু কার্য্য দেখা যায়—
অভিসার-কালে পরকীয়া নায়িকায় ;

স্বীয়ার গোপনে কিছু নাহি প্রয়োজন,—
শ্বেত-কৃষ্ণ বেশ তার নাহি সে কারণ ;
যবে স্বীয়া কেলি-কুঞ্জে করে অভিসার—
পূর্ব্ব বেশ-ভূষা নাহি করে পরিহার।

মুগ্ধা অভিসারিকা যথা,—

এ'ল দূতী—সৌদামনী, সহচরী—নিশীথিনী
তব সঙ্গে রবে অনুক্ষণ,—
দৈবজ্ঞ যে জলধর যাত্রা-লগ্ন শুভকর
গাঢ়-স্বরে করিছে ঘোষণ ;—
ঝিঁঝির ঝঙ্কার ছলে, নিবিড় তিমির-দলে
উচ্চারিছে মঙ্গল-বচন ;—
না কর বিলম্ব, চল, অভিসার কাল হ'ল
কর সখি ! লজ্জা বিমোচন ! *

---

* এটি লজ্জাবতী মুগ্ধা অভিসারিকার প্রতি সখীর উক্তি। দূতী যেরূপ নায়িকাকে পথ দেখাইয়া লইয়া যায়, সৌদামিনী অর্থাৎ বিদ্যুৎও সেইরূপ নিজের দ্যুতি দ্বারা নায়িকাকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবে বলিয়া সখী তাহাকে দূতী বলিয়া বর্ণনা করিতেছে। "সৌদামিনী চঞ্চলা, ক্ষণকাল থাকিয়াই এক এক বার অন্তর্হিত হয়, এরূপ সঙ্গিনীর সহিত কেমন করিয়া যাইব ?" যদি নায়িকা এ কথা বলে, তজ্জন্তই সখী বলিতেছে যে, সহচরী রজনী সর্ব্বদাই নায়িকার সঙ্গে সঙ্গে থাকিবে। তাহা হইলেও অবশ্য যাত্রার শুভ-লগ্ন চাই।

মধ্যা অভিসারিকা যথা,—

পথে বিষধর আছে বহুতর
তাহে না পাইলে ডর,—
মম আলিঙ্গনে কেন সুনয়নে
কাঁপে তব কলেবর ?
মেঘ গরজন করিছে ভীষণ ;—
নাহি তাহে ভাবান্তর ;—
মোর এ বচনে কর কী কারণে
বাঁকা মুখ-সুধাকর ? *

দৈবজ্ঞ অর্থাৎ জ্যোতিষী জলধর যাত্রার শুভ-লগ্ন ঘোষণা করিতেছে ; দৈবজ্ঞের বাক্য লঙ্ঘন করা কর্ত্তব্য নহে। যাত্রার শুভক্ষণ মিলিলেও যাত্রা-সময়ে শাকুন-শাস্ত্রোক্ত শুভ-লক্ষণের জন্য প্রতীক্ষা করা সঙ্গত ; তজ্জন্যই সখী বলিতেছে যে, সচেতন সখীদিগের কথা কি বলিব ? অচেতন যে তিমিরগণ তাহারাও ঝিঁ ঝির শব্দে যাত্রা-কালের মঙ্গল-বচন উচ্চারণ করিতেছে ; অতএব এখন আর অভিসারে বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নহে ;—ইহাই এই কবিতার ভাবার্থ।

* এটি সঙ্কেত-কুঞ্জে মধ্যা-অভিসারিকার প্রতি তাহার কান্তের উক্তি।

প্রগল্‌ভা অভিসারিকা যথা,—

কুচ-যুগ-ভারে যেন ভেঙ্গে পড়ে
অঙ্গ এ যে অবলার ;—
পল্লব-কোমল চরণ-যুগল
আহা কিবা চমৎকার !
বল কি প্রকারে আসিতে সে পারে
নিশি-নিশি অনিবার—
যদি মনোরথ যেন পুষ্প-রথ
বাহন না হবে তার ! †

পরকীয়া অভিসারিকা যথা,—

রভস-অন্তরে কানন ভিতরে
করে যেবা অভিসার—
সখি ! বারি-ধর হ'য়ে দিবাকর
করে আলো পথে তার ;

---

† এটি সঙ্কেত-কুঞ্জে নায়কের প্রতি অভিসারিকা-নায়িকার সখীর উক্তি। পুষ্প-রথ আরোহীর ইচ্ছা-মাত্রেই তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে অভীষ্ট স্থানে লইয়া যায়। নায়িকার মনোরথ অর্থাৎ বাসনাও সেইরূপ গমন-শক্তির যথেষ্ট অভাব থাকা সত্ত্বেও তাহাকে দুর্গম কাননে লইয়া গিয়াছে। ইহা দ্বারা নায়িকার প্রেমাতিশয্য প্রকাশ করাই সখীর অভিপ্রায়।

রাতি—দিবা তার ; তেমনি আঁধার—
বটে আলো চমৎকার ;
কানন—ভবন ; কুপথ তেমন—
পথ বটে পরিস্কার ! †

জ্যোৎস্নাভিসারিকা যথা,—

চন্দ্রমা-কিরণ ছাইলে ভুবন,
লেপি’ অঙ্গে সুচন্দন,—
হাসি-রাশি পথে ছড়া’তে ছড়া’তে
চলে যেবা নারী-জন ;—
তাহার অন্তরে বিঁধিবার তরে
পুষ্প-শর যে তখন
কুন্দ-ফুল বাণে সাজায় যতনে ;—
শুভ্রে শুভ্র সংযোজন !

---

† অন্ধকার রজনীতে অভিসারোদ্যতা পরকীয়া-নায়িকাকে তাহার সখী পথের ভয় দেখাইয়া নিরস্ত করিতে চাহিলে, এটি সেই সখীর প্রতি নায়িকার উক্তি। বর্ষণোন্মুখ মেঘ বিদ্যুৎ প্রকাশ দ্বারা নায়িকাকে পথ প্রদর্শন করে বলিয়া সে তাহাকেই দিবাকর মনে করিতেছে। বস্তুতঃ গোপনের আবশ্যকতা বশতঃ পরকীয়ার পক্ষে দিনকরের আলোক, দিবা-ভাগ, নিজ-গৃহ ও প্রশস্ত পথ, অভিসারের অনুকূল না হইয়া প্রতিকূল এবং উহাদিগের বিপরীত-গুণ-বিশিষ্ট মেঘান্ধকার, নিশাকাল, কানন ও দুর্গম পথই অনুকূল বটে।

তিমিরাভিসারিকা যথা,—

নিবিড় তিমিরে　　রঙ্গে পথ হে'রে,
চলে যেবা নারী বনে—
কুমুদ-কমল　　তুলনার স্থল
নহে তার নেত্র সনে ;—
রবি-শশি-করে　　শোভে সরোবরে
কমল-কুমুদ-গণে,—
কেবল তিমিরে　　অতি শোভা ধরে
অসতীর　দু-নয়নে !

দিবাভিসারিকা যথা,—

গ্রাম-পতি ধনি-জন　　করিয়াছে নিমন্ত্রণ
পর্ব্ব-দিনে প্রতিবাসিগণে—
তাহে যত গৃহ-জন　　হ'য়ে উল্লাসিত-মন
গেল চলে তাহার ভবনে ;
প্রেমিক-প্রেমিকা দোঁহে　ছল ক'রে পাছে রহে,
ফোটে হাসি দোঁহার বদনে—
যে'য়ে দোঁহে অন্ত-পুরে　　রোমাঞ্চিত-কলেবরে
রহে কিবা কণ্ঠ-আলিঙ্গনে ! *

---

* অভিসারিকার লক্ষণ-স্থলে ভানু-কবি বলিয়াছেন "স্বীয়ার গোপনে

গণিকা অভিসারিকা যথা,—

ওড়নার কি বাহার! কটিতে কিঙ্কিণী তার,—
রুনু-ঝুনু দিছে কি ঝঙ্কার!
বিচিত্র কাঁচুলি মাঝে গতি-কম্পে কিবা সাজে
পীন, উচ কুচ-কুম্ভ তার!
নে'চে নে'চে যেন যায়— কাঞ্চন-ভূষণ তায়
ছড়াইছে জ্যোতি চমৎকার;—
কেবা সেই ধনী-জনা যার তরে বারাঙ্গনা
কেলি-কুঞ্জে করে অভিসার!

মুগ্ধার চরিতে লজ্জা হয় যে প্রধান;
মধ্যার প্রণয়, লজ্জা দুই ত সমান;

কিছু নাহি প্রয়োজন,—শ্বেত-কৃষ্ণ বেশ তার নাহি সে কারণ;" সুতরাং তিনি জ্যোৎস্নাভিসারিকা, তিমিরাভিসারিকা ও দিবাভিসারিকার যে দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহার নায়িকা পরকীয়া বলিয়াই বুঝিতে হইবে। তিমিরাভিসারিকার উদাহরণে কবি নায়িকাকে স্পষ্টাক্ষরে "স্বৈরিণী" অর্থাৎ ব্যভিচারিণী বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। কবি দিবাভিসারের দৃষ্টান্তে অন্তঃপুরকে সঙ্কেত-স্থল রূপে বর্ণিত করিয়াছেন দেখিয়া আপাততঃ এই দিবাভিসারিকাকে স্বীয়া-নায়িকা বলিয়া ভ্রম হইতে পারে; কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। বর্ণিত অবস্থায় অন্তঃপুরেও স্বৈরিণীর উপপতির সহিত সম্মিলন হইতে পারে, ইহা দেখাইবার জন্যই কবি এই কৌশল-পূর্ণ দিবাভিসারের বর্ণনা করিয়াছেন।

প্রগল্‌ভার নাহি লজ্জা কিম্বা সঙ্গোপন ;
ধীরা-নায়িকার ধৈর্য্য—প্রধান লক্ষণ ;
অধৈর্য্য প্রকাশ পায় কার্য্যে অধীরার ;
ধৈর্য্যাধৈর্য্য বটে ধীরাধীরা নায়িকার ;
কান্তের অধিক প্রেম জ্যেষ্ঠা নায়িকায় ;
কনিষ্ঠায় অল্প প্রেম তার দেখা যায় ;
পরস্ত্রীর সঙ্গোপন প্রধান লক্ষণ ;
মুগ্ধার সমান কন্যা করে আচরণ ;
গণিকার ধন-আশা সদা মনে রয় ;
অষ্ট-নায়িকার হেন স্থূল ভেদ হয়।

"চলেছে কঙ্কণগণ চলিতেছে অনুক্ষণ
প্রিয়-সখা—অশ্রু-জল-ধার ;
ধৈরজ না রহে আর, হ'ল চিত্ত আগুসার,—
তার তুল্য বেগ আছে কার ?
যবে মোর প্রিয়-জন যাইবারে করে মন,
সঙ্গে চলে সবে যে তাহার—
ওহে প্রাণ! যদি যাবে কান্ত-সখা-সঙ্গ তবে
কি কারণে কর পরিহার ?" *

---

* এই কবিতাটি কবি সংস্কৃত সাহিত্য-ভাণ্ডারের অমূল্য রত্ন "অমরু-শতক" নামক সুপ্রসিদ্ধ কাব্য হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

ইত্যাদি প্রাচীন-গ্রন্থে হয়েছে বর্ণিত,—
অষ্ট-ভেদ-ছাড়া অন্য নায়িকা-চরিত ;
তাহে যার কান্ত যাবে প্রবাসে অচিরে—
নবমী নায়িকা ব'লে মানিতেছি তারে ;
প্রোষ্যৎ-পতিকা নামে তার পরিচয় ;—
অষ্ট-নারী হ'তে সে যে অতিরিক্ত হয় ;—
প্রোষিত-ভর্তৃকা, বিপ্রলব্ধা, উৎকা* আর
নহে সে ত,—পতি যাহে নিকটে তাহার ;
নহে কলহান্তরিতা,—নাহি যে বিবাদ ;
না তাড়া'ল কান্তে সে বা দিয়ে পরিবাদ ;
নহে সে খণ্ডিতা,—নাহি এল প্রিয়জন,
অন্যার সম্ভোগ-চিহ্ন করিয়া ধারণ ;
খণ্ডিতার মত কোপ ইহার ত নয়,—
মিনতি, কাতর দৃষ্টি—প্রেম-পরিচয় ;

নায়ক-নায়িকার মধুর-রসাত্মক অপূর্ব্ব অবস্থা-বর্ণনে অমরু-কবি সংস্কৃত সাহিত্যে অদ্বিতীয়। তাঁহার রচিত শত-শ্লোকাত্মক এক খানা কোষ-কাব্য ব্যতীত আর কোন গ্রন্থই বর্ত্তমান নাই ;—কিন্তু তাঁহার সেই শতক খানা কোষ-কাব্যের শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছে। অমরুর অমর শ্লোকাবলি যাহাতে দৃষ্টান্ত স্বরূপে বহুল-পরিমাণে উদ্ধৃত না হইয়াছে—সংস্কৃতের অসংখ্য অলঙ্কার-গ্রন্থের মধ্যে সেইরূপ গ্রন্থ নিতান্ত বিরল।

* উৎকা—অর্থাৎ উৎকণ্ঠিতা নায়িকা।

নহে সে বাসক-সজ্জা—সঙ্কেত না রয়,
সাজ-সজ্জা, প্রফুল্লতা লক্ষিত না হয়;
স্বাধীন-ভর্ত্তৃকা বলি নাহি গণি তারে,—
যেহেতু বিরহ তার ঘটিবে অচিরে ;
স্বাধীন-ভর্ত্তৃকা-কান্ত-বিরহ কখন—
কবিগণ কাব্যে নাহি করে বরর্ণন ;
কভু কান্ত চাহে যদি যে'তে দেশান্তরে,
স্বাধীন-ভর্ত্তৃকা রাখে নিবারণ ক'রে ;
যদি কান্ত নাহি মানে তার সে বারণ—
স্বাধীন-ভর্ত্তৃকা তারে বলি কি কারণ ?
এস্থলে সেরূপ ভাব না আছে কিঞ্চিৎ,—
কান্তের বিদেশ-যাত্রা যাহে সুনিশ্চিত ;
কান্ত সঙ্গে মনোরঙ্গে কানন-বিহার,
মদন-উৎসব আদি যত কার্য্য আর
স্বাধীন-ভর্ত্তৃকা নায়িকায় দৃষ্ট হয়,—
ইহার যে খেদ, অশ্রু, নিঃশ্বাস-উদয় ;
নহে অভিসারিকা সে,—নাহি অভিসার,—
উল্লাসের স্থলে হেরি মনস্তাপ তার ;
প্রোষ্যৎ-পতিকা তাই স্বতন্ত্র যে হয়,
সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ না রয় ; *

* প্রাচীন রস-শাস্ত্রকারগণের গ্রন্থে প্রোষিত-ভর্ত্তৃকা প্রভৃতি

অচিরে প্রবাসে যাবে যার প্রিয়-জন
প্রোষ্যৎ-পতিকা সেই, তার এ লক্ষণ
মিনতি, কাতর-দৃষ্টি, কান্ত-নিবারণ,
খেদ, শ্বাস, মূর্চ্ছা-আদি তার আচরণ ;

মুগ্ধা প্রোষ্যৎপতিকা যথা,—

যবে প্রাণেশ্বর গদ-গদ-স্বর
প্রবাস-বিদায় চায়—
রহে কৃশোদরী মুখ নত করি ;—
বাক্য নাহি সরে হায় !
সঙ্গিনী তখন পশি কুঞ্জবন,
রহি লুকাইয়া তায়—
মত্ত-পিক হেন ক'রে যে কূজন
বসন্ত এ'ল জানায় ! *

অষ্ট-বিধ নায়িকারই উল্লেখ দেখা যায় ;—কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে ভানু-কবির প্রদর্শিত যুক্তি-মূলে প্রোষ্যৎ-পতিকা নাম্নী নায়িকাও স্বীকার করা সঙ্গত—এই অভিনব ও মৌলিকতা-পূর্ণ মত স্থাপন করার উদ্দেশ্যেই এস্থলে ভানু-কবি অষ্ট-নায়িকার লক্ষণাদি বিস্তৃতরূপে আলোচনা করিয়াছেন।

* বসন্তকালেই কোকিলগণ মত্ত হইয়া কূজন করে ; সুতরাং কোকিলের কূজন শুনিয়া নায়ক বসন্তাগম বুঝিতে পারিয়া—বসন্ত-কাল বিরহীদিগের পক্ষে নিতান্ত দুঃসহ বলিয়া প্রবাস গমনের ইচ্ছা পরিত্যাগ

মধ্যা প্রোষ্যৎ-পতিকা যথা,—

"যাই গো প্রবাসে"— প্রিয়তমা পাশে
প্রাণ-নাথ যেই বলে,—
ধনী মূর্চ্ছা-বশে না ছাড়ে নিঃশ্বাসে
অশ্রু-বিন্দু নাহি ফেলে;
আলুলিত তার এ'সে কেশ-ভার
পড়েছে ললাট-তলে,—
বিধির লিখন পড়িবারে যেন
গেছে সেথা দলে দলে!

প্রৌঢ়া প্রোষ্যৎ-পতিকা যথা,—

তনু-ত্যাগ যদি করে তথাপি যে নাহি ছাড়ে
বিরহ-সন্তাপ অঙ্গনায়;—
তাই কৃষ্ণ! কর-যোড়ে জিজ্ঞাসি হে! দয়া ক'রে
দাও সত্য উত্তর আমায়—

করা সম্ভবপর বিবেচনা করিয়াই নায়িকার সখী কৃত্রিম কোকিল-কূজনকে নায়ককে প্রতারিত করিতেছে।

জল, পুষ্প সচন্দন মৃত তরে সমর্পণ
করে যাহা বান্ধব-জনায়—
বিষ হেন যথা এবে পর-লোকেও কি হবে
অসহ্য তা—যেমত হেথায় ? *

পরকীয়া প্রোষ্যৎ-পতিকা যথা,—

ভুজঙ্গের ফণা 'পরে দিনু পদ অকাতরে
তেজিনু ভকতি গুরু-জনে,
কুলবতী-ব্রত ছে'ড়ে কি অকার্য্য তব তরে
না করিনু—ভে'বে দেখ মনে ;
তার শাস্তি পে'তে হবে— প্রবাসে চলেছ এবে
জ্বলে অঙ্গ নরক-দহনে !
নয়নে যাতনা যত রৌরবে কি ঘটে তত ?
কুম্ভী-পাক-যাতনা পরাণে !

---

* মথুরায় গমনোদ্যত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ইহা কোন প্রেমিকা ব্রজাঙ্গনার উক্তি। তনুত্যাগ করিলে যদি শ্রীকৃষ্ণের বিরহ-যাতনা হইতে অব্যাহতি পাওয়া যাইত, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের ভাবি-বিরহ-কাতরা ব্রজাঙ্গনাদিগের আর কোন দুঃখের কারণ ছিল না,—তাহারা তনু-ত্যাগ করিয়াই সকল যাতনা হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারিত ;—কিন্তু তাহারা তনুত্যাগ করিতে উদ্যত হওয়া সত্ত্বেও যে তাহাদিগের বিরহ-জ্বালা উপশমিত হইতেছে না ইহাতেই তাহাদিগের মনে সন্দেহ হইতেছে যে, তাহারা তনু-ত্যাগ করিলে

গণিকা প্রোষ্যৎ-পতিকা যথা,—

"কঙ্কণের তরে দাও ধন মোরে—
তুমি ত যাবে হে চ'লে,—
শিথিল কঙ্কণ খসিবে যখন,
নিবারিব, অমঙ্গলে ;" —
ছলে হেন ব'লে বদন-কমলে
ভাসা'য়ে নয়ন-জলে—
প্রিয়-কর-যুগে মনের আবেগে
গণিকা ধরিছে বলে ! *

তাহাদিগের বন্ধুবর্গ তাহাদিগের আত্মার উদ্দেশ্যে যে জল ও সচন্দন পুষ্পাদি উৎসর্গ করিবে, তাহা বর্ত্তমান সময়ে তাহাদিগকে যেরূপ বিষের ন্যায় জ্বালাতন করিতেছে, হয় ত পরলোকেও সেইরূপ জ্বালাতন করিতে পারে ; তাহা হইলে ত মরিয়াও শান্তি নাই !—তাই, ত্রিকাল-দর্শী শ্রীকৃষ্ণের নিকট তাহাদিগের এই জিজ্ঞাসা !

* গণিকা উক্ত বাক্য দ্বারা ইহাই বুঝাইতে চাহিতেছে যে, নায়কের বিরহে তাহার পক্ষে নানা আভরণ ধারণ করা অসম্ভব ; সে কেবল নায়কের অমঙ্গলের আশঙ্কায় হাতে এক-গাছা কঙ্কণ সধবার চিহ্ণ-স্বরূপ ধারণ করিবে,— কিন্তু নায়কের বিরহানলে তাহার দেহ ক্ষীণ হইলে সেই কঙ্কণটিও নিশ্চিতই খসিয়া পড়িবে,—তখন আর এক-গাছা কঙ্কণ পরিমাণ মত গড়াইয়া লইয়া নায়কের অমঙ্গল নিবারণ করিতে হইবে ; তজ্জন্য

প্রাণেশ যদিও কভু অহিত আচরে,—
সে যে করে হিত—জে'নো **উত্তমা** তাহারে;
উত্তমা নায়িকা যেবা তার আচরণ—
সতত উত্তম বটে—কহি বিবরণ;

উত্তমা নায়িকা যথা,—

কুচ-রাগে অপরার রঞ্জিত উরস যার—
এল কান্ত বিছানার ধারে,—
তবু ধনী প্রেম-বশে বচন-অমৃত-রসে
সযতনে তুষিল তাহারে;
তেমনি সে সুশোভন চারু-হাস্য-সুচন্দন
বরষিল কান্তের উপরে;
আরো সে যে কুতূহলে দৃষ্টি-নীলোৎপল-দলে
যতনে সাজা'ল প্রাণেশেরে!
প্রাণেশ করিলে হিত, যেবা হিত করে,—
অহিত করিলে, যেবা অহিত আচরে,
মধ্যমা নায়িকা তারে কবিগণে কয়,—
কান্ত-কার্য্য-অনুযায়ী তার কার্য্য হয়;

ধনের আবশ্যক;—তাই সে ধনের জন্য অমন পীড়াপীড়ি করিতেছে,-নতুবা তাহার নিজের জন্য ধনের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই!

মধ্যমা নায়িকা যথা,—

অপরাধী কান্ত শু'য়ে প্রেয়সারে না তুষিয়ে,
যবে তার কাঁচুলীতে ধরে,—
গ্রীবাটি বঙ্কিম ক'রে তখন সে কোপ-ভরে
খর-দৃষ্টি-শরে বিঁধে তারে;
কান্তের মিনতি শু'নে সুমধুর সম্ভাষণে
হে'সে ধনী তোষে প্রাণে-'রে,—
প্রেম-কল্প-লতিকায় বিলাইয়া দেয় তায়,
যেবা বাঞ্ছা সব তাহে পূরে!
হিত করিলেও কান্ত অহিত যে করে,
অধমা নায়িকা বলে কবি-গণ তারে;
বিনা দোষে রুষ্ট ব'লে **চণ্ডী** তারে কয়,
তার আচরণ অতি নিন্দনীয় হয়;

অধমা নায়িকা যথা,—

যে তব ভ্রমণ-কালে মুখ-পদ্মে পদ্ম-দলে
ছায়া ক'রে পাছে পাছে চলে,—
তব পদ-সুখ তরে যেবা পথ সিক্ত করে
সুশীতল চন্দনের জলে,—

হেন প্রিয়তম 'পরে অকারণে বারে বারে
কোপ-দৃষ্টি কর গো কি ব'লে ?
ঘোরে কিবা দুনয়ন লোহিত পঙ্কজ যেন
প'ড়ে পাকে প্রবাল-সলিলে ! *

উত্তমাদি ভেদে স্বীয়া-আদি নায়িকার—
দৃষ্টান্ত রচিলে হয় গ্রন্থের বিস্তার,—
সে কারণে সংক্ষেপে করিনু বরণন ;—
এবে কহি নায়িকার সখীর লক্ষণ ;—
নায়িকার বিশ্বাস যে ক'রে উৎপাদন,
সঙ্গে থে'কে তোষে তারে **সখী** সেই জন ;
নায়িকার প্রসাধন, † মধুর র্ভৎসন,
শিক্ষা পরিহাস-আদি সখী-আচরণ ;

* ইহা অকারণ-কুপিতা চণ্ডী নায়িকার প্রতি সখীর উক্তি। অপ্রিয় সত্য কথায় লোকে সন্তুষ্ট হয় না—তজ্জন্য সুচতুরা সখী নায়িকার দোষ-কীর্ত্তন করিতে যাইয়াও তাহার কোপ-দৃষ্টির চমৎকার সৌন্দর্য্যের বর্ণনা দ্বারা নায়িকার সন্তোষ-সাধন করিয়া নিজের কার্য্য-পটুতার পরিচয় দিয়াছে।

† প্রসাধন—বেশ-ভূষা বিরচন।

প্রসাধন যথা,—

সুন্দরীর কুচ-হেম-গিরি-তট ’পরে
নিরজনে বসি’ সখী পত্রাবলী-ছলে
রোমাঞ্চিত কান্ত-কর চিত্র যবে করে,
পদ্ম-মুখী সখীরে যে হানে পদ্ম-দলে !

মধুর র্ভৎসন যথা,—

জলধর-গণ কাঁপায়ে গগন
করে ঘন গরজন,
মূষলের ধারে ভাসা’য়ে সংসারে
করে বৃষ্টি বরষণ ;
প্রেমময়ী সখী এ বিপদ দেখি’
হয়েছে আকুল-মন,
তুমি যে এমন হ’লে হে কঠিন
নাহি বুঝি কী কারণ !

শিক্ষা যথা,—

আনন্দিত-মনে যাবে কুঞ্জ-বনে—
যাও শ্যাম-দরশনে,—
কিন্তু সাবধান ! মম এ বচন
ভে’বে সখি ! দে’খো মনে,—

মধুকর-দল করি' কোলাহল
দিবসে বেড়ায় বনে,
রে'তে চঞ্চু খু'লে চকোর সকলে
ফিরে সুধা-অন্বেষণে!

পরিহাস যথা,—

"গৃহ-ভিত্তি 'পরে শোভে চিত্রাকারে,—
এ যে দশ-অবতার,—
সপ্তম তা মাঝে সখি! কেবা সাজে,
বল, চিত্র এ কাহার?"

সখীর বচন করিয়া শ্রবণ
সীতা কী কহিবে আর?
সে বিধু-বদনে হাসির কিরণে
ফুটিছে উত্তর তার!

সখী যথা নায়িকারে পরিহাস করে
কান্তও যে সেইমত করে রস-ভরে;

নায়কের পরিহাস যথা,—

"ভ্রূ-ভঙ্গীতে সখী-গণে আদেশিছ, এবে কেনে
বাক্য না করিছ উচ্চারণ ?"
যবে পরিহাস করি' জিজ্ঞাসে রাধারে হরি,
করে সে ত আনত বদন ;
তার চারু বিম্বাধর রদ-ক্ষতে জর-জর,
সঞ্চালনে দেয় যে বেদন,—
নট-বর-শিরোমণি ভাল মতে তাহা জানি
কৌশলে তা করে প্রকটন !

কান্ত যথা নায়িকারে পরিহাস করে,
নায়িকাও সেইরূপ করে প্রাণেশেরে ;

নায়িকার পরিহাস যথা,—

"জলে কিসে দিব্য হয় ? গঙ্গা তব শিরে রয় ;
অগ্নি ল'য়ে দিব্য কিসে চলে ?
তব ভালে অগ্নি আছে ; সর্প-দিব্য কিসে সাজে ?
কত সর্প অঙ্গে তব ঝুলে ;

তব দিব্য না মানিব,— মণি-হার কে'ড়ে ল'ব,

হে'রেছ তা আজি বাজি খে'লে,—

পাষাণ-নন্দিনী হে'সে যবে হেন-মতে ভাষে,

হৃষ্ট শম্ভু পালুন সকলে! *

দৌত্য-কার্য্যে নিপুণা যে তারে **দূতী** কয়,

সঙ্ঘটন, সংবাদাদি তার কার্য্য হয়;

সঙ্ঘটন যথা,—

এ'ল বিভাবরী,—ছায় তিমিরে ভুবন,

মনসিজ হৃষ্ট অতি হেরি' সু-সময়,—

সখি! সে প্রতিজ্ঞা নাহি হও বিস্মরণ,—

তার 'পরে চিত্ত এবে কর গো সদয়!

---

* নায়ক ও নায়িকা যখন উভয়ে বাজি ধরিয়া খেলে, তখন কপটতা অবলম্বন না করিলে নায়িকার প্রায়ই পরাজয় হয়। নায়িকা জয় লাভ করিতে না পারিলে, সে গর্ব্বোৎফুল্ল হইয়া নায়কের প্রীতিকর নানা-রূপ চাপল্য ও হাব-ভাব প্রকাশ করিতে পারে না বলিয়া কাম-সূত্র-কার বাৎস্যায়ন এইরূপ ক্রীড়া-স্থলে নায়িকাদিগকে কপটতা অবলম্বনের উপদেশ দিয়াছেন। অশিক্ষিত-পটু-নায়িকাগণ স্বভাবতই এরূপ স্থলে কপটতা অবলম্বন করিয়া থাকে; অতএব নায়িকা-শিরোমণি পার্ব্বতীও কপট-ক্রীড়ায় জয়লাভ করিয়া মহাদেবের যে মণি-হার বাজি রাখা হইয়াছিল, তাহা পাওয়ার দাবী করিলে, মহাদেব আপত্তি করিয়া—"আমি দিব্য করিয়া

সংবাদ যথা,—

চন্দ্র-মুখী সে সুন্দরী— বিধি দীপ-শিখা করি'
তারে ভবে করিলা সৃজন,—
নিদারুণ দৈব-বশে চরম-দশার * শেষে
উপনীত হ'ল সে এখন,—
ভূমে শির নত করি' তাই এবে বলি হরি!
কর তাহে স্নেহ-বরষণ, †
নহিলে কী কব আর,— নির্ব্বাণ § হইলে তার
অন্ধকার হবে ত্রি-ভুবন!

বলিতে পারি—তুমিই খেলায় হারিয়াছ” এইরূপ বলিলে, পার্ব্বতী বণিত-রূপ পরিহাস-মূলক চাপল্য প্রকাশে প্রিয়তমের হর্ষ উৎপাদন করিতেছেন! কবি এই অপূর্ব্ব রহস্য-চিত্র অঙ্কিত করিয়া মঙ্গলাচরণ-ছলে পাঠক-বর্গের হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছেন।

* চরম-দশা—(নায়িকা-পক্ষে) বিরহের অন্তিম অবস্থা; (দীপ-শিখা পক্ষে) শেষ দশা অর্থাৎ অবশিষ্ট শলিতা। এই সংস্কৃত 'দশা' শব্দ হইতেই পূর্ব্ব-বঙ্গ প্রভৃতি স্থানের প্রচলিত 'দশি' শব্দটি উদ্ভূত হইয়াছে।

† স্নেহ—(নায়িকা-পক্ষে) প্রেম; (দীপ-শিখা-পক্ষে) তৈলাদি স্নেহ দ্রব্য।

§ নির্ব্বাণ—(নায়িকা-পক্ষে) প্রাণ-ত্যাগ; (দীপ-শিখা-পক্ষে) দীপ-নির্ব্বাণ।

এই কবিতাটি মথুরাবাসী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার প্রেরিত দূতীর উক্তি। কবিতাটির ভাব ও বর্ণনা-ভঙ্গী উভয়ই চমৎকার!

নায়িকার নিরূপণ হ'ল সমাপন ;
এবে কহি নায়কগণের বিবরণ ;
নায়ক ত্রিবিধ ব'লে কবিগণে কয়,—
পতি, উপপতি আর **বৈশিক** যে হয় ;
শাস্ত্র-বিধিমতে যেবা করে পরিণয়—
পতি নামে ত্রিভুবনে তার পরিচয় ;

পতি যথা,—

ওহে শশধর ! অমৃত-শীকর
কর এবে বরষণ ;—
বিলম্বে কি কাজ ? কর ফণি-রাজ !
ফণা-বায়ু সঞ্চালন ;
কর জল-ধারে অচল-সুতারে
সুরধুনি ! নিষেচন ;
শিরীষ-কোমলা এবে সে হইলা
রবি-করে জ্বালাতন *

অনুকূল, দক্ষিণ যে **ধৃষ্ট, শঠ** আর,
পতি চতুর্ব্বিধ,—কহি লক্ষণ সবার ;

* এটি পার্ব্বতীকে সূর্য্যাতপে ক্লান্ত দেখিয়া তাঁহার শ্রমাপনোদন

পরাঙ্গনা-বিমুখ সতত যদি হয়
পত্নী-অনুরক্ত—তারে **অনুকূল** কয় ;

অনুকূল নায়ক যথা,—

পৃথ্বি ! হও সুকোমলা দিনমণি ! এই বেলা
শীতলতা কর হে ধারণ ;—
হও পথ ! সঙ্কুচিত ; পথ-শ্রম বিদূরিত
কর বায়ু ! করি' সঞ্চরণ ;
এস হে দণ্ডক-বন ! সন্নিকটে ;—গিরিগণ !
পথ ছাড়ি' কর হে গমন ;
বন-বাসে মোর সনে যাইতে আকুল-মনে
সীতা যে করিছে আয়োজন ! †

সকল নায়িকা প্রতি সম প্রেম যার
দক্ষিণ নায়ক নামে পরিচয় তার ;

জন্ম নিজ অঙ্গে ধৃত শশধর, ফণিরাজ বাসুকি ও সুরধুনীর প্রতি প্রেমার্দ্র-হৃদয় মহাদেবের উক্তি।

† এটি সীতার সহিত বন-গমনোদ্যত রামের উক্তি।

দক্ষিণ নায়ক যথা,—

"কমল-নয়না বরজ-অঙ্গনা
হেথা সাজে শত শত,
নয়ন-যুগল কোথা রাখি বল,
ভে'বে হই জ্ঞান-হত ;—
হেন বাক্য ব'লে নয়ন-কমলে
করি আধ-নিমীলিত,—
রোমাঞ্চিত-দেহে মাধব যে রহে
ভাবে সে বিভোর চিত !
বারম্বার নির্ভয়ে যে অপকর্ম্ম করে,
সে কারণে তিরস্কৃত হয় বারে বারে,
তবু পুন কাছে এ'সে শরণ যে লয়,
কবিগণে সে নায়কে **ধৃষ্ট** ব'লে কয় ;

ধৃষ্ট নায়ক যথা,—

কর-পদ্মে পুষ্প-হারে বেঁধেছিনু আগে তারে,
দ্বারে এ'লে করিনু বারণ,—
দূরে যে'য়ে চে'য়ে রয়, যবে মোর নিদ্রা হয়,
ধীরে ধীরে করে আগমন ;

খু'লে বালা বিছানায় রেখেছিনু, যবে তায়
হারাইনু করি' জাগরণ,
দেখি সে আমারি কাছে শু'য়ে দিব্য ঘুমাইছে,
কে দেখেছে হেন আচরণ !

প্রবঞ্চনা-কার্য্যে যেবা সুনিপুণ হয়
কবিগণে সে নায়কে **শঠ** ব'লে কয় ;

শঠ নায়ক যথা,—

প্রিয়া-কেশে পুষ্প-হার, ভালে কিবা চমৎকার
তিলক সে করে বিরচন ;
কেয়ূর পরায় ভুজে ; আর পীন উচ কুচে
মুক্তা-মালা দোলায় শোভন ;
যবে ধনী তাহে ভোলে, কাঞ্চী পরা'বার ছলে
ধীরে হস্ত করি' সঞ্চালন
শঠ তার কুতূহলে কটির বসন খোলে,
ভুরু-ভঙ্গী কে মানে তখন ?

নারীর চরিত্র-নাশ যাহা হ'তে হয়
উপপতি ব'লে লোকে সে নায়কে কয় ;

উপপতি যথা,—

সঙ্কুচিত শঙ্কা-ভরে নেত্র-কোণে কান্ত ’পরে
রসবতী যেথায় না হেরে,—
কেয়ূরের ধ্বনি শুনি’ সচকিত-মনে ধনী
আলিঙ্গন যেথায় না করে,—
করিতে অধর-পান যেথা নহে সাবধান—
পাছে চিহ্ন রহে বিম্বাধরে,—
যেথায় কূজন তার নাহি ফোটে, সে বিহার
রসিকের হৃদয় কি হরে ? *

পতি হেন উপপতি চতুর্ব্বিধ হয়
শঠতা-স্বভাব কিন্তু সবাতেই রয় ;
কেহ কেহ এ লক্ষণ করে অস্বীকার,
সেই মতে শঠ বটে শ্রেণী-ভেদ তার ;
গণিকা-সম্ভোগে সদা যেবা আনন্দিত
বৈশিক নায়ক নামে হয় সে বিদিত ;

---

* এটি পরকীয়া-সম্ভোগ-রসিক উপপতির উক্তি।

বৈশিক নায়ক যথা,—

কটিতে কিঙ্কিণী বাজে রুণিঝুনি,
নাভি-কান্তি চমৎকার ;
যেন রস-ভরে কপোত কুহরে,—
কূজে কণ্ঠ অনিবার ;
লোচন-চকোর পিপাসায় ভোর,
ছুটাছুটি করে তার—
এ হেন বিহার বার-অঙ্গনার,
ঘটিবে কি ভাগ্যে আর ? *

বৈশিকের তিন ভেদ প্রসিদ্ধ যে রয়,
উত্তম, মধ্যম আর **অধম** সে হয় ;

প্রিয়া রুষ্টা হইলেও নানা উপচারে ;
প্রণয়ে যে তোষে, বলি **উত্তম** তাহারে ;

---

* এটি বারাঙ্গনা-সম্ভোগ-রসিক-বৈশিক নায়কের উক্তি

উত্তম বৈশিক নায়ক যথা,—

প্রেয়সী-নয়ন-কোণ— রক্ত-পদ্ম-সু-অরুণ
যবে কান্ত করে দরশন,—
মুখে বাক্য নাহি সবে, নাহি হাসি সে অধরে,
তাম্বুল না করে পরশন ;
ব'সে বিছানার ধারে রোমাঞ্চিত-কলেবরে,
ল'য়ে করে নাগর তখন,—
প্রেয়সীর মুক্তা-হার গাঁথে শুধু আনবার,
বদন না করে উত্তোলন !

প্রিয়া-কোপে প্রেম কিম্বা কোপ না আচরে,
কাজে মন বোঝে—বলি **মধ্যম** যে তারে ;

মধ্যম বৈশিক নায়ক যথা,—

যদিও মধুর হাসি, না বরষে মুখ-শশী,
ভঙ্গী এবে নাহি সে বচনে,—
যদিও সে দু-নয়ন, শোভে রক্ত-পদ্ম যেন,
কিছুক্ষণ রহ সংগোপনে,—

পূর্ব্ব হেন দিবা-শেষে, পুষ্প-মাল্য গাঁথিছে সে,
কুচ-পদ্ম সাজায় চন্দনে,—
ধরে মনোহর বেশ, সুবাসিত করে কেশ,—
না জানি কি আছে তার মনে ! *

লজ্জা, দয়া, ভয় যার হৃদয়ে না রয়,
সুরতে গোঁয়ার যেবা **অধম** সে হয় ;

অধম বৈশিক নায়ক যথা,—

হৃদে লজ্জা-লেশ নাহি যার হায় !
দয়া, ভয় যার নাহি গো অন্তরে,
বকুল-মুকুল-কোমলা আমায়—
আর নাহি সঁ'পে দিও তার করে ! †

অভিমানী, চতুর নায়ক যেবা হয়—
শঠ মধ্যে গণ্য সে যে জানিবে নিশ্চয় ;

---

* এটি নায়িকার কার্য্য দ্বারা তাহার মনের ভাব বুঝিবার জন্য সমুৎসুক কোন বৈশিক নায়কের প্রতি বন্ধুর উক্তি।

† এটি অধম বৈশিক কর্ত্তৃক উদ্বেজিতা গণিকার অভিভাবিকার প্রতি সকরুণ উক্তি।

অভিমানী নায়ক যথা,—

"এখনি আসিব ফি'রে—মুখে শুধু বলা মোরে,
জানি বজ্র হেন তব মন"—
প্রেয়সীর এ বচন শু'নে ছলে প্রিয়-জন,
বাহিরে যে করিছে গমন,—
মিনতি থাকুক দূরে, কথাটি না বলে ফি'রে,
প্রিয়া পানে না চাহে তখন,—
হায় ! সে যে বিধুমুখী মেলি' সকরুণ আঁখি—
দেখে দৃষ্টি চলে যতক্ষণ !

বাক্যে, কার্য্যে সম্ভোগেচ্ছা প্রকাশে যে জন-
চতুর নায়ক তারে বলে কবি-গণ ;

বাক্-চতুর নায়ক যথা,—

তিমির-কুন্তলে নিশি ছাইলে ভুবনে—
সুন্দরি ! বাহিরে তুমি যাবে লো যখন—

কাননের ধারে সেই তটিনী-পুলিনে
তব সঙ্গে সহচর কে হবে তখন ? *

ক্রিয়া-চতুর নায়ক যথা,—

কমলা-লেবুটি ল'য়ে কান্ত করে
প্রিয়া পানে চে'য়ে চাপিছে যখন—
সুন্দরী দেয়ালে ভানু-চিত্র 'পরে
হাসি' মসী বিন্দু দেয় যে তখন ! †

* এটি বাক্যের ইঙ্গিতে সম্ভোগেচ্ছা-প্রকাশকারী চতুর নায়কের নায়িকার প্রতি উক্তি।

† সুন্দরীর কুচোপম কমলা-লেবুটি করে ধারণ করিয়া বর্ণিতরূপ কার্য্য দ্বারা সুচতুর নায়ক সম্ভোগ-বাসনা ইঙ্গিতে প্রকাশ করায়, সুচতুরা নায়িকাও তাহার প্রত্যুত্তর প্রদানের অভিপ্রায়ে শয়ন-গৃহের প্রাচীর-লিখিত সূর্য্যমণ্ডলের প্রতিকৃতির উপরে একটি মসী-বিন্দু প্রদান করিয়া, ইঙ্গিতে ইহাই প্রকাশ করিল যে, যখন দেয়ালের চিত্রের ন্যায় সূর্য্যমণ্ডল অন্ধকারে আচ্ছাদিত হইবে কিম্বা যখন সেইরূপ কৃষ্ণবর্ণ কলঙ্ক-চিহ্ন-বিশিষ্ট জ্যোতির্ম্মণ্ডল অর্থাৎ শশাঙ্ক সমুদিত হইবে—নায়িকা সেই সময়ে তাহার প্রিয়তমের বাসনা পূর্ণ করিবে !

পতি, উপপতি আর বৈশিক যে হয়,
রহিলে বিদেশে তারে **প্রবাসী** যে কয় ;

প্রবাসী পতি যথা,—

যে কান্তার দুটি উরু— সুশীতল রম্ভা-তরু,
নেত্র—পদ্ম, কুন্তল—শৈবাল,
বদন—চন্দ্রমা যার, বচন—অমৃত-ধার,
কৃশ-কটি—কোমল মৃণাল,
নাভি—কূপ রস-খনি, ত্রিবলী যে—তরঙ্গিণী,
কর-তল—পল্লব রসাল,
হেন কান্তা হৃদি ’পরে যদি না বিরাজ করে,
ঘুচে কিসে সন্তাপ বিশাল ? *

প্রবাসী উপপতি যথা,—

জল-কেলি তরে, বিনোদিনী ধীরে
চলে যবে সরোবরে—
যে’য়ে তার ধারে পথের মাঝারে—
দাঁড়াইনু ছল ক’রে,—

* এটী বিরহসন্তপ্ত প্রবাসী পতির উক্তি

অধরে সে হাসি চাপি', রসে ভাসি',
নয়ন-ভঙ্গিমা-ভরে—
সঙ্কেত আমার করিল স্বীকার,
তাই সদা মনে পড়ে ! *

প্রবাসী বৈশিক যথা,—

খসিতে বসন তাহে নাহি রাখে ধ'রে,
'না' কথা না বলে,—চাহে নিশ্চল-নয়নে,—
বদন উন্নত করি' হাসে রস-ভরে,—
এ হেন গণিকা-রতি সদা জাগে মনে ! †

রতি-রস-বিলাসে যে অভিজ্ঞ না হয়—
সুরসিক জনে তারে **অনভিজ্ঞ** কয় ;

* এটি প্রবাসী পরকীয়া-নায়কের অন্তরঙ্গ বন্ধুর নিকট রসোদ্গার অর্থাৎ পূর্ব্বানুভূত রসাস্বাদের বর্ণনা।

† এটি বারাঙ্গনা-সম্ভোগ-রসিক প্রবাসী বৈশিক নায়কের বন্ধুর নিকট রসোদ্গার।

অনভিজ্ঞ নায়ক যথা,—

শূন্য ঘরে পে'য়ে তারে কত মত রস-ভরে
দেখাইনু ভঙ্গী সযতনে,—
ফুল তোলা ছল ক'রে বন মাঝে ল'য়ে তারে
হেরেছিনু স্ফারিত-নয়নে,—
তাম্বূল দিবার কালে কুচ দেখাইনু ছলে,
টে'নে ফে'লে বুকের বসনে,—
তাতেও যে নাহি বুঝে, তারে কী করিতে সাজে ?
না জানি সে বুঝিবে কেমনে ! *

পূর্ব্বে সে বলেছি অষ্ট-নায়িকা-লক্ষণ,
নায়কে সে ভেদ গুলি না ঘটে কখন ;
অবস্থার ভেদে ভেদ নায়িকার ঘটে,
স্বভাবের হেতু ভেদ নায়কের বটে ;
অনুকূল, দক্ষিণ যে ধৃষ্ট, শঠ আর,
স্বভাবের হেতু এ যে চারি ভেদ তার ;

* ইহা অনভিজ্ঞ নায়কের মূঢ়তা দর্শনে মর্ম্মাহতা নায়িকার সখীর নিকট আক্ষেপ-উক্তি।

অবস্থার ভেদে যদি তারো ভেদ হয়,
খণ্ডিতাদি ভেদ তার কেন তবে নয় ?
খণ্ডিতাদি ভেদ তার করিলে স্বীকার
রসাভাস-দোষ কিসে হবে পরিহার ? *

পীঠমর্দ্দ, বিট, যে চেটক, বিদূষক
নায়ক-সহায় চারি এ উপনায়ক ;

* এ সম্বন্ধে আলঙ্কারিকদিগের চূড়ান্ত মীমাংসা এই যে, অবস্থা-ভেদে নায়িকাগণের "প্রোষিত-ভর্ত্তৃকা" প্রভৃতি যে সকল ভেদ হইয়া থাকে—নায়কদিগেরও সেই সকল ভেদ সম্পূর্ণ সম্ভবপর বটে ; কিন্তু নায়কদিগকে 'খণ্ডিত' 'কলহান্তরিত', বা 'বিপ্রলব্ধ' রূপে বর্ণিত করিলে তাহা রস-বিরুদ্ধ হয় ; তদ্ভিন্ন তাহাদিগের 'উৎকণ্ঠিতত্ব' 'বাসকসজ্জত্ব', 'স্বাধীন-পত্নীকত্ব' কিম্বা 'অভিসারকত্ব' ভাবগুলি তাদৃশ রস-বিরুদ্ধ না হইলেও তাহা নায়িকাদিগের সেই সেই অবস্থার ন্যায় স্বাভাবিক ও বৈচিত্র্যযুক্ত নহে;—এজন্যই রস-শাস্ত্রকারগণ তাহা প্রদর্শন করেন নাই। কিন্তু নায়কদিগের প্রোষিতত্ব ভাবটি স্বাভাবিক ও মধুর বলিয়া রসশাস্ত্র-কারগণ কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে। স্বয়ং ভানুদত্তও প্রোষিত নায়কের উদাহরণ দিয়াছেন। ভারতচন্দ্র রসমঞ্জরীতে "খণ্ডিত" প্রভৃতি অনু-য়কের যে স্বকপোল-কল্পিত উদাহরণ দিয়াছেন, উহা নিতান্তই অস্বাভাবিক ও রস বিরুদ্ধ হইয়াছে।

রুষ্ট নায়িকারে তোষে নায়ক কারণ—
পীঠমর্দ্দ ব'লে তারে কহে কবিগণ ;

পীঠমর্দ্দ যথা,—

কোপ তব কি কারণ ? কর এবে বিতরণ
দু-চারিটি সদয় বচন,
সুধা-রস-বাপী-জলে সৌরভ-তরঙ্গ তু'লে
আমোদিত কর এ ভুবন !
ভাল,—মান ল'য়ে থাক, কেন গো ফিরা'য়ে রাখ
পিপাসী এ আকুল নয়ন ?
সুলোচনে ! যার 'পরে আছ হেন কোপ ক'রে,
ভাগ্যবান্ বটে সেই জন !*

রতি-শাস্ত্রে সুনিপুণ যেবা জন হয়
নায়কের অনুচর তারে **বিট** কয় ;

---

* এটি নায়িকার মানাপনয়নের জন্য তাহার প্রতি নায়কের সহচর পীঠমর্দ্দের উক্তি। নায়িকা নায়কের প্রতি কোপ করিয়াছে বটে—কিন্তু তাহার পানে সে বারম্বার সতৃষ্ণ নয়নে না তাকাইয়া পারিতেছে না,—ইহা লক্ষ্য করিয়া সুচতুর নায়ক-সহচর রসিকতার দ্বারা নায়িকার হাস্য উৎপাদন করার চেষ্টা করিতেছে।

বিট যথা;—

এসেছে কুমুদেশ্বর,*— বলিহারি! সর্ব্বেশ্বর †
বিরাজে সে সুরভি পবন;
ভৈরব ‡ ভ্রমর সাজে,— প্রাণেশ্বর § আছে কাছে,
ক্ষণ তরে না ছাড়ে ভবন;
হেন সব রসায়ন,¶ বৈদ্য নিজে সে মদন,
এ'সে হেথা যুটেছে যখন,—

---

* এই কবিতাটি নায়িকার প্রতি পরিহাস-রসিক নায়কানুচরের উক্তি। এই কবিতার "কুমুদেশ্বর" প্রভৃতি চিহ্নিত শব্দগুলি দ্ব্যর্থক যথা,—

কুমুদেশ্বর— কুমুদের ঈশ্বর অর্থাৎ চন্দ্র। (অপর-পক্ষে) কুমুদেশ্বর রস নামক ঔষধ।

† সর্ব্বেশ্বর—জীবন ধারণের মূল কারণ বলিয়া সকলের প্রভু। (অপর-পক্ষে) সর্ব্বেশ্বর-রস নামক ঔষধ।

‡ ভৈরব—ভয়ানক; নিদারুণ। (অপর-পক্ষে) ভৈরব-রস নামক ঔষধ।

§ প্রাণেশ্বর—প্রাণ-নাথ। (অপর-পক্ষে) প্রাণেশ্বর নামক ঔষধ।

¶ রসায়ন—আনন্দ-জনক বস্তু। (অপর-পক্ষে) জরা-ব্যাধি-বিনাশকারী মহৌষধ।

মান-রোগ হে সুন্দরি ! বল না কেমন করি
তব চিত্তে রহিবে এখন ?

প্রিয়া সনে নায়কের সংযোগ-সাধনে
পটু যে **চেটক** তারে বলে কবিগণে ;

চেটক যথা,—

দিবা দ্বি-প্রহর,— রবি খরতর
বরষে কিরণ-রাশি,—
দৈবে হরি সনে নিকুঞ্জ-ভবনে
বিনোদিনী মিলে আসি',—
হেন অবসরে হরি-সহচরে
অধরে চাপিয়া হাসি,
পিপাসার ছলে সরোবরে চলে
চাতুরী যে পরকাশি' !

অঙ্গ-ভঙ্গী ক'রে যেবা হাসায় সকলে—
বিদূষক বলি' তারে কবি-গণে বলে ;

বিদূষক যথা,—

ইন্দু-বদনারে যবে এনে শয্যা ধারে
কঞ্চুলিকা-বিমোচনে হইনু চঞ্চল,
বিদূষক হেন কালে থাকি' যে বাহিরে
প্রভাত-কুক্কুট-নাদ করে অবিকল ! *

স্বর-ভঙ্গ, অশ্রু, কম্প, স্বেদ, পাণ্ডুরতা,
রোমাঞ্চ, লীনতা আর অঙ্গ-অবশতা,
ভাবের আবেশে অষ্ট অবস্থা যে হয়,
সাত্ত্বিক-বিকার তারে কবি-গণে কয় ;

অষ্ট সাত্ত্বিক-বিকার যথা,—

গদ-গদ সম্ভাষণ, অশ্রু-ভরা দু-নয়ন,
কুচে স্বেদ-ধারা, কম্প ফুটিছে অধরে,
গণ্ড-যুগ বিপাণ্ডুর, কণ্টকিত কলেবর,
হেন দশা এবে তব হ'ল কার তরে ?

* এটি নায়কের উক্তি। অন্তরঙ্গ বন্ধুর নিকটে নায়ক বিদূষকের দুষ্ট রসিকতার বর্ণনা করিতেছে।

নেত্র-শোভা রসালস চরণ যে নহে বশ,
না জানি ভাবিছ কিবা তন্ময় অন্তরে,
রহি' গবাক্ষের পথে নিজাম-ধরণী-নাথে
দেখেছ কি প্রিয়-সখি! বলিবে না মোরে?*

সঙ্গমাভিলাষ বটে যে রসের প্রাণ—
সেই ত **শৃঙ্গার**—সর্ব্ব রসের প্রধান;
প্রসিদ্ধ দ্বি-ভেদ তার কহে কবি-গণে,
মিলনে **সম্ভোগ,—বিপ্রলম্ভ** অদর্শনে;

---

* কবি ভানুদত্ত কি জন্য যে এস্থলে নিজাম-নরপতির উল্লেখ করিয়াছেন তাহা বুঝা যায় না। তাঁহার সময়ে ভারতে নিজাম-নরপতিই রাজগণ মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা রূপবান্ বলিয়া খ্যাত ছিলেন কি? অথবা কবি নিজাম-নরপতির প্রতিপালিত রাজ-কবি ছিলেন বলিয়াই এভাবে তাঁহার উল্লেখ করিয়াছেন কি? বস্তুতঃ এইরূপ কোন একটি বিশিষ্ট কারণ ব্যতীত ভানুদত্তের ন্যায় একজন মৈথিল কবির পক্ষে সুদূর দাক্ষিণাত্যের নিজাম-নরপতির প্রশংসা আশ্চর্য্যের বিষয় সন্দেহ নাই। রসমঞ্জরীর প্রাচীন টীকাকার অনন্ত পণ্ডিত তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ "ব্যঙ্গার্থ কৌমুদী" নামক টীকায় 'নিজাম-নরপতি'কে 'দেবগিরি-রাজ' বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পুরাতত্ত্ববিৎগণের মতে বর্ত্তমান নিজাম-রাজ্যের অন্তর্গত 'দৌলতাবাদ'ই প্রাচীন 'দেবগিরি' বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

সম্ভোগ যথা,—

অম্বরে চঞ্চল শোভে জল-ধর ;
ঘোরে, খসে বিধু,—কপোত কুহরে ;
পড়িছে খসিয়া তারকা-নিকর,—
দোলে মন্দাকিনী তরঙ্গের ভরে ! *

বিপ্রলম্ভ যথা,—

উদিলে জলদ নব,—রহিবারে তব পথ হে'রে
পদ্ম-নয়নার প্রাণ কণ্ঠ-দেশে করিছে গমন,—
উ'ড়ে যে'য়ে তোমার সে মুখচন্দ্র দরশন তরে
পদ্ম-পত্র ছলে বক্ষ পক্ষ এবে করিছে সৃজন !†

* এই কবিতায় হেঁয়ালীর ভাষায় প্রণয়ি-যুগলের সম্ভোগ বর্ণিত হইয়াছে। এস্থলে জল-ধর—নায়িকার আলুলিত কেশ-পাশ ; বিধু—নায়িকার মুখ-চন্দ্র ; কপোত—নায়িকার কল-কণ্ঠ ; তারকা-নিকর—নায়িকার কেশ-চ্যুত পুষ্পাবলি এবং মন্দাকিনী—নায়িকার বক্ষ-বিলম্বিত মুক্তা-হার বুঝিতে হইবে।

† এটি প্রবাসী নায়কের প্রতি নায়িকা-প্রেরিত দূতীর উক্তি। প্রাচীন-কালের বিরহিণীগণ বিরহ-তাপ-শান্তির জন্য সুশীতল পদ্ম-পত্রে

অভিলাষ, চিন্তা, স্মৃতি, গুণ-সংকথন,
চিত্তের উদ্বেগ, তথা প্রলাপ-বচন,
উন্মাদ * তেমনি ব্যাধি, জড়তা, নিধন,—
হেন **দশ দশা** বিপ্রলম্ভের লক্ষণ ;

সম্ভোগের তরে বাঞ্ছা উদ্দীপিত হ'লে,
অভিলাষ বলি' তারে কবি-গণে বলে ;

অভিলাষ যথা,—

স্বন্দরীর চারু-দেহ স্বধা-সরোবরে
হ'ল নিপতিত মম মানস,—নয়ন ;

শয়ন ও বক্ষে পদ্ম-পত্র ধারণ করিত ;—তাহাতেই দূতী বলিতেছে যে, নায়কের মুখ-চন্দ্র দর্শনের অভিলাষে উড়িয়া যাওয়ার জন্যই নায়িকার বক্ষ পদ্ম-পত্রাকৃতি পক্ষ সৃষ্টি করিয়াছে !

* অনেক নব্য লেখক কর্তৃক 'উন্মাদ' শব্দটি 'উন্মত্ত' অর্থে ব্যবহৃত হইলেও উহা অপপ্রয়োগ ; শুদ্ধ ভাষায় উহা 'উন্মত্ততা' অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

মানস যে র'ল ডু'বে তাঁহে গুরু-ভারে,
লঘু নেত্র ভাসি' তাহে করে সঞ্চরণ ।*

কিসে দরশন হবে ! কি আছে উপায় !—
মনে হেন আন্দোলন—**চিন্তা** বলি তায় ;

চিন্তা যথা,—

করিব কি যে'য়ে আজি কুঞ্জ-বন ধারে
কোকিল-কূজন হেন ধ্বনি বারম্বার ?
তাহে রাধা বসন্ত-সুষমা অঙ্গে ধ'রে
নেত্র-নীলোৎপল-মালা ছড়াবে কি তার ? †

---

* এটি রূপ-মুগ্ধ নায়কের উক্তি। দার্শনিকদিগের মতে সকল ইন্দ্রিয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনকে 'গুরু' এবং তৈজস পরমাণু-গঠিত বলিয়া নয়নকে 'লঘু' বলা হইয়াছে। দার্শনিক-বিচার ছাড়িয়া সহজ-ভাবে অর্থ করিলেও নানা চিন্তায় ভারাক্রান্ত বলিয়া মনকে 'গুরু' এবং স্বভাবতঃ চঞ্চল বলিয়া নয়নকে 'লঘু' অর্থাৎ 'হাল্কা' বলা যাইতে পারে। এই কবিতাটিতে কয়েকটি সহজ কথায় কবি নায়কের সৌন্দর্য্য-পিপাসা ও তন্ময়তার যে অপূর্ব্ব চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহার তুলনা অতীব বিরল।

† এটি সখার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

প্রেমিক প্রেমিকা কভু ভুলিতে না পারে
যেবা পূর্ব্ব-আচরণ **স্মৃতি** বলি তারে ;

স্মৃতি যথা,—

লক্ষ্মণের দুঃখ হে'রে যতনে গোপন করে
রামচন্দ্র হৃদয়-বেদন ;—
নাহি নেত্রে অশ্রু-বারি অন্তরেই রাখে ধরি
অগ্নি-সম নিঃশ্বাস-পবন ;
বাত-স্ফীত বহ্নি হেন বিরহ সে নিদারুণ,
হ'য়ে তাহে সদা জ্বালাতন,—
দিনে দিনে ক্ষীণ হ'য়ে প্রেয়সীর স্মৃতি ল'য়ে,
করে শুধু জীবন বহন !

প্রেমিক প্রেমিকা করে বিরহে যখন
পরস্পর-প্রসংসা—সে **গুণ-সংকথন** ;

গুণ-সংকথন যথা,—

পরশন—তার স্তন-পরশন ;
দরশন—মুখ-দরশন তার ;

তার সনে ঘটে' রস-আলাপন
যে সময়ে—হেন সময় কা আর ?*

বিরহ-বেদনা-বশে ভোগ-বস্তু' পরে
হয় যে বিরাগ—বলি **উদ্বেগ** তাহারে ;

উদ্বেগ যথা,-

বিষ-লতা-মূল সে যে শশধর,—
বসন্ত করুণা-কমল-বারণ,—
হানে নিশি-অসি কাম-নরেশ্বর,—
হা বিধি ! কী আছে উপায় এখন ! †

---

* এটি কোন বিরহী প্রেমিকের উক্তি।

† প্রণয়ী প্রিয়তমার বিরহে আলাতন হইয়া, চন্দ্র, চন্দ্রের কিরণ, বসন্ত ও রজনি প্রভৃতি প্রিয়-বস্তু গুলিকে অসহনীয় বোধ করিয়া এইরূপ বলিতেছেন ; চন্দ্রকে 'বিষ-লতার মূল' বলায় সুশীতল চন্দ্র-কিরণকে বিষ-লতা বলা হইতেছে ; করুণা জিনিসটিকে কোমল ও সুন্দর বলিয়া 'কমল'—এবং বসন্তকে নিতান্ত নির্দ্দয় বলিয়া—সেই করুণা-কমলের বিদলন-কারী গজ বলিয়া বর্ণন করা হইতেছে। বিরহীর পক্ষে রজনি অতীব যন্ত্রনা-দায়িনী বলিয়া তাহাকে কন্দর্প-নৃপতির তীক্ষ্ণ-ধার অসি বলা হইয়াছে।

উৎকণ্ঠার বশে নানা কল্পনা যে হয়—
বাক্যে প্রকাশিলে—তাহে **প্রলাপ** যে কয় ;

প্রলাপ যথা,—

তা'বিনে এ নেত্র নাহি হেরে,—
তা'বিনে না ভাবে এ যে মন,—
তা'বিনে না পরশে এ করে,—
বল সখি ! কি করি এখন ?

ব্যগ্রতা-সন্তাপ-আদি কারণ বিশেষে
ঘটে চিত্ত-বিকার যে—যদি তার বশে
বাতুলের মত হয় কোন আচরণ
সে কার্য্য—**উন্মাদ** ব'লে কহে কবি-গণ ;

কায়িক, বাচিক তার দু'টি ভেদ রয়—
কায়-কৃত, বাক্য-কৃত, যথাক্রমে হয় ;

কায়িক উন্মাদ যথা,—

মণিময় ভিত্তি মাঝে বিধু-প্রতিবিম্ব সাজে,—
কান্ত তাহে করি দরশন,—

প্রেয়সী-বদন ভে'বে সম্ভাষে সাদরে যবে
নাহি পায় উত্তরে বচন ;
প্রিয়া বুঝি মোর 'পরে রহিল সে মান-ভরে
হেন মনে করি আলোচন,—
রোমাঞ্চিত মৃদু-করে হাতায় সে ছায়াটিরে,
করে কত সোহাগ তখন !

বাচিক উন্মাদ যথা,—

বলি ওরে শশধর ! কিসে এত গর্ব্ব তোর
প্রেয়সী-বদন হেন কিবা আছে বল না ?
ধরি করে পদ্ম-বাণে——আছ কাম ! অভিমানে,
জিনে হেন কত পদ্ম নেত্রে ইন্দু-বদনা ;
সত্য বটে মধুকর ! ধ্বনি তব মনোহর,
প্রিয়া-অঙ্গ সনে কিন্তু নহে তব তুলনা ;
কি বলি এ সব ছাই ! ভাবিলেও ব্যথা পাই
প্রিয়ার সে রূপ বটে ত্রিভুবন-কামনা !

সন্তাপ, কৃশতা-আদি হইলে উদয়—
বিরহ-বেদনা হ'তে—তারে **ব্যাধি** কয় ;

ব্যাধি যথা,—

ধনু-লতা, পুষ্প-বাণ, হৃদয় নিবাস-স্থান,
কামের যেমন—সব হেরি নায়িকার,—
ভুরু-ধনু মনোহর, দৃষ্টি-বাণ খরতর,
রয়েছে হৃদয়ে তব সেও অনিবার!
তব কান্তা কাম মাঝে শুধু এ প্রভেদ আছে,
মদন অনঙ্গ,—অঙ্গ আছে অঙ্গনার,
পূর্ণ সমতার আশে এবে কৃশ হতেছে সে,
দে'খো যেন অনঙ্গতা নাহি ঘটে তার!*

---

* এটি প্রবাসী নায়কের প্রতি দূতীর উক্তি। দূতীর বাক্যের ভাবার্থ এই যে, যখন ধনু, বাণ ও হৃদয়ে অবস্থান প্রভৃতি বিষয়ে অনঙ্গের সহিত নায়িকার আশ্চর্য্য সাদৃশ্য রহিয়াছে, তখন অনঙ্গের সহিত সম্পূর্ণ তুল্যতা লাভ করিয়া অনঙ্গ অর্থাৎ অঙ্গ-হীন হইতে পারিলেই অনঙ্গের উপদ্রব হইতে নায়িকা নিস্তার পাইবে বিবেচনায় সে ক্রমে কৃশা হইতে কৃশতরা হইতেছে;—যদি সে প্রকৃত পক্ষেই অনঙ্গতা প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে, আর কিছু না হউক—সেই নায়ককেও ত এক অনঙ্গের স্থলে দুই অনঙ্গের উপদ্রবে জ্বালাতন হইতে হইবে! অতএব তাহার প্রিয়তমা যাহাতে অনঙ্গতা প্রাপ্ত না হয় তাহা করা কি নায়কের কর্ত্তব্য নহে?

মূর্চ্ছিত-শরীরে শুধু রহি' যে জীবন
প্রকাশে বেদনা—বটে জড়তা-লক্ষণ ;

জড়তা যথা,—

কঙ্কণ নীরব করে, নিঃশ্বাস-পবন-ভরে
নাহি কাঁপে বক্ষের বসন,—
নেত্র-তারা নাহি চলে, কর্ণ-ভূষা নাহি দোলে,
নাহি দেহে জীবন-লক্ষণ ;
চিত্র-মূর্ত্তি সনে হায় ! নাহি কিছু ভেদ তায়,
দোহে বটে সম অচেতন,—
তব উচ্চ-নাম শুনি' রোমাঞ্চিত তনু খানি
শুধু তার প্রকাশে বেদন ! *

নিধন-বর্ণন যাহে অমঙ্গল হয়,
তাহে কাব্যে প্রদর্শন সমুচিত নয় ;
দর্শন ত্রিবিধ বলি' কবি-গণে কয়,—
স্বপ্নে, চিত্রে তেমনি **সাক্ষাতে** যেবা হয় ;

---

* এটি প্রবাসী নায়কের প্রতি দূতীর উক্তি।

স্বপ্নে দর্শন যথা,—

কুচ 'পরে মুক্তা-হার আছে কিবা চমৎকার,
কর-যুগে আছে গো কঙ্কণ,—
কাণে স্বর্ণ-ভূষা ছিল, যেমন তেমনি র'ল,
চোরে নাহি করে পরশন,—
ছিনু যবে ঘুম-ঘোরে এ'ল চোর গলে প'রে
বকুলের মালা সুশোভন,—
সে বটে নবীন চোর, শুধু মন নিলে মোর,
নাহি হেরি, না শুনি এমন ! †

চিত্রে দর্শন যথা,—

যদি প্রিয়জন নখে বিদারণ
করে পীন পয়োধরে,—
যদি বা তখন দশনে পীড়ন
করে চারু বিম্বাধরে,—

---

† এটি সখার নিকট নায়িকার স্বপ্ন-দর্শন-বর্ণনা।

হেন আশঙ্কায় সরলা সে হায়!
প্রাণেশেরে চিত্রে হে'রে,—
সে সব ঘটনা ভুলিতে পারে না
সকলি ত মনে পড়ে!

সাক্ষাৎ-দর্শন যথা,—

চঞ্চল না হও মন! নাহি কর জ্বালাতন
লজ্জা-সখি! আমারে এখন,—
নিমেষ! নয়ন ছাড়, 'ক্ষণ তরে ক্ষমা কর
ওহে বিশ্ব-বিজয় মদন!
শিখি-পুচ্ছ শিরে ধরি', নীলোৎপল কাণে পরি',
করে ল'য়ে মুরলী মোহন,
লোচন-গোচর মোর হ'ল এবে সে কিশোর
আজি মম সফল জীবন! *

---

* ইহা সখী-মুখে শ্রীকৃষ্ণের রূপ-গুণ-বর্ণনা-শ্রবণে তাঁহার প্রতি অনুরক্তা শ্রীরাধার প্রথম সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনে নিজের অবাধ্য হৃদয় প্রভৃতির প্রতি উক্তি। উপভোগের অনিবার্য্য পরিণাম বিতৃষ্ণা; কিন্তু প্রেমিক প্রেমিকার এই উদ্বেলিত সৌন্দর্য্য-পিপাসার অন্ত নাই;—তাই অবিনশ্বর কবিত্বের ইহাই অবিনশ্বর অবলম্বন। কবি এই সাক্ষাৎ-দর্শনের সুমধুর বর্ণনা দ্বারা মধুর কাব্যের মধুরতম পরিসমাপ্তি করিয়াছেন।

সুমধুর-মধু-নিঃসরণে
যে রস-মঞ্জরী সুশোভন—
দয়া করি তাহে কবি-জনে
করুন শ্রবণ-বিভূষণ!

পিতা যার গণেশ্বর কবি-কুল-শিরো-বিভূষণ
আবাস মিথিলা যার—রম্য সুরধুনী-সম্মিলনে;
বাণী-শ্রুতি-পারিজাত-প্রসূনের সম সুশোভন
মঞ্জরী—সে ভানু-কবি রচে নিজ-পদ্যে সযতনে!

সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দ

[সচিত্র]

লাল কালিতে মূল ও পূজারি গোস্বামীর টীকা, এবং কাল কালিতে সুললিত
পদ্যানুবাদ, বিস্তৃত ব্যাখ্যা ও ১১২ পৃষ্ঠার সুদীর্ঘ ভূমিকা সম্বলিত
শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায়, এম্, এ,
কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও অনূদিত।

মূল্য ১৷৷০ বাঁধাই ২৲

শ্রীযুক্ত গুরুদাস বাবুর পুস্তকালয়, সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরী,
বি, কে, চক্রবর্ত্তী এণ্ড ব্রাদার্সের পুস্তকালয় প্রভৃতি
কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

কতিপয় অভিমত।

চট্টগ্রাম সাহিত্য-সম্মিলনীর সভাপতি সাহিত্যাচার্য্য
শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়
তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছেন—

"শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম, এ, কর্ত্তৃক "শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দ" (সচিত্র) সংস্কৃত মূল, পূজারি গোস্বামীর টীকা, পদ্যানুবাদ ও বিস্তৃত ব্যাখ্যা-সম্বলিত প্রকাশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর। ইহাতে ১১২ পৃষ্ঠা-ব্যাপী ভূমিকা আছে, সেও এক অপূর্ব্ব পদার্থ। সম্পাদক-অনুবাদকের শ্রম সার্থক হইয়াছে। বঙ্কিম বাবু প্রভৃতি সমালোচকের জয়দেবকে আক্রমণ ব্যর্থ করা হইয়াছে।"

AMRITA BAZAR, October 17, 1912.

PUNDIT SATISCHANDRA RAY M. A. has rendered a valuable service to the Bengali literature by translating into Bengali verse the renowed Sanskrit lyrical drama "Sree Gita Govinda" of Joydeva.

*　　*　　*　　*　　*

In Bengali there are many translations of this work both in poetry and prose but this edition, we have no doubt, stands pre-eminently superior to all others. It contains several nicely executed illustrations, a very long preface,—masterly indeed,—containing the life of the author, the scholarly, judicious and erudite criticism of the work and many other allied subjects, important and interesting which tend to throw a flood of light on the mediaval religious history of Bengal. The metrical translation in Bengali in this book is exquisitely beautiful, coming as it does, as near to the beauty of the original both in form and matter, as is feasible in any translation. The foot notes are abundant, which appear to be most important and elucidating, and reflect a great credit on the author regarding his scholarly knowledge on the various subjects he has dealt with. This is the only edition of Sree Gita Govinda which can confidently be recommended to all who have love for this work. We heartily thank the author for his long and arduous labour in this field of literary activity."

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা ও আনন্দ বাজার, ১ কার্ত্তিক ১৩১৯

"সুবিখ্যাত সাহিত্যিক-প্রবর সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায়,এম্,এ, মহোদয় শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দ গ্রন্থের যে অভিনব অতি সুন্দর সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাতে সংস্কৃত মূল, পূজারি গোস্বামীর টীকা, সম্পাদক কর্ত্তৃক পদ্যানুবাদ ও বিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। এতদ্-ব্যতীত ১১২ পৃষ্ঠাব্যাপী সুদীর্ঘ ভূমিকায় সম্পাদক রায় মহাশয় যে

সকল প্রয়োজনীয় তথ্যের আলোচনা করিয়াছেন, তৎসকল এক দিকে যেমন অতীব অভিনব, অপর দিকে তেমনই পাঠকমাত্রের পক্ষেই নিরতিশয় উপাদেয় ও জ্ঞাতব্য বিষয়ে পরিপূর্ণ। অতি উত্তম কাগজে উজ্জ্বল লাল কালিতে মূল ও টীকা মুদ্রিত হইয়াছে। পদ্যানুবাদ সম্পূর্ণ-রূপে মূলের অনুগত, অথচ গ্রন্থকারের পদ্যানুবাদ-নৈপুণ্যে ভাব ও ভাষার মাধুর্য্য সম্পূর্ণরূপে সংরক্ষিত হইয়াছে। মুখপত্রে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তির প্রতিচ্ছবি প্রদত্ত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীমতী রাধিকার বাসকসজ্জা ও মানভঞ্জনের মনোরম প্রতিকৃতিও আছে।

গ্রন্থের পাদ-টিপ্পনী বিবিধ তথ্যের বিপুল খনি। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় যৌবনের প্রারম্ভ হইতে এই প্রবীণ বয়স পর্য্যন্ত ক্রমাগত ন্যূনাধিক ৩০ বৎসর কাল যাবৎ বৈষ্ণবপদাবলীর আলোচনা করিয়া আসিতেছেন, এ অবস্থায় শ্রীগীতগোবিন্দের পদ্যানুবাদ তাঁহার দ্বারা যে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। ভাষা সর্ব্বত্রই সুললিত ও মধুর-কোমল-কান্তি সমন্বিত। সতীশ বাবু সংস্কৃত কলেজের এম্, এ, সুতরাং সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত। পদাবলী-সাহিত্যের আলোচনায় তিনি অবিসংবাদিতরূপে অদ্বিতীয়। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণলীলা-রসাস্বাদনে তিনি প্রকৃত অধিকারী। তাঁহার সম্পাদিত শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দ গ্রন্থখানি বঙ্গীয় পদ-সাহিত্যে কহিনুররূপে চির দিন সমাদৃত হইবে।"

সুপ্রসিদ্ধ প্রভুপাদ শ্রীল অতুলকৃষ্ণ গোস্বামি-
মহোদয়ের অভিমত,—

"আপনার শ্রীগীতগোবিন্দ এখনও সম্পূর্ণ পড়িয়া উঠিতে পারি নাই। যতই পড়িতেছি, ততই আপনার অসাধারণ অধ্যবসায় ও অনুসন্ধান-

শক্তির পরিচয় পাইয়া বিস্মিত ও বিমোহিত হইতেছি। শ্রীগীত-গোবিন্দের এরূপ সুন্দর সংস্করণ আর হয় নাই। আপনার অনুবাদও যার-পর-নাই সুন্দর হইয়াছে। শ্রীভগবান্ আপনার মঙ্গল করুন।”

২৯শে পৌষ, ১৩১৯।

সংস্কৃত-সাহিত্যে সুপণ্ডিত পাবনার গবর্ণমেণ্ট প্লিডার শ্রদ্ধাস্পদ

শ্রীযুক্ত প্রসন্ননারায়ণ চৌধুরী বি, এল, মহাশয়

পাবনার “সুরাজ” পত্রিকায় লিখিয়াছেন,—

“জয়দেব-কৃত মধুর-কোমল-কান্ত পদাবলী সমন্বিত শ্রীগীতগোবিন্দের পরিচয় অনাবশ্যক। সতীশ বাবু সুন্দর কাগজে পরিস্কার লাল কালির দ্বারা মূল ও পূজারি গোস্বামীকৃত টীকা সম্পূর্ণ ও প্রয়োজনমত রসিক-প্রিয়া ও রসমঞ্জরী টীকা মুদ্রাঙ্কন করিয়াছেন; কাল কালি দ্বারা তাহার পদ্য অনুবাদ ও ব্যাখ্যার বিস্তৃত টীকা প্রকাশ করিয়াছেন। এই গ্রন্থে তিন খানি চিত্র আছে। সতীশ বাবু এই গ্রন্থের প্রারম্ভে অতি পাণ্ডিত্য ও গবেষণাপূর্ণ একটী সুন্দর ভূমিকা লিখিয়াছেন। * *

জয়দেবের রচনা সম্বন্ধে সতীশ বাবুর মন্তব্য পাণ্ডিত্যপূর্ণ। তিনি ভূমিকাতে দেখাইয়াছেন যে জয়দেব শ্রীরাধা-কৃষ্ণের অতুলনীয় লীলার আদিকবি এবং পরবর্ত্তী সকল বৈষ্ণব কবিদিগের আদর্শ এবং তিনি সুমধুর ও বিচিত্র নানাবিধ অভিনব মাত্রা-ছন্দের প্রথম প্রবর্ত্তক, এবং তাঁহার কাব্য পদলালিত্যে অতুলনীয় এবং তৎকৃত কবিতার বাহ্য-সৌন্দর্য্যের সঙ্গে তাহা আভ্যন্তরীণ ভাব-সম্পদেও অল্প রমণীয় নহে। সতীশ বাবু অন্যান্য কবির রচনার সঙ্গে তুলনা করিয়া প্রতিপাদ্য বিষয়

প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এই ভূমিকাতে দৃশ্য ও শ্রব্য কাব্যে তথাকথিত অশ্লীলতা সম্বন্ধে সতীশ বাবু যাহা লিখিয়াছেন, তাহা তাঁহার অপূর্ব্ব চিন্তাশীলতার পরিচয় প্রদান করিয়াছে।

শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা বর্ণনায় উপভোগ বর্ণনা সঙ্গত কি না এই বিষয়ে সতীশ বাবু যাহা লিখিয়াছেন, তাহা ভাবিবার যোগ্য। *তাঁহার মতের সঙ্গে কোন কোন স্থলে মতের অমিল হইতে পারে, কিন্তু তথাপি তাহা উপেক্ষার বিষয় নহে।

সতীশ বাবু তাঁহার বিস্তৃত ভূমিকায় প্রাসঙ্গিকরূপে জয়দেবের রচনা ও অন্যান্য বিষয়ে বঙ্কিম বাবুর মত উদ্ধৃত করিয়া বঙ্কিম বাবুর ভ্রম দেখাইয়াছেন, এবং আমাদের মতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। তাঁহার ভূমিকা সুপাঠ্য ও সুচিন্তা পূর্ণ। আমরা আগ্রহসহকারে কোন কোন লেখা দুই তিন বার পাঠ করিয়াছি। মূল সংস্কৃতের পদ্যানুবাদ হইয়াছে। যেখানে অনুবাদ স্পষ্ট না হইয়াছে, সেখানে এবং মূলে ও অনুবাদে শ্লেষ অলঙ্কার আছে অথবা যেখানে বুঝিতে কিছু কঠিন, সেখানে সতীশ বাবু গদ্যে ভালরূপ অর্থ বুঝাইয়া দিয়াছেন। যাঁহারা অতি অল্প মাত্র সংস্কৃত জানেন তাঁহারা এই অনুবাদ ও বাঙ্গলা টীকা দ্বারা মূল ও পূজারি গোস্বামী প্রভৃতির টীকা অতি সহজে বুঝিতে পারিবেন। * * * * *

জয়দেব বাঙ্গালীর গৌরব। জয়দেব বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আদরের ধন। যাঁহারা ভক্তিসহকারে শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাস পড়িবার যোগ্য অধিকারী তাঁহাদের পক্ষে সতীশ বাবুর এই গ্রন্থ অতি উপাদেয় হইয়াছে।

এই পুস্তকের ভূমিকা ১১২ পৃষ্ঠা এবং মূল ও অনুবাদ ২৬৪ পৃষ্ঠা, ইহা বিবেচনায় গ্রন্থের মূল্য অল্প।" সুরাজ, ১৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩১৯।

বাঙ্গালা ইংরেজি সাহিত্যে সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তী বি, এল, মহাশয় লিখিয়াছেন,—

"I have carefully gone through the preface and no words of mine can fully convey to you the sense of my admiration for your profound insight into the heart of the subject you dwelt upon. Able and scholarly it is, but it is more than that. It is a reflection of the inner light that burns within you; so it is a genuine work of art. Already I have derived much benefit from its study. Although I was never one of those who opined that Jayadeva had been a poet of "মদন-মহোৎসব" only, I think the scales have fallen off my eyes which prevented my appraising him at his true worth. Your preface demonstrates amongst other things that love is higher than all morality; but as you say, only the pure minded can have a glimpse of this heaven. May our thirsty souls receive a few drops of that ভক্তি without which life ceases to be a promise and happiness proves to be mirage.

You have enriched the Bengali literature and what is more, you have freed the name of a ভক্ত from a baseless charge. So you are doubly entitled to our gratitudes May your life be spared long to us for the fulfilment of your mission."

বৈষ্ণবসাহিত্যে সুপণ্ডিত ও সুলেখক শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র ভাদুড়ী বি, এল, মহাশয় লিখিয়াছেন,—

"মধুর গ্রন্থ, মধুর পদ্যানুবাদ এবং মধুর ভূমিকা, মধুর দৃশ্য। আপনার লেখনী অমৃতময়ী, শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের মধুর লীলার একত্র সমাবেশ। আপনি দীর্ঘজীবী হইয়া বৈষ্ণবসমাজের প্রীতিভাজন হউন আর শ্রীভগবৎপ্রীতি লাভ করুন।" ১৯শে মাঘ, ১৩১৯।